AN EASY INTRODUCTION

TO

THE HISTORY OF INDIA.

BY

E. LETHBRIDGE, M.A.,

LATE SCHOLAR OF EXETER COLLEGE, OXFORD; PRINCIPAL OF KISHNAGHUR COLLEGE, BENGAL.

TRANSLATED BY

BABU RADHIKA PRASANNA MUKERJEE.

Price, One Rupee [redacted].

ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপক্রমণিকা।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত এক্সিটর কালেজের পূর্ব্বতন বৃত্তিধারী এবং কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যক্ষ,

শ্রীযুক্ত ইঃ লেথব্রিজ এমঃ এঃ মহোদয়ের প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত।

মূল্য এক টাকা [redacted]।

CALCUTTA:

THACKER, SPINK & CO.,

Publishers to the Calcutta University.

সূচীপত্র।

AN EASY INTRODUCTION

TO

THE HISTORY OF INDIA.

BY

E. LETHBRIDGE, M.A.,

LATE SCHOLAR OF EXETER COLLEGE, OXFORD; PRINCIPAL OF KISHNAGHUR COLLEGE, BENGAL.

TRANSLATED BY

BABU RADHIKA PRASANNA MUKERJEE.

Price, One Rupee [redacted].

ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপক্রমণিকা।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত এক্সিটর কালেজের পূর্ব্বতন বৃত্তিধারী এবং
কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যক্ষ,

শ্রীযুক্ত ইঃ লেথব্রিজ এমঃ এঃ মহোদয়ের প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত।

মূল্য এক টাকা [redacted]।

CALCUTTA:

THACKER, SPINK & CO.,

Publishers to the Calcutta University.

CALCUTTA:
PRINTED BY THACKER, SPINK AND CO.

সূচীপত্র।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপক্রমণিকা।

প্রথম অধ্যায়।*

ভারতবর্ষের ভূমি ও অধিবাসী।

§ ১—বিস্তৃতি ও সীমা। § ২—প্রাকৃতিক বিভাগ। § ৩—রাজকীয় বিভাগ। § ৪—জাতি ও ভাষা।

§ ১। বিস্তৃতি ও সীমা।——এসিয়াখণ্ডের দক্ষিণভাগে যে সকল দেশ অবস্থিত, তন্মধ্যে ভারতবর্ষ অতি বৃহৎ। ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অধিকৃত বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশসমূহের মধ্যে এইটী অতি প্রধান। ইহার পরিমাণফল প্রায় ১৫,০০,০০০ বর্গমাইল, সুতরাং এই দেশ সমুদায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের সমান। ভূমণ্ডলস্থ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপর্ব্বতশ্রেণী হিমালয় ইহার উত্তর সীমা নির্দ্ধারণ করিতেছে। ইহার দক্ষিণে সমুদ্র। এই সমুদ্রের যে অংশ ভারতবর্ষের পশ্চিমে অবস্থিত তাহাকে ভারত-সাগর কহে: পূর্ব্বদিগের সমুদ্র বঙ্গোপসাগর নামে খ্যাত।

বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্বদিগে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রকৃত সীমার বাহিরে, ব্রিটিশ অর্থাৎ ইংরেজাধিকৃত ব্রহ্মপ্রদেশ। এই দেশ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত।

§ ২। প্রাকৃতিক বিভাগ।—— প্রাকৃতিক ধর্ম্ম ও আকৃতি দেখিয়া ভারতবর্ষকে দুই বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত করা যায়। দক্ষিণ ভারতবর্ষ বা দক্ষিণাপথ অতি বৃহৎ

* ভারতবর্ষের ভূচিত্রাবলী অবলম্বন করিয়া এই অধ্যায় শিক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রদেশের ঐতিহাসিক-খ্যাতিবিশিষ্ট নগরগুলির নাম প্রথম হইতে শিখিতে হইবে না। প্রয়োজনমতে এই গুলির বিবরণ জানিতে হইবে। এই ইতিহাস পাঠ করিতে করিতে ছাত্রগণ যখন কোন নূতন স্থানের নাম প্রাপ্ত হইবেন, তৎকালে এই অধ্যায় খুলিয়া তাহার বিষয় অবগত হইতে পারিবেন। তৎপরে ভূচিত্রাবলীতে তাহার সন্নিবেশ স্থির করিবেন।

ত্রিভুজাকৃতি উপদ্বীপের ন্যায় মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণ বিন্দু, কুমারিকা অন্তরীপ এই ত্রিভুজের শীর্ষভাগ, এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতবর্ষের সীমানির্দ্ধারক কাম্পনিক রেখা ইহার ভূমি। এসিয়াখণ্ডের যে ভূভাগ এই রেখার অব্যবহিত উত্তরে ও হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণে অবস্থিত, তাহাকে উত্তর ভারতবর্ষ বা আর্য্যাবর্ত্ত বলা যায়।

আর্য্যাবর্ত্ত দুই প্রধান নৈসর্গিক অংশে বিভক্ত। ইহার পশ্চিম ভাগ সিন্ধুনদ ও তাহার উপনদীর জলে সিক্ত; মধ্য ও পূর্ব্বভাগ গঙ্গা ও তদীয় উপনদীসমূহ এবং ব্রহ্মপুত্র হইতে জল-রাশি প্রাপ্ত হয়। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র পরস্পর সংযুক্ত আছে।

§ ৩। ব্রহ্মদেশের সন্নিহিত ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমা হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমাভিমুখ হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রধান প্রধান রাজকীয় বিভাগগুলির বর্ণনা করিতেছি।

(ক) ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমার প্রান্তে আসাম বিভাগ। আসাম ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যকা মাত্র, এবং সন্নিহিত কয়েকটী পার্ব্বতীয় প্রদেশ ইহার অন্তর্গত। ১৮৭৪ সালের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত আসাম বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অধিকারভুক্ত ছিল। এক্ষণে ইহা স্বতন্ত্র হইয়াছে এবং ইহার শাসনভার একজন চীফ অর্থাৎ প্রধান কমিশনরের হস্তে অর্পিত হইয়াছে।

আসামের নিম্নলিখিত স্থানগুলি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, ছাত্রেরা ভূচিত্রে ইহাদের অবস্থান নির্ণয় করিবেন।

কামরূপ জেলায়, গৌহাটী আসামের প্রধান নগর। ইহার প্রাচীন নাম প্রাক্‌জ্যোতিষপুর। শিবসাগর জেলায় প্রাচীন রাজধানী ঘরগ্রাম, ইহার বর্ত্তমান নাম নাজিরা। খসিয়া পাহাড়ে, সিলঙ্গ। এই স্থানে আসামের প্রধান রাজকার্য্যালয় অবস্থিত।

(খ) আসামের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অধিকার। ভারতবর্ষের বিভাগগুলির মধ্যে এইটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সমৃদ্ধিশালী ও জনপূর্ণ। গঙ্গার ডেল্‌টা* ও নিম্ন উপত্যকা সম্বলিত প্রকৃত বঙ্গদেশ, গঙ্গার অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রদেশস্থ বিহার দেশ, বঙ্গের পশ্চিমস্থ ছোট নাগপুর নামক

---

* কোন নদী সমুদ্রে মিলিত হইবার কিছু পূর্ব্বে যে সকল শাখা প্রশাখা উৎপন্ন করে, সেইগুলির মধ্যবর্ত্তী ভূমিকে ডেল্‌টা বলে।

পাহাড়িয়া ভূভাগ, এবং বঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণাপথের উপকূল ভাগের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত উড়িষ্যা বা উৎকল খণ্ড, এই রাজ্যের অন্তর্গত। বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অধিকারকে কখন কখন বাঙ্গালার নিম্ন প্রদেশ বলা যায়। আসাম ও বাঙ্গালার ভূমি পরিমাণ প্রায় ২,৫০,০০০ বর্গমাইল, ও ইহার লোক সংখ্যা প্রায় ৬,৭০,০০,০০০, অতএব এই দেশে সমস্ত ভারতবর্ষের এক-ষষ্ঠাংশ ভূমি ও এক-তৃতীয়াংশ লোকসংখ্যা দেখা যায়।

বাঙ্গালা দেশের নিম্নলিখিত স্থানগুলি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, ছাত্রেরা ভূচিত্রে ইহাদের অবস্থান নির্ণয় করিবেন।

১। প্রকৃত বঙ্গদেশ।——জেলা ২৪ পরগণায় কলিকাতা। নদীয়া বা কৃষ্ণনগর জেলায় ভাগীরথী ও জলঙ্গীর মিলন স্থানে প্রাচীন রাজধানী নবদ্বীপ, এবং ভাগীরথী তীরে পলাসী। বর্দ্ধমান জেলার বর্দ্ধমান। হুগলি জেলায় হুগলি, চুচুড়া, চন্দননগর ও পূর্ব্বকালীন রাজধানী সাতগাঁ (এক্ষণে হুগলির নিকটবর্ত্তী সামান্য পল্লী বলিয়া পরিগণিত)। মুরশিদাবাদ জেলায় মুরশিদাবাদ, প্রাচীন নাম মুক্‌সুদাবাদ, বাঙ্গালার নবাবদিগের রাজধানী এবং কাসিমবাজার। মালদহ জেলায় গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী, পূর্ব্বকালীন মুসলমান ভূপতিদিগের রাজধানী, এক্ষণে ভগ্নাবশেষ মাত্র; বড় পাণ্ডুয়া, এটীও ভগ্নাবশেষ মাত্র। ঢাকা জেলায় ঢাকা (মুসলমান গ্রন্থে জাহাঙ্গীর নগর), এবং সোনারগাঁর ভগ্নাবশেষ। চট্টগ্রাম জেলায় চাটিগাঁ বা চট্টগ্রাম। মুসলমানেরা ইহাকে ইস্‌লামাবাদ বলিত।

২। বিহার।—— পাটনা জেলায় পাটনা (প্রাচীন পালিবোথরা বা পাটলিপুত্র), প্রাচীন মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী। সাহাবাদ জেলায় আরা, বক্‌সার, চৌসা, শাশিরাম এবং রহিতসদুর্গ। ত্রিহুত জেলায় (প্রাচীন নাম কোশল), পাটনার অপর পারে, গঙ্গা ও গণ্ডকির মিলন-স্থানে, হাজীপুর। মুঙ্গের জেলায় মুঙ্গের। সাঁওতাল পরগণায় রাজমহল (প্রাচীন আখমহল) এবং তেলিয়াগড়ি (প্রাচীন প্রসিদ্ধদুর্গ)।

৩। উড়িষ্যা।——কটক বা মধ্য-উড়িষ্যায় মহানদী তীরে কটক বা কটক-বারাণসী, উড়িষ্যার রাজধানী; এবং জাজপুর, প্রাচীন রাজধানী। পুরী বা দক্ষিণ উড়িষ্যায় পুরী বা জগন্নাথ। বালেশ্বর বা উত্তর উড়িষ্যায় বালেশ্বর।

(গ) বিহারের পশ্চিমাভিমুখে গঙ্গার উপত্যকার অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রদেশে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ। এই দেশ জনৈক লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন। নিম্ন লিখিত বিভাগগুলি ইহার অন্তর্গত। বিহারের সন্নিহিত বারাণসী ও গোরকপুর, পরে ক্রমান্বয়ে গঙ্গা ও তদীয় বৃহৎ উপনদী যমুনার উপত্যকার উন্নত অংশে আলাহাবাদ, আগরা ও মিরাট বিভাগ। আগরা ও আলাহাবাদের দক্ষিণে ঝান্সী। আগরার উত্তর হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত রোহিলখণ্ড বিভাগ, ও রোহিলখণ্ডের উত্তর হিমালয়ের অভ্যন্তরে কমায়ুঁ বিভাগ। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের পরিমাণ বাঙ্গালা দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। ও ইহার লোক সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের নিম্নলিখিত স্থানগুলি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, ছাত্রেরা ভূচিত্রে ইহাদের অবস্থান নির্ণয় করিবেন।

বারাণসী বিভাগে বারাণসী, গাজীপুর, চুনার (মির্জাপুর জেলার প্রসিদ্ধ পাহাড়িয়া দুর্গ) এবং জৌনপুর। আলাহাবাদ বিভাগে আলাহাবাদ বা প্রয়াগ (গঙ্গা ও যমুনার মিলন স্থানে), এবং কানপুর। আগরা বিভাগে আগরা ও সন্নিহিত ফতেপুরসিক্রি এবং চান্দোয়া বা ফিরোজাবাদ, কনৌজ (প্রাচীন কান্যকুব্জ), এবং মথুরা। মিরাট বিভাগে মিরাট। ঝান্সী বিভাগে ঝান্সী। রোহিলখণ্ড বিভাগে বিজনৌর (কালিদাস প্রণীত প্রসিদ্ধ শকুন্তলা নাটকের ঘটনাস্থল)।

(ঘ) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের উত্তর রোহিলখণ্ডের পূর্ব্ব ও গোরকপুরের পশ্চিম অযোধ্যা প্রদেশ। এই ক্ষুদ্র দেশ অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ও জনপূর্ণ, ইহার শাসনকর্ত্তা জনৈক চীফ কমিশনর। ইহার দক্ষিণ সীমা গঙ্গানদী ও উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত।

অযোধ্যার নিম্ন লিখিত স্থানগুলি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, ছাত্রেরা ভূচিত্রে ইহাদের অবস্থান নির্ণয় করিবেন।

মধ্য-অযোধ্যায় লক্ষ্ণৌ, বর্ত্তমান রাজধানী। পূর্ব্ব-অযোধ্যায় অযোধ্যা (রামচন্দ্রের জন্মস্থান), ফৈজাবাদের নিকট।

(ঙ) আগরা হইতে ক্রমে যমুনার উপত্যকার উন্নতভাগে গমন করিলে দিল্লী নগর ও বিভাগে উপস্থিত হওয়া যায়। এই বিভাগ এক্ষণে পঞ্জাবের

লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অধীন হইয়াছে। প্রকৃত পঞ্জাব প্রদেশ, সিন্ধুনদের উন্নতভাগে অবস্থিত। সিন্ধুর পাঁচটী উপনদী—যথা শতদ্রু, বিপাসা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা—হইতে ইহার নাম পঞ্জাব (পঞ্চ-আপ) হইয়াছে। পঞ্জাব প্রদেশের মধ্যে অনেকগুলি প্রধান প্রধান* করদ বা সামন্ত রাজ্য আছে, তন্মধ্যে নিম্ন লিখিতগুলি প্রধান। (১) কাশ্মীর, পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম, হিমালয়ের উৎকৃষ্ট উপত্যকায় অবস্থিত। (২) কপূরতলা। (৩) শতদ্রুর পূর্ব্ব রাজ্য-সমূহ অর্থাৎ পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা।

পঞ্জাবের নিম্নলিখিত স্থানগুলি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, ভূচিত্রে এই গুলির অবস্থান নির্ণয় করিতে হইবে।

দিল্লীবিভাগে দিল্লী, এবং তাহার উত্তরে কর্ণোল ও পানীপথ। অম্বালাবিভাগে দিল্লীর উত্তর সরস্বতীনদীতীরে থানেশ্বর, এবং তাহার নিকট তিরৌরীগ্রাম ও কুরুক্ষেত্র, এবং লুধিয়ানার নিকট মাচ্ছিবারা, আলিওয়াল ও সিরহিন্দ। জলন্দর-বিভাগে কাঙ্গরা বা নগরকোট। লাহোরবিভাগে লাহোর, এবং সতদ্রুর দক্ষিণে ফিরোজপুর, ফিরোজসহর, মুদ্‌কী ও সোব্রাঁউ। রাওলপিণ্ডীবিভাগে (আলেক্‌জণ্ডার ও গ্রীকজাতীয় অন্যান্য ব্যক্তিরা ইহাকে তক্ষিলা বলিতেন, পঞ্চম অধ্যায় দেখ), সিন্ধুতীরে আটক; গুজরাট (১৮৪৯ অব্দে লর্ড গফ্ এই স্থানে শিখদিগকে পরাজয় করেন—৩২শ অধ্যায় দেখ—ভারতবর্ষের পশ্চিমে যে গুজরাট প্রদেশ আছে তাহা নহে) এবং চিলিয়ানওয়ালা। পেসোয়ারবিভাগে পেসোয়ার; এই নগর আফগানিস্থানের সীমার নিকট, এবং পেসোয়ার ও আফগানিস্থানের মধ্যে খাইবার

---

* যে সকল প্রদেশ দেশীয় রাজাদিগের শাসনাধীন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টের আশ্রিত, সেই গুলিকে সামন্ত বা করদ রাজ্য বলে। সন্ধিপত্র দ্বারা নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে ইহারা ইংরেজগবর্ণমেণ্টের কোন না কোন রূপ আনুকূল্য করিয়া থাকে। যথা কেহ কেহ যুদ্ধকালে সৈন্যসামন্ত দিয়া থাকেন, অন্য কেহ তাহার রক্ষার্থ যে ইংরেজ সৈন্য নিযুক্ত থাকে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করেন, ইত্যাদি। সচরাচর রেসিডেণ্ট উপাধিধারী জনৈক ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী ইহার প্রত্যেক স্থানে নিয়োজিত থাকেন, ইহারা দেশীয় রাজাদিগকে শাসন বিষয়ে মন্ত্রণা দেন। এই পুস্তকের ২৪শ অধ্যায়ে, ১ম প্রকরণে সৈনিক সাহায্য প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। সেই প্রকরণ দেখ।

গিরিসঙ্কট নামক প্রসিদ্ধ পার্ব্বত্যপথ (৩০শ অধ্যায় দেখ)। দক্ষিণে মুলতান-বিভাগে, শতদ্রু ও বিপাসানদীর মধ্যে, মুলতান।

(চ) পঞ্জাবের দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পশ্চিম, রাজপুতানা বা রাজপুত-দিগের দেশ। এই প্রদেশ ১৮টী করদ রাজ্যের সমষ্টি। ইহার প্রত্যেকের একএকজন দেশীয় শাসনকর্ত্তা আছে, কিন্তু তিনি ইংরেজের আশ্রিত। এই দেশের অন্তর্গত অজমীরবিভাগ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধীন। রাজপুতানার অন্তঃপাতী আশ্রিত রাজ্যগুলির মধ্যে, উদয়পুর বা মেবার, যোধপুর বা মাড়বার, এবং জয়পুর বা অম্বর প্রধান। রাজপুতানার ভূমিপরিমাণ ১,২০,০০০ বর্গমাইল, ও লোকসংখ্যা ৯০,০০,০০০। অর্থাৎ ইহার আয়তন বাঙ্গালার অর্দ্ধেক, কিন্তু লোকসংখ্যা এক-সপ্তমাংশের অধিক নহে।

রাজপুতানার মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, ভূচিত্রে এই গুলির অবস্থান নির্ণয় করিতে হইবে।

মেবার বা উদয়পুর রাজ্যে উদয়পুর মহারাণার বর্ত্তমান রাজধানী; ইহার পূর্ব্বদিগে চিতোর নগর, যাহার দুর্গ ক্রমান্বয়ে আলাউদ্দীন ও আকবর কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। অজমীরবিভাগে রাজধানী অজমীর। জয়পুর রাজ্যে জয়পুর বর্ত্তমান রাজধানী, ইহার উত্তর-পূর্ব্ব অম্বর প্রাচীন রাজধানী, এবং রন্থাম্ভর নামক প্রসিদ্ধ দুর্গ। যোধপুর বা মাড়বার রাজ্যে রাজধানী যোধপুর। আল্‌ওয়ার রাজ্য জয়পুরের উত্তর, রাজধানী লাসওয়ারী। ভরতপুররাজ্যে রাজধানী ভরতপুর, এই স্থানের দুর্গ পূর্ব্বকালে অভেদ্য বলিয়া বিখ্যাত ছিল, এবং দিগ। শিরোহিরাজ্যে আবুগিরি।

(ছ) রাজপুতানার পশ্চিম ও দক্ষিণে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী। ইহার যে ভাগ রাজপুতানার পশ্চিম তাহা সিন্ধুদেশ বলিয়া খ্যাত, কারণ ইহা সিন্ধুনদীর নিম্ন উপত্যকামাত্র। সিন্ধু এবং রাজপুতানার দক্ষিণ, এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্যান্য অংশ ও সিন্ধুর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে গুজরাট ও কচ্ছ প্রদেশ। গুজরাটের অধিকাংশ উপদ্বীপমাত্র। কচ্ছও উপদ্বীপের ন্যায় এবং রণনামক সমুদ্রশাখা দ্বারা ইহার অনেকভাগ প্রকৃত ভূমিখণ্ড হইতে স্বতন্ত্রীকৃত হইয়াছে। রণ গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হইয়া যায়। কচ্ছ প্রদেশ, গুজরাটের অধিকাংশ, ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্যান্য অনেক

স্বীন দেশীয় রাজাদিগের শাসনাধীন। ইহারা ব্রিটীশগবর্ণমেণ্টকে কর দিয়া থাকেন। (৫ম পৃষ্ঠার টীকা দেখ)। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণবিভাগ নিম্নলিখিত কয়েক খণ্ডে বিভক্ত। (১) গুজরাট; (২) কঙ্কন্ বোম্বাইদ্বীপ ও তৎসন্নিহিত ভূভাগের অধিকাংশ ইহার অন্তর্গত; (৩) মহারাষ্ট্র, এই প্রদেশ সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত, এবং পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বত দ্বারা কঙ্কনদেশ হইতে বিভিন্ন। (৪) খান্দেশ, সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী, এবং গুজরাটের ও পূর্ব্ব মহারাষ্ট্রের উত্তর। এই প্রেসিডেন্সীর সর্ব্বদক্ষিণে উত্তর কানাড়াপ্রদেশ, এইটী মহীশূর ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সন্নিহিত, এবং ইহার সীমা ও কঙ্কনপ্রদেশের মধ্যগত ভূমি পোর্ত্তুগিজদিগের অধিকৃত, ও গোয়ানামে খ্যাত। এই সকল প্রদেশের মধ্যে গুজরাট ব্যতীত আর সমুদায়ই দক্ষিণাপথের অন্তর্গত। বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ভারতবর্ষীয় উপদ্বীপের পশ্চিমভাগ বলিয়া খ্যাত।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, ভূচিত্রে ইহাদের অবস্থান নির্ণয় করিতে হইবে।

গুজরাটপ্রদেশে সুরাট। কঙ্কনপ্রদেশে বোম্বাই; তাহার উত্তর-পূর্ব্ব সালসেট্-দ্বীপে থানা। থানার উত্তর-পশ্চিম বাসিন। মহারাষ্ট্রে পুনা, বহুকাল মহারাষ্ট্রীয়-দিগের রাজধানী; তাহার নিকটে খিড়কী ও পুরন্দরদুর্গ; আহমদনগর নিজামসাহী রাজ্যের রাজধানী। বিজয়পুর আদিলসাহী রাজ্যের রাজধানী। সিতারা শিবজীর বংশাবলীর রাজধানী। উত্তর কানাড়াখণ্ডে হনাওয়ার বা হনোর। সিন্ধুপ্রদেশে হায়দরাবাদ রাজধানী; তাহার নিকটবর্ত্তী মিয়ানী ও অমরকোট। তাতা সিন্ধুর প্রাচীন রাজধানী, এবং তাহার পশ্চিম প্রসিদ্ধ করাচী বন্দর।

(জ) গুজরাটের পূর্ব্ব এবং আংশিকরূপে আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথে স্থিত মালব প্রভৃতি কয়েকটী দেশীয় রাজ্য আছে, এই গুলিকে মধ্যভারতবর্ষীয় এজেন্সী কহে। এই এজেন্সীর অন্তর্গত ৭১টী করদ রাজ্য আছে (৫ম পৃষ্ঠার টীকা দেখ)। ইহাদের ভূমি-পরিমাণ ৮০,০০০ বর্গমাইল, এবং লোকসংখ্যা ৮০,০০,০০০। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান, যথা, (১) গোয়ালিয়ার রাজ্য, মহারাজা সিন্ধিয়ার অধিকার। (২) ইন্দোর রাজ্য, মহারাজা হুল্‌কারের অধিকার; মালবের কিয়দংশ এই রাজ্যের অন্তর্গত। (৪) ভূপাল, সাহজাহান বেগমের অধিকার। (৫) রেওয়া এবং বুন্দেলখণ্ডের ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ। শেষোক্তগুলি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দক্ষিণ এবং ছোট নাগপুরের পশ্চিমে অবস্থিত।

মধ্যভারতবর্ষীয় এজেন্সীর মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, ভূচিত্রে ইহাদের অবস্থান নির্ণয় করিতে হইবে।

সিন্ধিয়ার রাজ্যে গোয়ালিয়র; তৎসন্নিধানে মহারাজপুর ও পানিয়ার। ঐ রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ বিচ্ছিন্ন অংশে রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনী নগর। হুল্‌কারের অধিকারের রাজধানী ইন্দোর; এবং উজ্জয়িনীর সন্নিহিত মাহিদপুর। ভূপালরাজ্যে রাইসিন, ইহা সেরসূর কর্তৃক অধিকৃত হয়।

(খ) মধ্যভারতবর্ষীয় এজেন্সীর দক্ষিণে, এবং বাঙ্গালাপ্রদেশান্তর্গত ছোট নাগপুর-বিভাগের দক্ষিণ-পশ্চিমে মধ্যদেশ, এই দেশটী একজন প্রধান কমিসনরের অধীন। ইহা তিন পৃথক্ অংশে বিভক্ত। উত্তরে সাগর ও নর্ম্মদাপ্রদেশ, দক্ষিণে নাগপুর, পূর্ব্বে করদরাজ্যসমূহ। এই রাজ্যের ভূমিপরিমাণ ও লোকসংখ্যা প্রায় মধ্যভারতবর্ষীয় এজেন্সীর সমান। পূর্ব্বকালে এই দেশ গন্দয়ানা রাজ্য বলিয়া খ্যাত ছিল। মুসলমানদিগের সময়ে ইহার পশ্চিমভাগ মালব রাজ্যের অধীন ছিল।

মধ্যদেশের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, ভূচিত্রে ইহাদের অবস্থান নির্ণয় করিতে হইবে।

নর্ম্মদাবিভাগস্থ নিমার জেলায় খান্দেশরাজদিগের প্রাচীন রাজধানী বুরহানপুর, তৎসন্নিধানে প্রসিদ্ধ আসীরগড়দুর্গ। নাগপুরবিভাগে রাজধানী নাগপুর। পূর্ব্বকালে এই নগর বিরার প্রদেশীয় মহারাষ্ট্রীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল।

(ঞ) মধ্যদেশের দক্ষিণ ও পশ্চিম, এবং বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর খান্দেশ প্রদেশের পূর্ব্বে, বিরারনামক ইংরেজাধিকৃত প্রদেশ অবস্থিত। ইহার অপর নাম হায়দরাবাদ-নিয়োজিত প্রদেশ। হায়দরাবাদের নিজাম ১৮৫৩ অব্দে ঋণ পরিশোধার্থে এই রাজ্যটী ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে সমর্পণ করেন। ইহার দক্ষিণ অংশের নাম বালাঘাট।

বিরারপ্রদেশের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, ভূচিত্রে ইহাদের অবস্থান নির্ণয় করিতে হইবে।

পূর্ব্ববিরারের অন্তর্গত ইলিচপুর জেলায় রাজধানী ইলিচপুর এবং গাবিল-গড়দুর্গ। পশ্চিমবিরারের মধ্যে আকোলা জেলায় আড়গাঁ এবং সাহপুরের ভগ্নাবশেষ।

(ট) বিরার প্রদেশের দক্ষিণে হায়দরাবাদের নিজামের অধিকার। ইনি ইংলণ্ডের ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্যের অনেক প্রধান সামন্ত রাজা। এই রাজ্য দক্ষিণাপথের মধ্যস্থলে স্থিত; ইহার পশ্চিমে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী, ও পূর্ব্বে ও দক্ষিণে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত প্রদেশ সমূহ ব্যবধানস্বরূপ থাকাতে সমুদ্রের সহিত এই দেশের সংস্রব নাই। ইহার ভূমিপরিমাণ ও লোকসংখ্যা প্রায় মধ্যদেশের সমান।

নিজামের রাজ্য মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, ভূচিত্রে ইহাদের অবস্থান নির্ণয় করিতে হইবে।

রাজধানী হায়দরাবাদ; ইহার উত্তর-পশ্চিমে গোলকুণ্ড; এই নগর কুতবসাহী রাজাদিগের প্রাচীন রাজধানী ছিল। উত্তর-পূর্ব্বদিগে বরঙ্গাল। বিদর, বারিদসাহী রাজাদিগের প্রাচীন রাজধানী, এবং তৎসন্নিধানে কুলবর্গা, বামনী বংশীয়দিগের প্রাচীন রাজধানী। খড়কী (এক্ষণে আওরঙ্গাবাদ) মালিক অম্বরের সাবেক রাজধানী। আওরঙ্গাবাদের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে দেবগিরি, (এক্ষণে দৌলতাবাদ বলিয়া খ্যাত।) আওরঙ্গাবাদের পুর্ব্বদিগে আসায়ি নামক যুদ্ধক্ষেত্র।

(ঠ) ভারতবর্ষীয় উপদ্বীপের সমস্ত পূর্ব্ব উপকূলভাগ (চোলমণ্ডল উপকূল) উত্তর-সীমা উড়িষ্যা, এই উপদ্বীপের সমস্ত দক্ষিণ অংশ, এবং মালবার উপকূল নামে খ্যাত পশ্চিম উপকূলের কিয়দংশ, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত। ইহার ভূমি-পরিমাণ ১,২৬,০০০ বর্গমাইল, এবং লোকসংখ্যা তিন কোটীরও অধিক। উড়িষ্যার নিকটবর্ত্তী উত্তর-পূর্ব্ব অংশ উত্তর-সরকার বলিয়া খ্যাত। পূর্ব্ব ও দক্ষিণের অংশ কর্ণাট, এবং পশ্চিমভাগ মালবার ও দক্ষিণ কানাড়া বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মধ্যে কয়েকটী করদ রাজ্য আছে, তন্মধ্যে ত্রিবঙ্কোড় ও কোচী প্রধান। প্রথমটী ভারতউপদ্বীপের দক্ষিণ কোণে অবস্থিত, দ্বিতীয়টী তাহার উত্তরে মলবার উপকূলে স্থিত।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

উত্তর-সরকারে গমস্থর, মছলিপত্তনং, গণ্টুর। কর্ণাটে মান্দ্রাজ, ও তৎসন্নিহিত চেঙ্গলপট্ট, ও কাঞ্চীপুরম্, আর্কাড়ু বেলুর, বন্দিবাস। দক্ষিণ আর্কাড়ুতে, গুডালুর, ফোর্ট সেণ্ট ডেভিডের ভগ্নাবশেষ, জিঞ্জি, পর্টোনবো, এবং ফরাসীদিগের অধিকৃত পটুঞ্চেরী। তিরিশিরাপল্লী জেলায় ত্রিশিরাপল্লী, এবং শ্রীরঙ্গম্দ্বীপ। তঞ্জোর জেলায়

তঞ্জোর। মদুরার মদুরা। মলবারে, কল্লিকট্ট, কনানুর এবং পালঘাট গিরিপথ। দক্ষিণ কানাড়াজেলায় মঙ্গলুর।

(ড) উপদ্বীপের দক্ষিণ-মধ্য ভাগে, নিজামের রাজ্যের দক্ষিণে, এবং নিয়োজিত প্রদেশ নামক মান্দ্রাজের কয়েকটী জেলা অতিক্রমী করিলে মহীশূর ও কুর্গপ্রদেশ দেখা যায়। এই দুইটী একজন চীফ কমিসনরের অধীন। সমস্ত মহীশূর উন্নত মালভূমি মাত্র।

মহীশূর ও কুর্গ অঞ্চলের নিম্ন লিখিত স্থানগুলি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, শ্রীরঙ্গপত্তনং, বঙ্গলুর, নন্দীদুর্গ, রিদনোর মহীশূরে; এবং মেরকাড়া, কুর্গে।

যে সকল রাজকীয় বিভাগের উল্লেখ করা গেল তদ্ব্যতীত হিমালয় প্রদেশে তিনটী পাহাড়িয়া রাজ্য আছে, এইগুলি নামে স্বাধীন, ইহাদিগকে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অধীন মিত্র-রাজ্য বলা যাইতে পারে। এইগুলির মধ্যে আসাম ও বাঙ্গালার উত্তরে হিমালয়ের পার্শ্বে ভুটান; বাঙ্গালার উত্তরে, শিকিম; এবং বাঙ্গালা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যার উত্তরে নেপাল।

ভারতবর্ষে পর্ত্তুগিজদিগের তিনটী স্থান আছে। তন্মধ্যে গোয়া নগর ও জেলা, কঙ্কন ও উত্তর কানাড়ার মধ্যবর্ত্তী। দমায়ু, গুজরাটের অন্তঃপাতী ইংরেজাধিকৃত সুরাট জেলায় স্থিত। গুজরাটের কাটিবার উপদ্বীপের নিকট, দিউ নামক দ্বীপ। এতদ্ভিন্ন ফরাসীদিগের কয়েকটী স্থান আছে, তন্মধ্যে মান্দ্রাজের দক্ষিণে পটুচেরী, এবং ভাগীরথী তীরে হুগলি ও শ্রীরামপুরের মধ্যবর্ত্তী চন্দন নগর প্রধান।

ভারতবর্ষের সীমার বাহিরে কিন্তু ভারতবর্ষীয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীন, ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশ নামক বিস্তৃত রাজ্য আছে, ইহা একজন প্রধান কমিসনরের অধীন। বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্ব উপকূলস্থিত তিনটী সমৃদ্ধিশালী ও উর্ব্বর প্রদেশ এই রাজ্যের অন্তর্গত। যথা, পূর্ব্ব-বাঙ্গালা দেশের পূর্ব্বসীমার সন্নিহিত আরাকান প্রদেশ। আরাকানের দক্ষিণে, ইরাবতী, সিটং ও সালওয়েন নদীর নিম্ন ভাগে অবস্থিত পিগু এবং তেনাসেরিম বিভাগ।

তেনাসেরিমের সম্মুখে বঙ্গোপসাগরে আণ্ডামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একজন কর্ম্মচারী এই গুলির শাসনকর্ত্তা। ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতে অপরাধীরা আণ্ডামান পুঞ্জে নির্ব্বাসিত হয়।

ভারতবর্ষের দক্ষিণে সিংহলদ্বীপ। এই দ্বীপ অতি বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী। ইহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন নহে; লণ্ডন হইতে ইংলণ্ডের রাজপুরুষেরা ইহার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইংরেজেরা ইহাকে সিলোন বলিয়া থাকেন, ইহার হিন্দুনাম লঙ্কা।

§ ৪। জাতি ও ভাষা। —— ভারতবর্ষ অতি বৃহৎ দেশ। সুতরাং ইহা বহুতর ভিন্ন ভিন্ন জাতির আবাসভূমি। ইহাদের ভাষা ভেদ দেখিয়া অনায়াসে জাতি ভেদ স্থির করা যায়।

প্রথমতঃ মনে রাখা উচিত, যে এতদ্দেশবাসী মুসলমানদিগের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্বতন আফ্‌গান বা পাঠান যোদ্ধাদিগের বংশোদ্ভূত (৯ম অধ্যায় দেখ), কেহ বা মোগল বিজেতাদিগের সন্তান (১২শ অ দেখ), অন্য কেহ বা পারস্য, আরব ও আফ্রিকা হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান এতদ্দেশীয় মুসলমান-ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের সন্তান, সুতরাং অন্য অন্য লোকের সহিত জাতি বিষয়ে ইহাদের কোন প্রভেদ নাই। ইহাদের অনেকে উর্দ্দু বা হিন্দুস্থানী ভাষার কোন না কোন শাখা অবলম্বন করিয়া কথা কহে। এই ভাষাটী পারস্য ও দেশীয় ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন।

অবশিষ্ট লোকদিগকে প্রধানতঃ এই কয়েকটী শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। যথা, উত্তর ভারতবর্ষে আর্য্য ও আদিমনিবাসী, এবং দক্ষিণাপথে দ্রাবিড়ীয় হিন্দু ও আদিমনিবাসী।

ভারতবর্ষের সকল স্থানের পাহাড় ও জঙ্গলে আদিমনিবাসীদিগকে দেখা যায়। যথা, বঙ্গদেশে, সাঁওতাল, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যায়, ভড়। পঞ্জাবে গোক্কুর জাতি। মধ্যদেশে গন্দ; বোম্বাই ও রাজপুতনায় ভীল জাতি; দক্ষিণের তুদা, ইত্যাদি। ভারতবর্ষের সকল খণ্ডের নীচ জাতিগুলি বহুল পরিমাণে আদিম নিবাসীদিগের সংমিশ্রণে উৎপন্ন।

উত্তর-ভারতবর্ষের অধিক সংখ্যক লোক আর্য্যবংশোদ্ভূত; সেই রূপ দক্ষিণে, দ্রাবিড়ীয় হিন্দুর সংখ্যা অধিক। এই দুই জাতি সর্ব্ব প্রধান। ইহাদের পরস্পর কি সম্বন্ধ আছে তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। অনেকে মনে করেন যে দক্ষিণাপথের হিন্দুরা আর্য্যবংশীয় নহে, বরং আদিমনিবাসীদিগের সহিত তাহাদের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

আর্য্যবংশীয় হিন্দুরা ও ইউরোপীয় প্রধান প্রধান জাতি একই বংশজাত (২য় অধ্যায় দেখ)। আর্য্যবংশীয় হিন্দুদিগের ভিন্ন ভিন্ন শাখার ভাষা সংস্কৃত মুলক, ও তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে অন্যান্য ভাষাও মিশ্রিত আছে। এই সকল শাখার মধ্যে নিম্ন লিখিত কএকটী প্রধান। (১) বিহার, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা ও মধ্যদেশের অধিবাসীগণ; ইহাদের ভাষা হিন্দী। (২) বাঙ্গালা, এবং বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের অনেক লোক, ইহাদের ভাষা বাঙ্গালা (আসামের ভাষা প্রায় বাঙ্গালা ভাষার ন্যায়)। (৩) বোম্বাই প্রেসিডেন্সী, মধ্যদেশ, মধ্য ভারতবর্ষীয় এজেন্সী, ও বিরার প্রদেশের মহারাষ্ট্রীয়ভাষী লোক সমূহ, ইহাদের ভাষা মহারাষ্ট্রীয়। (৪) বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ও তাহার সন্নিহিত রাজপুতানাবাসী জনগণ, ইহাদের ভাষা গুজরাটী। (৫) উড়িষ্যা এবং তৎসন্নিহিত মধ্যদেশ ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উড়িয়া-জাতি, ইহাদের ভাষা উড়িয়া। (৬) পঞ্জাবের পঞ্জাবীরা, (৭) সিন্ধু প্রদেশের সৈন্ধবি।

নিম্ন লিখিত জাতিগুলি দ্রাবিড়ীয়। (১) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর ভাগের ও নিজামের রাজ্যের পূর্ব্বাংশের অধিবাসী তৈলঙ্গী জাতি। (২) উপদ্বীপের সমস্ত দক্ষিণভাগে অর্থাৎ দক্ষিণ কর্ণাটে ও ত্রিবাঙ্কোড়ে তামিল জাতি। ইহারা তামিল ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। মলবার ও কোঙ্কণীয় মলয়ালীং ভাষা ইহারই শাখা মাত্র। (৩) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কানাড়া প্রদেশ ও অন্যান্য পশ্চিমপ্রদেশে, মহীশূর ও কুর্গে এবং নিজামের অধিকারের অনেক স্থানে, কানাড়ীয় ভাষা প্রচলিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আর্য্য-হিন্দুদিগের কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ বিজয়।

§ ১।—প্রাচীন ইতিহাস জানিবার উপায় কি কি। § ২।—বেদ। § ৩। পিতৃপ্রধান কালের প্রাচীন হিন্দুদিগের বিবরণ। § ৪।—বীরপ্রধান কালের প্রাচীন হিন্দুদিগের বিবরণ। § ৫।—বীরপ্রধান কালের উপাখ্যানাবলী।

§ ১। প্রাচীন ইতিহাস জানিবার উপায় কি কি? অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল তাহার বিবরণ এতদ্দেশীয় কোন ব্যক্তি তৎকালে বসিয়া

লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই; সুতরাং কিঞ্চিদুন নয়শত বৎসর পূর্ব্বে যখন মুসলমানেরা এতদ্দেশে জয়লাভ করিয়াছিল তাহার পূর্ব্বের কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। অতএব এতদ্দেশের পুরাকালীন বিবরণ কোন প্রকৃত ইতিহাস বা আখ্যায়িকা হইতে সংগৃহীত না হইয়া অন্যবিধ উপায়ে সঙ্কলিত। যথা, উপাখ্যান বা প্রাচীন লোকরঞ্জক উপন্যাস, প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র বা কাব্য গ্রন্থের স্থলবিশেষের আভাস, অন্য কোন জনপদের ইতিহাসে এতদ্দেশের ঘটনা বিশেষের উল্লেখ, প্রাচীন মুদ্রা বা ধাতু বা প্রস্তরে ক্ষোদিত লেখ্যের আভাস এবং অন্যান্য কতিপয় উপায়। শেষোক্ত গুলির এস্থলে উল্লেখ করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

§ ২। বেদ। —— যে গ্রন্থগুলিকে হিন্দুরা সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র জ্ঞান করেন তাহাদিগকে বেদ কহে। যে সংস্কৃতভাষা প্রাচীনকালে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে প্রচলিত ছিল এই গ্রন্থগুলি সেই ভাষায় লিখিত। এরূপ বোধ হয় যে ইহার কোন কোন ভাগ অন্যূন ৩২০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত। বেদের মধ্যে মন্ত্রভাগ বা ঈশ্বরের স্তোত্রগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এইগুলি এবং অন্যান্য কয়েকটী বিষয় অবলম্বন করিয়া তাৎকালিক হিন্দুদিগের অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হওয়া যায়।

§ ৩। পিতৃপ্রধানকালের প্রাচীন হিন্দুদিগের বিবরণ। —— বোধ হয় যে আমরা যাহাদিগকে এক্ষণে হিন্দু বলিয়া থাকি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিলেন না, তাহারা মধ্য-এসিয়ার মালভূমিতে ছিলেন। তাহারা তৎকালে আর্য্যনামধারী ছিলেন। যাহারা পরে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া হিন্দু উপাধি প্রাপ্ত হন, ইহারা শুদ্ধ তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন এমত নহে। যাহারা ইউরোপে ও পারস্যদেশে গমন করিয়া ইউরোপীয় ও পারসীক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, ইহারা তাহাদিগেরও পূর্ব্বপুরুষ।

আর্য্যবংশীয় হিন্দুজাতি কালক্রমে মধ্য-এসিয়া ত্যাগ করিয়া হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করত দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহারা প্রথমে পঞ্জাবে উপনীত হইলেন (১ম অধ্যায়ের § ৩ (ঙ) দেখ)। সিন্ধু ও তাহার পঞ্চ উপনদী ব্যতীত তৎকালে উক্তদেশে সরস্বতী নাম্নী উপনদী প্রবাহিত ছিল। এক্ষণে উক্তনদী সিন্ধুনদের সহিত সংযুক্ত নাই, মরুভূমির বালুকারাসিতে ইহার প্রবাহ লুপ্ত হইয়াছে। এই সরস্বতী এবং অন্যান্য নদীতীরে আর্য্যজাতীয় হিন্দুরা অনেক শতাব্দী অতিবাহিত করেন। যৎকালে বেদোক্ত স্তোত্রগুলি রচিত হয়, তখন তাঁহারা

পিতৃপ্রধান শাসন প্রণালীর অধীনে বোধ হয় এই স্থানে বাস করিতেন। ঐ স্থান ব্রহ্মাবর্ত্ত বলিয়া খ্যাত।

[টীকা —— পিতৃপ্রধান রাজ্যতন্ত্র বলিবার তাৎপর্য্য এই যে তৎকালে পিতা অথবা বংশের প্রধান ব্যক্তি স্বীয় সন্তান সন্ততি প্রভৃতির উপর আধিপত্য করিতেন]।

বংশের প্রধান ব্যক্তি বা পিতা কেবল যে রাজকীয় ক্ষমতাশালী ছিলেন এরূপ নহে, তিনি ধর্ম্ম বিষয়েরও যাজকতা করিতেন। প্রয়োজন হইলে, আর্য্য যোদ্ধাগণ দেশীয় অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ আদিম নিবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেন। আদিমজাতীসমূহ অপেক্ষা তাহারা সাহসী ছিলেন, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র উৎকৃষ্টতর ছিল ও লৌহ বা কাংস্য নির্ম্মিত কঠিন বর্ম্ম দ্বারা তাহাদের শরীর আচ্ছাদিত থাকিত, সুতরাং তাঁহারা সচরাচর যুদ্ধে জয়ী হইয়া আদিমনিবাসীদিগকে পাহাড় ও জঙ্গলে বাস করিতে বাধ্য করিতেন। এখনও তাহাদের বংশাবলী তথায় বাস করিতেছে। পিতৃপ্রধান কালের অধিকাংশ সময় আর্য্যেরা পঞ্চাবের উর্ব্বর ক্ষেত্রে শান্তভাবে অতিবাহিত করিতেন। তাহারা তৎকালে অতি সামান্যভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। বোধ হয় সকলেই গোধন রক্ষণাবেক্ষণ ও কখন কখন সামান্য কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

§ ৪। বীরপ্রধান কালের প্রাচীন হিন্দুদিগের বিবরণ। —— বোধ হয় বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রকার অবস্থা ছিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে আর্য্য বংশীয় হিন্দুরা ক্রমে ধনশালী ও বহুসংখ্যক হইয়া উঠিলেন। তখন পঞ্জাব অপেক্ষা আরও উর্ব্বরা ভূমির প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়িল। গঙ্গা ও তাহার উপনদী সকল যে সমৃদ্ধিশালী ভূভাগ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে তাহা অধিকার করিবার সামর্থ হইয়াছে তাহাদের এরূপ বোধ হইল।

[টীকা।—১ম অধ্যায়ে উল্লেখ করাগিয়াছে এই সকল ভূভাগের বর্ত্তমান নাম, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা, বিহার, বাঙ্গালা, এবং রাজপুতানা ও মধ্যভারতবর্ষীয় এজেন্সীর কিয়দংশ। কিন্তু আর্য্যবংশীয় হিন্দুরা সরস্বতী ও গঙ্গার মধ্যস্থিত ভূভাগকে ব্রহ্মর্ষিদেশ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ঋষিদিগের পবিত্র আবাসভূমি) বলিতেন। ঐ খণ্ডের পূর্ব্ব হইতে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত মধ্যদেশ বলিয়া খ্যাত ছিল। সমস্ত উত্তর-ভারতবর্ষের নাম আর্য্যাবর্ত্ত ছিল।]

অনেক বৎসর বা বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত আর্য্যবংশীয় হিন্দুরা এই সমস্ত উৎকৃষ্টদেশ জয়ের নিমিত্ত ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময়কে বীরপ্রধান কাল বলা যায়, কারণ তৎকালীন হিন্দুরা অতিপ্রসিদ্ধ বীরদিগকে নেতা করিয়া আদিম নিবাসীদিগের সহিত অনুক্ষণ যুদ্ধ করিতেন। এইরূপে ক্রমেক্রমে তাহাদিগকে হয় দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন নতুবা পাহাড়ে ও জঙ্গলে তাড়াইয়াদিলেন। তাহাদের বংশাবলী এক্ষণে সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি নামে পরিচিত।

যে সকল বীর যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন, তাঁহারা ক্রমে অনেক স্থান অধিকার করিলেন ও অনেক লোক তাঁহাদের আজ্ঞাধীন হইল, তখন তাঁহারা মহারাজা বা রাজা বলিয়া খ্যাত হইলেন। ইহারা যুদ্ধে ব্যস্ত থাকাতে, পিতৃপ্রধানকালের প্রথানুযায়ী যাজকতাকার্য্য করিবার সময় পাইতেন না। সুতরাং কালক্রমে উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ নামধারী যাজকসম্প্রদায় বা জাতির উৎপত্তি হইল। পরে, জনসাধারণের নিকট রাজা অপেক্ষাও ব্রাহ্মণ অধিকতর পূজ্য হইলেন। এইরূপে কালক্রমে আর্য্যহিন্দুদিগের মধ্যে দুইটী প্রধান শ্রেণী হইল, যথা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। উপধর্ম্মাপন্ন ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণকে দেবতুল্য জ্ঞান করিত ও অতিশয় ভক্তি করিত। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং রাজা ও সৈন্যনেতৃগণ এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। বীরপ্রধান কালের নানাবিধ উপাখ্যান ও লোকরঞ্জক উপন্যাস প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে যে গুলি প্রধান তৎসমুদায় রামায়ণ ও মহাভারত নামক সংস্কৃত মহাকাব্যদ্বয়ে বিবৃত আছে। এই সকল গ্রন্থপাঠে জানাযায় যে তৎকালে আর্য্যবংশীয় হিন্দুরা সামান্য অসভ্য যোদ্ধাদিগের ন্যায় জীবন ধারণ করিতেন। রাজা ও রাজকুমারেরাও গবাদিচারণ ও জঙ্গল দাহন করিয়া কৃষিকার্য্যের জন্য ভূমি পরিষ্কৃত করিতেন। নির্দ্ধারিত সময়ে স্ব স্ব পালের গোবৎসাদির গাত্রেচিহ্নদিতেন এবং নিয়মিতরূপে কৃষকাদির কার্য্য সমাধা করিতেন। কি ধনী কি নির্ধন, এক জাতীয় সকলেই এক সঙ্গে পালিত হইতেন এবং শত্রু ও দস্যু হস্ত হইতে শস্যক্ষেত্র ও গবাদি রক্ষা করিবার উপায় শিক্ষা করিতেন। সুতরাং সকলেই কিয়ৎ পরিমাণে, মুষ্টিপ্রয়োগ, মল্লযুদ্ধ, ধনুর্ব্বিদ্যা, লোষ্ট্রনিক্ষেপ, ফিঙ্গাত্যাগ ও অস্ত্রচালনে দক্ষ হইতেন। আর্য্যবংশীয়দিগের মধ্যে যাহারা পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া ইউরোপে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাদিগের ন্যায় ভারতবর্ষবাসী আর্য্যেরাও সমারোহের ভোজে মদ্যমাংস ব্যবহার করিতেন; কিন্তু অন্যান্য সময়ে তাহাদের খাদ্য অতি সামান্য ছিল। তাহারা যে সকল কৃষ্ণবর্ণ

আদিম-নিবাসীদিগের সহিত প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করিতেন, তাহাদিগকে কখন দৈত্য, কখনও বা অশুর, রাক্ষস বা নাগ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

সময়ক্রমে আর্য্যবংশীয় হিন্দুরা সভ্যতর হইলেন, এবং জয়লব্ধ ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধিসহকারে ভোগাসক্তও হইয়া উঠিলেন। বীরপ্রধানকালের শেষভাগে তাহারা বঙ্গদেশপর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, এবং আদিমনিবাসীরা যুদ্ধে নিহত, তাড়িত বা দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছিল। এই সময়ে মহারাজাদিগের প্রাসাদে ঐশ্বর্য্য ও ভোগাসক্তির অশেষবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। শ্রেষ্ঠবংশীয়েরা সমৃদ্ধশালী ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবী লোকেরাও ধনবান হইয়াছিল; ইহারাই বৈশ্য নাম ধারণ করিয়া তিন উচ্চ বা দ্বিজ আখ্যাধারী জাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ইহাদের কথা পরে বলা যাইতেছে।

§ ৫। বীরপ্রধানকালের উপাখ্যানাবলী।—— পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে বীরপ্রধান কালের প্রধান প্রধান উপাখ্যানগুলি রামায়ণ ও মহাভারত নামক প্রসিদ্ধ মহাকাব্যে বিবৃত আছে। রামায়ণে সূর্য্যবংশীয় অযোধ্যারাজ রামচন্দ্রের কীর্ত্তি বর্ণিত আছে। রামের বাল্য ও যৌবনকাল, সীতার সহিত বিবাহ, মধ্য দেশের বৃহৎ দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাসন, এই গুলি অতি সুন্দর ও কারুণ্য-রসাসিক্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের যে ভাগে বিজেতা রামচন্দ্রকৃত দক্ষিণাপথ ও লঙ্কা আক্রমণের বর্ণনা আছে, ইতিহাসে সেই ভাগই বিশেষ প্রয়োজনীয়। রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরে লোকে তাঁহার আরাধনা করিয়াছে।

সুবৃহৎ মহাভারত কাব্যে বহুসংখ্যক উপাখ্যান আছে, তন্মধ্যে চন্দ্রবংশীয় কুরুপাণ্ডব রাজাদিগের মহাযুদ্ধের বিবরণ প্রধান। বর্ত্তমান দিল্লীর নিকটবর্ত্তী হস্তিনাপুরে কে রাজা হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য এই যুদ্ধ আরদ্ধ হয়। মহাভারতে যে সকল ব্যক্তির বিবরণ আছে তন্মধ্যে কৃষ্ণ অতি প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। ইনি পাণ্ডবদিগের সহায়ছিলেন এবং লোকে ইঁহাকে রামচন্দ্রের ন্যায় বিষ্ণুর অবতার

* থানেশ্বরের প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রের সন্নিহিত (৯ম অধ্যায় দেখ) দিল্লী যাইবার রাজ-পথে অম্বালা নগরের দক্ষিণে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তর অবস্থিত। ইহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে দিল্লীর রাস্তার উপর পানীপথের প্রসিদ্ধ রণক্ষেত্র (১০ম অধ্যায় দেখ)। অম্বালার উত্তর সিরহিন্দের প্রাচীন দুর্গ (৯ম অধ্যায় দেখ)।

বিশেষ বলিয়া জ্ঞান করে। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ১৮ দিন স্থায়ী হইয়াছিল, ইহা কুরুক্ষেত্রে সংঘটিত হয়, এবং এরূপ বর্ণিত আছে যে পরে যে সকল ব্যক্তি ভারতবর্ষের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ইহার কোন না কোন পক্ষে সহায়তা করিয়াছিলেন। পরিশেষে পঞ্চপাণ্ডবের জয়লাভ হইল, কিন্তু কিছুকাল পরেই পঞ্চ ভ্রাতা সাধারণ-সহধর্ম্মিণী দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া হিমালয়ে গমন করিলেন, এবং তথা হইতে ইন্দ্রদেবের প্রসাদে সশরীরে স্বর্গে নীত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ সংহিতাকারক মনু।

§ ১।—ব্রাহ্মণপ্রধানকাল। § ২।—মনুসংহিতা। § ৩।—হিন্দুদর্শনশাস্ত্র।

§ ১। ব্রাহ্মণপ্রধানকাল।—— যখন সিন্ধুনদ হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যজাতীয় হিন্দুদিগের অধিকৃত হইল এবং বিজেতাদিগের বংশোদ্ভূত মহারাজাদিগের অধীনে দেশের নানা স্থানে সুবৃহৎ সাম্রাজ্য সকল সংস্থাপিত হইল, সেই সময়ে বীরপ্রধানকাল শেষ হইয়া, শান্তি ও ঐশ্বর্য্যের দিন উপস্থিত হইল। এইকালে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। হিন্দুদিগের মধ্যে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। এই কারণবশতঃ বীরপ্রধান-কালের পরবর্ত্তী কালকে ব্রাহ্মণপ্রধানকাল বলা যায়। ইহার স্থায়ীতা অতি প্রাচীন কাল হইতে (কত প্রাচীনকাল হইতে তাহা স্থির করা যায় না) খৃষ্টাব্দের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বপর্য্যন্ত।

§ ২। মনুসংহিতা।—— মানবধর্ম্মশাস্ত্র বা মনুসংহিতা নামক স্মৃতি বা ধর্ম্ম-শাস্ত্র গ্রন্থে ব্রাহ্মণপ্রধানকালের হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার সুন্দররূপে বর্ণিত আছে।

[টীকা। হিন্দুদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থাদি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা, শ্রুতি ও স্মৃতি। সমস্ত বেদ শ্রুতি। অন্যান্য যে সকল গ্রন্থ ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া খ্যাত কিন্তু বেদের ন্যায় ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে, তাহাদিগকে স্মৃতি বলে।]

সংহিতাকারক মনুর কোন বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায় না, কিন্তু তাহার প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণপ্রধানকালের হিন্দু সমাজের অবস্থাবিষয়ক অনেক স্থূল স্থূল কথা জানাযায়।

মনুসংহিতার প্রধান লক্ষণ এই যে তাহাতে জাতি ভেদের নিয়মাদি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট আছে। জাতি চারিটী—যথা, (১) ব্রাহ্মণ বা যাজক; (২) ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধা; (৩) বৈশ্য বা শ্রমজীবী; (৪) শূদ্র বা দাসজাতি। প্রথম তিনটীকে দ্বিজ বলিত। ইহাদিগের উন্নতি ও শূদ্রের অবনতি সাধনই ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়মাদির উদ্দেশ্য।

মনুসংহিতা রচনাকালে যে রূপ জাতিভেদ প্রণালী ছিল তাহার কয়েকটী প্রধান লক্ষণ নিম্নে লিখিত হইতেছে :—

প্রথমতঃ ব্রাহ্মণজাতির অসাধারণ মর্য্যাদা ও পুজ্যতা। ইহাদের হিতার্থে যাবতীয় ব্যক্তি ও পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরাও কথঞ্চিৎরূপে ব্রাহ্মণের ন্যায় বিশেষ বিধানের পাত্র ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ শূদ্রদিগের প্রতি অতিরিক্ত অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা। শ্রেষ্ঠজাতির, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের, সেবাই তাহাদের প্রধান ধর্ম্ম। যদি কোনমতেই ভৃত্য হইবার উপায় না হয় তাহা হইলে সামান্য শিল্পকর্ম্ম করিয়া কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার বিধি আছে বটে, কিন্তু ধনসঞ্চয়ের বিধি নাই। শূদ্রদিগের হীনাবস্থা দেখিয়া বোধ হয় যে তাহারা বিজীতদিগের অবশেষ মাত্র। তাহাদের বিজেতারা দ্বিজ বলিয়া খ্যাত।

তৃতীয়তঃ সংহিতা অনুসারে শূদ্রগণ দ্বিজ সেবা করিতে পারিলে, কাহাদিগের দ্বারা সামান্য শিল্প ও কারু কার্য্য নির্ব্বাহ হইত তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বোধ হয় এক্ষণকার ন্যায় তৎকালেও এই সকল কার্য্য সঙ্কর জাতিদিগের দ্বারা নিষ্পন্ন হইত অর্থাৎ চারি প্রধান জাতির মধ্যে পরস্পর বিবাহসূত্রে যে যে জাতি উৎপন্ন হইত তাহারাই এই সকল কর্ম্ম করিত।

কেহ কেহ বলেন এক্ষণে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রাজপুত প্রভৃতি কয়েকটী জাতি ক্ষত্রিয় বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়া থাকেন এবং কোন কোন শিল্পজীবী জাতি আপনাদিগকে বৈশ্য জ্ঞানকরেন। বর্ত্তমান হিন্দু-দিগের মধ্যে অধিকাংশ লোক সঙ্কর জাতীয়। প্রাচীনকালে চারি বিশুদ্ধ জাতির মধ্যে পরস্পর যেরূপ প্রভেদ ছিল, বর্ত্তমান সময়ের শঙ্করজাতীয়েরা তদপেক্ষা অধিক জাতিভেদ প্রদর্শন করে।

প্রত্যেক রাজ্যের শাসনভার এক একজন রাজার হস্তে ছিল। মনুসংহিতা মতে রাজা যথেচ্ছাচারী ছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শমতে তাঁহাকে চলিতে হইত। ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে ব্রাহ্মণের ক্ষমতার সহিত রাজার যথেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাজার অধীনে ১০০০ গ্রামপতিরা ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের অধীনে ১০০ গ্রামপতিরা ছিলেন। শতগ্রাম, বোধ হয়, বর্ত্তমান কালের পরগণার ন্যায় ছিল। ইহাদের অধীনে প্রত্যেক গ্রামের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, ইহাদিগকে মণ্ডল বা পাটেল বলিত। এই সকল ব্যক্তিরা সকলেই রাজার কর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

গ্রাম্য সমাজে যে প্রণালীতে কার্য্য নির্ব্বাহ হইত বোধ হয় তাহার প্রথা অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। গ্রাম হইতে কতটাকা রাজকর দিতে হইবে মণ্ডল তাহা রাজার সহিত স্থির করিয়া আসিয়া কাহার কত টাকা লাগিবে তাহার তালিকা করিতেন। দেয় কর আদায় ও গ্রামস্থ লোকের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে তিনিই দায়ী থাকিতেন। গ্রামের কিয়দংশ নিষ্কর ভূমি তাহার ভোগার্থে নিয়োজিত থাকিত, গ্রামস্থ লোকে তাহাকে পার্ব্বণী দিত, এবং কখন কখন রাজকোষ হইতেও তিনি বেতন পাইতেন। গ্রামস্থ লোকেরা পরস্পর বিবাদ করিলে তাহার নিকট মীমাংসা হইত, তিনি উভয়ের নিযুক্ত শালিসের সাহায্য লইয়া নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। মণ্ডলের সাহায্যার্থে অন্যান্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল, তন্মধ্যে গোমস্তা ও চৌকীদার প্রধান। এই সকল কর্ম্মচারীরা পার্ব্বণী, নিষ্করভূমি বা নির্দ্ধারিত বেতন লইয়া কার্য্য করিতেন।

অপরাধ সম্বন্ধে মনুসংহিতার নিয়মাদি কঠিন ছিল, কিন্তু নিষ্ঠুর ছিল না। সম্পত্তি ঘটিত নিয়মগুলি ন্যায্য, ও উৎকৃষ্ট ছিল। অতি সামান্য নিত্যকর্ম্ম সম্বন্ধেও নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ ছিল। ইহার দোষের মধ্যে এই যে উচ্চজাতিদিগের প্রতি অনুগ্রহ ও শূদ্রদিগের প্রতি নিগ্রহ প্রদর্শন করা হইত।

চিরপ্রচলিত প্রথার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ প্রদর্শন মনুসংহিতার একটী প্রধান লক্ষণ। ইহার উদ্বাহবিষয়ক নিয়মগুলি ন্যায়ানুগত ছিল। স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞাধীন ও অন্যান্য স্ত্রীলোকও স্ব স্ব রক্ষাকর্ত্তার আদেশমতে চলিবেন এরূপ নিয়ম ছিল; কিন্তু স্ত্রীজাতির মঙ্গল সাধনার্থে নানা উপায়ও নির্দ্ধারিত ছিল। ব্রাহ্মণদিগের জীবিতকাল চারি অংশে বিভক্ত করিবার নিয়ম ছিল। যৌবনকাল অধ্যয়নে অতিবাহিত

করিতে হইত, ঐ কালে দারপরিগ্রহ করিবার নিয়ম ছিল না। জীবনের দ্বিতীয়কালে সস্ত্রীক গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়া ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করিতে হইত। তৃতীয়কালে, সন্ন্যাসী হইয়া বনে বাস করিতে ও নানাবিধ কঠোর নিয়ম করিতে হইত। চতুর্থকালে, শুদ্ধ ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে হইত, তখন ক্রিয়াকাণ্ড বিবর্জ্জিত হইতেন। মনুর সময়ে শিল্পাদির অবস্থা অত্যুৎকৃষ্ট হয় নাই বটে, কিন্তু নিতান্ত হীনও ছিল না। ঐ গ্রন্থে স্বর্ণকার, ভাস্কর, শিল্পকর প্রভৃতি যে সকল ব্যবসায়ীদিগের উল্লেখ আছে তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে তাৎকালিক লোকেরা সভ্যতাসূচক বহুল সামগ্রী অধিকার করিয়াছিল।

§ ৩। হিন্দুদর্শন শাস্ত্র। —— চিরকালই হিন্দুরা দর্শন শাস্ত্র প্রিয়। বোধ হয় এই সকল অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণ-প্রধানকালের লোকের মন বিচলিত হইয়াছিল, সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হইবামাত্র তৎপ্রতি ধাবমান হয় (৪র্থ অধ্যায় দেখ)। কোন না কোন অনির্দ্দিষ্ট সময়ে হিন্দুদিগের মধ্যে ছয়টী প্রধান দর্শনশাখা প্রচলিত হইয়াছিল। এই ষড় দর্শনের নাম নিম্নে লিখিত হইল। (১) সাঙ্খ্য দর্শন, কপিলমুনি প্রণীত। (২) যোগদর্শন, পতঞ্জলি প্রণীত। (৩) ন্যায়দর্শন, গৌতম প্রণীত। (৪) বৈশেষিক দর্শন, কণাদ প্রণীত। (৫) পূর্ব্বমীমাংসা, জৈমিনি প্রণীত। (৬) উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত, ব্যাস প্রণীত।

চতুর্থ অধ্যায়।

বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

§ ১—বুদ্ধ, মহান্ ধর্ম্মসংস্কারক। § ২—বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তার।

§ ১। বুদ্ধ, মহান্ ধর্ম্মসংস্কারক। ——প্রায় খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে (অর্থাৎ, প্রায় খৃঃ পূঃ ৫৫০) কপিলাবস্তুরাজের একটী পুত্র জন্মিল। কপিলাবস্তুরাজ্য বোধ হয় অযোধ্যার উত্তর, হিমালয় পদতলস্থ গোরক্ষপুর বা নেপালের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল। রাজপুত্রের নাম শাক্যমুনি, বা গৌতম, রাখা হইল, এবং পরে তিনি বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী নামে খ্যাত হন। তিনি ক্ষত্রিয় অর্থাৎ যোদ্ধৃবংশোদ্ভূত; কিন্তু যৌবনকাল হইতে তিনি লেখাপড়া ও চিন্তাকরিতে ভাল বাসিতেন। অল্প বয়সেই তিনি যোগী হইবার বাসনায় পিতার প্রাসাদ পরিত্যাগ করেন; প্রথমে ব্রাহ্মণদিগের শিষ্য হন, এবং পরে নির্জ্জন আশ্রম অবলম্বন করেন। পরিশেষে

তিনি একটী নূতন ধর্মের প্রবর্ত্তক হন। উত্তরকালে এই ধর্ম্মই বৌদ্ধধর্ম্ম নামে প্রায় সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্ম ছিল, এবং এক্ষণে ও ইহা মানব-জাতির প্রায় একতৃতীয়াংশের ধর্ম্ম। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইয়া তিনি বুদ্ধনামের দাবি করেন, এবং এই নূতন ধর্মের মতসকল প্রচার করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ ক্ষেপণ করেন। তাহার শিক্ষা এই যে সকল বর্ণের লোকই বস্তুতঃ সমান, এবং সাংসারিক সুখ ও বাসনার প্রতি বৈরাগ্য এবং সত্যনিষ্ঠা, জিতেন্দ্রিয়তা, সততা আর বিশেষতঃ মৈত্রী অর্থাৎ সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য,' এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মুক্তি লাভ হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য নির্ব্বাণ বা ধ্বংশ প্রাপ্তি। বুদ্ধের শিক্ষানুসারে কেবল নির্ব্বাণদ্বারাই মনুষ্য বাসনা ও দুঃখ এবং অনন্ত পুনঃজন্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। পবিত্র এবং সরল নীতিগুণে বৌদ্ধধর্ম্ম লোকের প্রিয় হইয়া উঠে; এবং বোধ হয় বুদ্ধের মৃত্যুর পুর্ব্বেই বিহারের অনেকাংশ এবং নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সকল নূতন ধর্ম্ম অবলম্বন করে। মগধের অধিপতি হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ হন [পরবর্ত্তী অধ্যায় দেখ]।

§ ২। বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার।——বুদ্ধের মতসকল শীঘ্রই ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে, এবং তিব্বত, ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল, ও চিনদেশে, বিস্তৃত হইল। তাহার মৃত্যুর অল্পকাল পরে তদীয় ধর্ম্মাবলম্বী প্রধানবর্গের একটী সভা হয়। অনন্তর আর একটী সভা হয়; এবং রাজা অশোকের রাজত্ব সময়ের সপ্তদশ বর্ষে, [৬ অধ্যায় দেখ] যখন বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের রাজধর্ম্ম হইয়াছিল, তখন তৃতীয় সভা হয়। এই সভাত্রয়ের কোন একটী দ্বারা বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম পুস্তক সকল নির্দ্ধারিত (প্রস্তুত) হয়। এই পুস্তক সকলকে ত্রিপিটক বলে।

পঞ্চম অধ্যায়।

ভারতে গ্রীক।

§ ১—পারসিকদিগের পঞ্জাব আক্রমণ। § ২—সেকন্দরের আক্রমণ। § ৩—সেলুকসের ভারতবর্ষ আক্রমণ। § ৪—বাক্‌ট্রীয় গ্রীক। § ৫—গ্রীকদিগের লিখিত প্রাচীন হিন্দুদিগের বিবরণ।

§ ১। পারসিকদিগের পঞ্জাব আক্রমণ।—— বুদ্ধদেবের জীবিত সময়ে দারাউস হিস্তাস্পিস্ নামে পারস্যের একজন প্রধান রাজা পঞ্জাব আক্রমণ করেন।

তিনি গ্রীকনাবিক স্কাইলাক্স নির্ম্মিত নৌসেতুদ্বারা সিন্ধুনদ পার হন। তিনি পঞ্জাবের অনেকাংশ জয় করিয়া তাহা পারসিক সত্রপী অর্থাৎ সত্রপ বা রাজ-প্রতিনিধিশাসিত প্রদেশে পরিণত করেন।

§ ২। সেকন্দরের আক্রমণ।——প্রায় দুই শত বৎসর পরে মসিডনের অধিপতি সেকন্দরের অধীনস্থ গ্রীকেরা পারস্য সাম্রাজ্য জয় করে; এবং খৃঃ পূঃ ৩২৭ সেকন্দর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন।

পঞ্জাব প্রদেশ দিয়া গমন কালে গুজরাট নামক স্থানের নিকট তাহাকে (বিতস্তা) নদী পার হইতে হইয়াছিল। ১৮৪৮ সালে শিখদিগের শেষ পরাজয়ের রঙ্গভূমি বলিয়া বর্ত্তমান কালে এই স্থান বিখ্যাত [৩২ অধ্যায় দেখ]। এখানে ভারতবর্ষের এতৎপ্রদেশস্থ রাজবর্গের সম্মিলিত সৈন্যদলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পুরুবংশীয় একজন রাজা সেনাপতি ছিলেন, গ্রীকেরা তাঁহাকে পোরস্ বলিয়াছে। যে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল, তাহাতে ভারতবর্ষীয় সৈন্য গ্রীক সৈন্য অপেক্ষা অধিক সংখ্যক ছিল; এবং এতদতিরিক্ত তাহাদিগের ২০০ হস্তী ও ৩০০ যুদ্ধরথ ছিল; গ্রীকদিগের লিখিত বৃত্তাণ্তানুসারে, ভারতবর্ষীয়েরা সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা সেকন্দরের শিক্ষিত সৈন্যের আক্রমণ সহ্য করিতে অসমর্থ হইল। পোরসের দুই পুত্র সমরশায়ী হইল, এবং তাহার সৈন্যগণ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল। সেকন্দর পোরসের সাহস সন্দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া, তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিলেন। তিনি তাঁহাকে তদীয় রাজ্য পুনঃপ্রদান করিলেন এমন নহে, তাঁহার রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া দিলেন; এবং এই সময় হইতে পোরস গ্রীকদিগের বিশ্বস্ত বন্ধু হইলেন।

ইহার পরে সেকন্দরের ইচ্ছা ছিল যে অগ্রসর হইয়া মগধ সাম্রাজ্য জয় করেন, (পরবর্ত্তী অধ্যায়ে মগধের বৃত্তান্ত লিখিত হইবে); কিন্তু পঞ্জাব জয় করিতে তিনি এত কষ্ট পাইয়াছিলেন, যে গ্রীক সৈন্যগণ শতদ্রুতীর অতিক্রম করিতে অস্বীকার করিল, এবং সেকন্দর তদীয় পারসিক অধিকারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি স্বয়ং কিয়দংশ সৈন্য লইয়া বেলুচিস্থানের মরু প্রদেশ দিয়া ফিরিয়া চলিলেন; সৈন্যের অবশিষ্টভাগ নৌসেনাপতি নিয়র্কসের অধীনে সিন্ধুনদের মোহানা হইতে সমুদ্র পথে পারস্য উপসাগর দিয়া স্বদেশের উদ্দেশে ইউফ্রেটিস নদীর অভিমুখে প্রস্থান করিল।

§ ৩। সেলুকসের ভারতবর্ষ আক্রমণ।——সেকন্দরের মৃত্যুর পরে সেলুকস্ নামে তাঁহার একজন প্রধান সেনাপতি তদ্বিজিত এসিয়া খণ্ডের একাংশ অধিকার করিল এবং সেকন্দরের ভারতবিজয় চেষ্টা পুনর্জ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করিল। চন্দ্রগুপ্ত [পরবর্ত্তী অধ্যায় দেখ], গ্রীকেরা যাঁহাকে সন্দ্রকটস্ বলিয়াছে, এই সময়ে মগধের রাজা ছিলেন, এবং তিনি ভারতবর্ষীয় সমুদায় রাজা অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। সেলুকস্ তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সন্ধি হইয়া গেল; তদ্দ্বারা সেলুকস্ চন্দ্রগুপ্তের সহিত স্বীয় দুহিতার বিবাহ দিতে অঙ্গীকার করিলেন এবং পঞ্চাশটী হস্তী কর স্বরূপ পাইবার নিয়মে তাঁহাকে সিন্ধুনদের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রদেশ সকল প্রদান করিলেন।

§ ৪। বাক্‌ট্রীয় গ্রীক।——আসিয়িক গ্রীক সাম্রাজ্যের যে প্রদেশ আফগানিস্থানের উত্তরে অবস্থিত, তাহার নাম বাক্‌ট্রিয়া ছিল; এক্ষণে উহাকে বাখ বলে। সেলুকসের উত্তরাধিকারীদিগের সময়ে বাক্‌ট্রিয়ার গ্রীক শাসনকর্ত্তাগণ রাজোপাধি ধারণ করেন, এবং কয়েক শত বৎসর পর্য্যন্ত বাক্‌ট্রিয়ার ভূপালবর্গ এসিয়ার এই বিভাগে পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অনেকাংশ অনেক সময়ে এই সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। পরিশেষে সোটর নামধারী বাক্‌ট্রীয় রাজবংশ উত্তর রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করে, এবং সিন্ধুপ্রদেশ, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কিয়দংশ, পঞ্জাব এবং আফগানিস্থান এই সকল লইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত একটী সাম্রাজ্য শাসন করে।

§ ৫। গ্রীকদিগের লিখিত প্রাচীন হিন্দুদিগের বিবরণ।——ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে এই সময়ে গ্রীকদিগের লিখিত যে সকল বিবরণ পাওয়া যায় তন্মধ্যে এই কয়েকটী সর্ব্ব প্রধান :——

(১) মনুর বর্ণনার সহিত তাহাদিগের সাধারণ সাদৃশ্য; (২) সেই সময় হইতে দ্বিসহস্র বৎসর মধ্যে অতি সামান্য পরিবর্ত্তন সংঘটন; (৩) হিন্দুদিগের অবস্থা ও রীতি নীতি সন্দর্শনে গ্রীকদিগের মনে সদ্ভাবের উদয়। গ্রীকদিগের সহিত এসিয়া খণ্ডে যত জাতির সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাদিগের বর্ণনানুসারে তৎসর্ব্বাপেক্ষা এতদ্দেশবাসীরা সাহসী, এবং বিলক্ষণ সত্যনিষ্ঠ ছিল। তাহারা ধীর, পরিমিতাচারী, ও শান্তিপ্রিয়, বিলক্ষণ সরল ও সত্যপ্রিয়, এবং সৎ ও বিবাদ-বিদ্বেষী বলিয়া বর্ণিত।

বিধবাদিগের সহমরণে যাইবার রীতি সূচিত হইয়াছিল, কিন্তু বোধ হয় কেবল আংশিকরূপে ; কারণ তক্ষশিলার অসামান্য প্রথা বলিয়াই আড়িষ্টোবুলাস উহার উল্লেখ করিয়াছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয় ও অধঃপতন।

§ ১। চন্দ্রগুপ্ত, মগধের রাজা। § ২।—অশোক। § ৩।—বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন। § ৪।—জৈনগণ।

§ ১। চন্দ্রগুপ্ত, মগধের রাজা।—আমরা ইতিপূর্ব্বে একবার কি দুইবার মগধের বা বিহারের রাজাদিগের উল্লেখ করিয়াছি। গঙ্গাতীরবর্ত্তী পাটনায় তাহাদিগের রাজধানী ছিল, তখন উহার নাম পাটলীপুত্র ছিল। আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে বুদ্ধ স্বয়ং মগধের একজন রাজাকে আপনার ধর্ম্ম অবলম্বন করান ; এবং মগধের আর একজন রাজার ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যে সেকন্দরের ঈর্ষা উদ্দীপন করে। শেষোক্ত রাজার নাম ঐশ্বর্য্যশালী নন্দ। বিখ্যাত চন্দ্রগুপ্ত তাহার পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য মহারাজবংশ সংস্থাপক, এবং তিনিই প্রথমে সমুদায় উত্তর-ভারতবর্ষ একচ্ছত্রা করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত নীচবংশোদ্ভূত বলিয়া বর্ণিত। সেকন্দরের প্রত্যাবর্ত্তনের পরে তিনি পঞ্জাবে আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করেন, এবং পরিশেষে মগধের নন্দসাম্রাজ্য অধিকার করেন। অনন্তর তিনি সিরিয়ার গ্রীকরাজ সেলুকসের দুহিতাকে বিবাহ করেন ; এবং সুখে ২৪ বৎসর (খৃঃ পূঃ ৩১৫ হইতে ২৯১ পর্য্যন্ত) রাজত্ব করিয়া, উত্তর ভারতবর্ষের (আর্য্যাবর্ত্তের) অনেকাংশ জয় করেন।

§ ২। অশোক।—চন্দ্রগুপ্তের বিদেশবিজয় তদীয় পুত্র কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল; কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক এতদ্বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা, এমন কি প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা, হন। তিনি প্রায় খৃঃ পূঃ ২৬৩ অব্দে মগধ সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং খৃঃ পূঃ ২২৩ পর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার শাসনকালে বৌদ্ধধর্ম্ম রাজধর্ম্ম হয় ; অশোকের রাজত্বের সপ্তদশবর্ষে তাঁহার আশ্রয়ে বৌদ্ধদিগের যে তৃতীয় সভা হয়, তাহাতেই বৌদ্ধধর্ম্ম রাজধর্ম্ম বলিয়া

ঘোষিত হয়। অশোকের আদেশানুসারে ক্ষোদিত, তদীয় নিয়মাবলী ও ঘোষণা-পত্র সুষ্কলিত, অনুশাসনপত্র অদ্যদিন হইল ভারতবর্ষের অনেক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। এ সকল অশোকের আজ্ঞালিপি বলিয়া প্রসিদ্ধ; এবং এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে তাঁহার রাজ্য অন্ততঃ ভারতবর্ষের একদিকে উড়িষ্যা ও দক্ষিণাপথের পূর্ব্বভাগ এবং অপরদিকে গুজরাটের পশ্চিম ও পঞ্জাবের উত্তরান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

§ ৩। বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন। ——মৌর্য্য রাজবংশ বিহারে শতাধিক বর্ষ রাজত্ব করে, এবং পরে অন্যান্য পরাক্রান্ত বৌদ্ধ রাজবংশ ক্রমান্বয়ে সিংহাসনাধিকারী হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে, যখন চীনদেশীয় বৌদ্ধ পর্য্যটক হুয়েন্থসং মগধ দর্শন করেন, তখনও মগধে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল। কিন্তু ইহা সম্ভব যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মৌর্য্য মহাবংশের পতনের পর ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম আস্তে আস্তে ভারতবর্ষে পুনর্জ্জীবিত হইতে আরম্ভ করে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অর্থাৎ আরও ১৩০০ বৎসর বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে ছিল, এবং অনেক সময়ে পরাক্রান্ত রাজা ও রাজ্যের ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছিল; তথাপি স্থূলতঃ বলা যাইতে পারে যে প্রায় খৃঃ পূঃ ২০০ হইতে ইহার অধোগমন আরম্ভ হইল। কান্যকুব্জ মহানগর চিরদিনই ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত ছিল। ভারতবর্ষীয় অন্যান্য নগর ও রাজ্যও একে একে পুরাতন ধর্ম্মের পরিবর্ত্তিতাকারে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই আকারের ধর্ম্মই এক্ষণে অধিকাংশ হিন্দুদিগের প্রকাশ্য ধর্ম্ম।

§ ৪। জৈনগণ। ——বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন কালে জৈনধর্ম্ম নামে আর একটী ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রবল হয়। উহা মতবিষয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী। প্রায় ৬০০ খৃষ্টাব্দে উহার উৎপত্তি, এবং ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে অদ্যাপি অনেক জৈন পাওয়া যায়। ১২০০ খৃষ্টাব্দের পরে উক্ত ধর্ম্মের অধঃপতনারম্ভ হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মের পুনর্জ্জীবন।

§ ১—পুরাণ। § ২—রাজপুতদিগের উৎপত্তি। § ৩—মেবার ও অন্যান্য রাজপুত রাজ্য। § ৪—বাঙ্গালার হিন্দুরাজগণ। § ৫—দক্ষিণাপথের ভূপালগণ।

§ ১। পুরাণ।——পুরাণসকল ব্রাহ্মণদিগের উত্তরকালবর্ত্তী ধর্ম্মপুস্তক। ইহাদিগকে পুরাণ বলে, কারণ ইহারা পুরাতন অর্থাৎ পুরাতন হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা দিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। ইহা সাধারণতঃ অনুমিত হইয়া থাকে যে ৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহাদিগের উৎপত্তি, অনেকগুলি আরও পরবর্ত্তী সময়ের। কিন্তু ইহারা পুনর্জ্জীবিত ব্রাহ্মণধর্ম্মের অবস্থা প্রকাশক, এবং প্রধানতঃ বিভিন্ন শৈব, বৈষ্ণব, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিশ্বাসবিন্যাসে নিয়োজিত। এতদ্ব্যতিরিক্ত এগুলি দেবতত্ত্ব ও শূরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় উপাখ্যানের ভাণ্ডার; ইহাদিগের অভ্যন্তরে কেবল যে দেবতাদিগের বংশাবলী ও জীবনবৃত্তান্ত আছে এরূপ নহে, রাজা ও শূরদিগেরও বংশাবলী আছে; এবং শেষোক্ত কতকগুলি হইতে ঐতিহাসিক সত্যের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পুরাণ সংখ্যায় অষ্টাদশ। যদিও উহাতে বেদকে ব্যক্ত করিবার শিক্ষা আছে, তথাপি উহার ধর্ম্ম বৈদিক ও দার্শনিক ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। উহাতে সাধারণ লোকপ্রিয় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণধর্ম্মের বর্ণনা আছে। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, সংহারকর্ত্তা শিব, এবং পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, এই তিনটী দেবতা স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু ব্রহ্মার অর্চ্চনা উপেক্ষিত হইয়াছে। রাম ও কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবপদে সমুন্নত শূরসকল বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজিত হয়; এবং আরও অসংখ্য ক্ষুদ্রদেবতা আছে।

§ ২। রাজপুতদিগের উৎপত্তি।——যে কয়েক শত বৎসর ব্রাহ্মণধর্ম্ম কর্ত্তৃক আস্তে আস্তে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত হইতেছিল, তৎকালের ইতিহাস এরূপ অনিশ্চিত ও অন্ধতমসাচ্ছন্ন যে ইহার বিষয় আমরা সবিস্তারে কিছুই বলিব না। এই সময়ে বহুসংখ্যক রাজপুত রাজ্যের উৎপত্তি ও উন্নতি হয়, ভারতবর্ষের যে অংশকে এক্ষণে রাজপুতানা বলে কেবল তথায় নহে, সমুদায় উত্তর ভারতবর্ষেই এরূপ হইয়াছিল। এই সকল রাজপুত রাজ্যের মধ্যে কয়েকটী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, যথা, মেবার বা উদয়পুর, ও যোধপুর বা মাড়বার; এবং এই সকল রাজ্যের

রাজাদিগের গৃহে যে সমুদায় রাজাবলী (সাময়িক সংগ্রহ) রক্ষিত হইয়াছে, সে সমুদায় হইতে তাহাদিগের প্রাচীন ইতিহাসের কিয়দ্বিবরণ পাওয়া যায়।

অধিকাংশ প্রাচীন রাজপুত রাজ্যই ব্রাহ্মণধর্ম্মানুরক্ত ছিল; এবং রাজপুত রাজাদিগকে প্রধান সহায় করিয়াই ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষে আপনাদিগের ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্ত হয় তাহার সন্দেহ নাই। পৌরাণিক উপাখ্যানে যে কথিত হইয়াছে বেদবিদ্বেষীদিগকে দেশবহিষ্কৃত করিবার জন্যই আশ্চর্য্য প্রকারে রাজপুতদিগের সৃষ্টি, ইহাই বোধ হয় সেই উপাখ্যানের অর্থ। "অগ্নিকুলোপাখ্যান" নামে যে উপাখ্যানটী প্রচলিত আছে তাহা এই:—যখন আবু পর্ব্বতবাসী ঋষিগণ এই বলিয়া আক্ষেপ করিলেন যে বেদ পদতলে দলিত হইতেছে এবং দেশ রাক্ষস (অর্থাৎ বৌদ্ধ) দিগের অধিকারে রহিয়াছে, পরশুরাম কর্ত্তৃক বিনষ্ট ক্ষত্রিয়কুল পুনঃসৃষ্টি করিতে ব্রহ্মা তাহাদিগকে অনুমতি করিলেন। গঙ্গাজলদ্বারা "অগ্নিকুণ্ড" পূত করিলে কার্য্য সমাধা হইল। কুণ্ড হইতে অগ্নিকুল নামে চারিজন যোদ্ধা উত্থিত হইল, এবং অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া রাক্ষসদিগের হস্ত হইতে দেশ মুক্ত করিল। এই প্রকারে অগ্নিকুল ব্রাহ্মণধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছিল, বর্ত্তমান কালের অনেক রাজপুত তদ্বংশীয় বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়।

যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি সে সময়ে কয়েক শতাব্দী অন্ধ্র বংশই রাজপুত রাজবংশদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান এবং ভারতবর্ষীয় অপর সর্ব্ব রাজবংশাপেক্ষা প্রবল পরাক্রম ছিল। এই মহাবংশের বিভিন্ন শাখা মগধ, বরঙ্গল, এবং উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেছিল। মগধ হইতে তাহারা বৌদ্ধরাজদিগকে তাড়াইয়াছিল; উড়িষ্যার দক্ষিণবর্ত্তী দক্ষিণাপথের যে ভাগকে তৈলঙ্গ বলে, বরঙ্গল তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল; উজ্জয়িনী মালবে অবস্থিত,* এবং তৎকালে ভারতবর্ষের অন্য সমুদায় নগরাপেক্ষা বিখ্যাত ছিল। উজ্জয়িনীর বীর বিক্রমাদিত্য অন্ধ্র বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা। কথিত আছে যে প্রমর নামক অগ্নিকুলের প্রধান বংশে তাঁহার উৎপত্তি; এবং তাঁহার অধিকার বিস্তার, তাঁহার সাহস ও সদ্গুণ, তাঁহার সিংহাসনের সৌন্দর্য্য, ও তাঁহার সভার জাঁকজমক, সম্বন্ধে অসংখ্য উপাখ্যান আছে। এই সকল

---

* উজ্জয়িনী মালবে, শিপ্রানদীর তীরে এক্ষণে মধ্য ভারতবর্ষ এজেন্সির অন্তর্গত মহারাজা সেন্ধিয়ার রাজ্যের একটী খণ্ডের অন্তর্বর্ত্তী।

উপাখ্যানের কতকগুলি নিঃসন্দেহ রাজা বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে সত্য; আর প্রাচীন-কালের যে সকল রাজাদিগের নাম পুরাতন ইতিহাস-লেখকেরা ভুলিয়া গিয়াছিলেন বা জানিতেন না বলিয়া যাহাদিগের ঐশ্বর্য্য ও বিদেশবিজয় বিক্রমাদিত্যে আরোপ করিয়াছিলেন, অপরগুলি বোধ হয় তাহাদিগের জীবনবৃত্ত সম্বন্ধীয়। এই সকল প্রাচীন ইতিহাস-লেখকেরা বলেন যে তিনি জ্ঞান, ন্যায়পরতা, ও সাহসে অতুল ছিলেন, এবং বিদেশীয় জাতিদিগের জ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার্থে যোগীবেশে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিয়া জীবনের অনেকাংশ ক্ষেপণ করেন। কথিত আছে যে পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে পর তিনি বিদেশবিজয় চেষ্টা করেন; এবং কয়েক মাসে মালব ও গুজরাট জয় করিয়া অল্পদিনমধ্যে ভারতবর্ষের মহারাজাধিরাজ হন [পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদ দেখ]। রাজসভার অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তিনি অত্যন্ত পরিমিতাচারে জীবন যাপন করিতেন; তিনি কুশাসনে [মাদুর শয্যায়] নিদ্রা যাইতেন, এবং নির্ম্মলজল-পূর্ণ মৃণ্ময় পাত্রই তাঁহার একমাত্র গৃহসজ্জা ছিল। মহাকবি কালিদাস, যিনি বিখ্যাত "শকুন্তলা" নাটক এবং "মেঘদূত" নামক সুন্দর গীতিকাব্য রচনা করেন, যে সকল বিদ্বজ্জন তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিয়াছিল বলিয়া "রত্ন" নামে আখ্যাত, তিনি তাহাদিগের মধ্যে একজন। বিক্রমাদিত্যের সংবৎ, খৃঃ পূঃ ৫৭, অদ্যাপি ভারতবর্ষে বহুল পরিমাণে প্রচলিত; দক্ষিণাপথে শালিবাহনের শকাব্দা, খৃঃ অঃ ৭৭, কখন কখন ব্যবহৃত হয়। শালিবাহন একজন প্রধান ব্রাহ্মণপ্রতিপালক, তিনি গোদাবরী তীরবর্ত্তী পত্তনের রাজা ছিলেন।

§৩। মেবার ও অন্যান্য রাজপুতরাজ।——"মেবার" নামটী "মধ্যবার" শব্দের অপভ্রংশ, ইহার অর্থ "মধ্য প্রদেশ"। ইহার রাজারা, উত্তরকালে, মুসলমান-দিগের আক্রমণের পূর্ব্বে, রাজপুতনা এবং মালবের অনেকস্থান জুড়িয়া রাজত্ব করিত। তাঁহারা গিহ্লট রাজপুত বংশীয়, এই বংশ ক্রমান্বয়ে কানকুব্জে ও গুর্জ্জরস্থ বল্লভীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। গিহ্লট রাজপুতেরা প্রায় ৫০০ খৃঃ অব্দে পারসিকদিগের আক্রমণে বল্লভী হইতে তাড়িত হয়; কিন্তু গুহনামক গিহ্লট রাজকুমার পারস্যরাজ দুহিতাকে বিবাহ করিয়া মেবারের গিহ্লট রাজবংশ স্থাপন করেন। গুহরাজবংশীয় উদয়পুরের মহারাণা অদ্যাপি মেবারে রাজত্ব করিতেছেন; তিনি ব্রিটিস ভারত সাম্রাজ্যের একজন প্রধান সামন্ত রাজা।

মেবার ব্যতীত আরও অনেক রাজপুত রাজ্য আর্য্যাবর্ত্তে ও দক্ষিণাপথে ছিল;

এবং মুসলমানদিগের আক্রমণকালে এই সকল রাজপুত রাজা ও রাজ্যাধিপতি উত্তর ভারতের সমুদায় হিন্দুরাজ্যের উপরে প্রভুত্ব করিতেন। কখন কখন এই সকল রাজ্যের মধ্যে একটী অপর সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত হইত, এবং তখন উহার রাজাকে মহারাজাধিরাজ বলিত; কখন মেবাররাজ, কখন তুয়ার রাজপুত বংশীয় অজমীরাধিপতি, কখন চোহান রাজপুতবংশীয় দিল্লীশ্বর, কখন রাথোড়* রাজপুত বংশীয় কান্যকুব্জপতি, এবং কখন শলোংখ্য রাজপুতবংশীয় গুর্জ্জরস্থ পত্তনাধিপ, মহারাজাধিরাজ হইয়াছিলেন।

§ ৪। বাঙ্গালার হিন্দুরাজগণ। —— কথিত আছে যে মহাভারতের সময় হইতে মুসলমানদিগের আক্রমণ পর্য্যন্ত (খৃঃ অঃ ১২০৩), বাঙ্গালাদেশে চারিটী রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে তৃতীয়টী পালনামধারী রাজবংশ, তাহারা অষ্টম হইতে দশম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত রাজত্ব করে। অনুমান হয়, তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল। লিখিত আছে যে এই বংশের একজন রাজা, দেবপালদেব সমুদায় ভারতবর্ষের রাজা ছিলেন, এবং তিনি তিব্বত জয় করিয়াছিলেন। এ কথার সরল তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে এই রাজা মহারাজাধিরাজ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এই বংশের রাজধানী গৌড়ে ছিল; পরে উহা নবদ্বীপে উঠিয়া যায়।

পালবংশের পরে সেনবংশীয় রাজারা সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রায় ৯৬৪ খৃষ্টাব্দে আদিশূর নামে এই বংশীয় একজন রাজা বাঙ্গালায় রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি বাঙ্গালায় বাস করাইবার নিমিত্ত কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আহ্বান করেন। ব্রাহ্মণেরা প্রত্যেকে এক এক জন কায়স্থ সঙ্গে আগমন করেন। কথিত আছে যে ইহারাই বাঙ্গালার উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের পূর্ব্বপুরুষ। আদিশূর বোধ হয় সেন বংশের সংস্থাপক।

বল্লালসেন নামক সেন বংশের একজন রাজা পাঁচজন কানোজীয় ব্রাহ্মণের সন্তান-সন্ততিদিগের পদমর্য্যাদা স্থির করেন। এই বংশের শেষ রাজা লাক্ষ্মণেয় বা সুসেন তিনি বখ্তিয়ার খিলিজী কর্ত্তৃক নবদ্বীপ হইতে তাড়িত হন।

---

* খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাথোড়েরা, আর একদল রাজপুত কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে তাড়িত হইয়া, মাড়োবারে আপনাদিগের আবাস সংস্থাপন করে; এবং এক্ষণে যোধপুরের বা মাড়োবারের মহারাণা তাহাদিগের স্থলাভিষিক্ত (প্রতিনিধি)।

§ ৫। দক্ষিণাপথের ভূপালগণ।——বঙ্গ হইতে অনেক দূরে ভারতবর্ষের দক্ষিণে, এই সময়ে অনেকগুলি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল; তন্মধ্যে মরার পাণ্ড্যবংশ, কাঞ্চীপুরের এবং পরে তাঞ্জোরের চোলবংশ, এবং দক্ষিণান্তের এবং পশ্চিম বা মালবার উপকূলের চের বংশ, এই কএকটী মাত্র আমরা উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করিতেছি।

উড়িষ্যার কেশরী (অর্থাৎ সিংহ) বংশীয় রাজগণ জাজপুরে এবং পরে কটকে কএক শত বৎসর রাজত্ব করেন; তদনন্তর গঙ্গাবংশের রাজত্ব। উড়িষ্যার রাজাদিগের গজপতি উপাধি ছিল।

অষ্টম অধ্যায়।

§ ১—মুসলমানদিগের ভারতবর্ষ আক্রমণ। § ২—সুলতান মামুদ। § ৩—গজনবীবংশের অধোগমন ও পতন।

§ ১। মুসলমানদিগের ভারতবর্ষ আক্রমণ।——যে সময়ে মুসলমানেরা প্রথমে ভারতবর্ষ আক্রমণ ও জয় করিতে আরম্ভ করে, আমরা এক্ষণে সেই সময়ে উপস্থিত হইয়াছি; এবং এই সময় হইতে ইতিহাস পূর্ণ ও বিশদ, কারণ মুসলমানেরা চিরকাল ইতিহাসপাঠপ্রিয় ছিল; এবং সকল সময়েই কোন না কোন মুসলমান লেখক, যখন যে ঘটনা ঘটিয়াছে, ঘটিবার অল্পকাল পরেই তাহার বর্ণনা লিখিয়াছে।

৭১২ খৃষ্টাব্দে, এবং মুসলমানধর্ম্ম আরবদেশে সংস্থাপিত হইবার কেবল ৯০ বৎসর পরে, মহম্মদ কাসিম নামে এক জন আরব-মুসলমান সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিয়া জয় করে, এবং কিয়ৎকাল উহা আপনার হস্তে রাখে। কিন্তু দশম শতাব্দির শেষে, যখন মহম্মদের ধর্ম্ম আফগানিস্থানে ও ভারতবর্ষের বায়ুকোণস্থ মধ্য আসিয়িক প্রদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল, তখন হইতেই মুসলমানদিগের মহা আক্রমণ আরম্ভ হয়।

আফগানিস্থানের অন্তর্গত গজনবীর সুলতান সবক্তগিন (গজনবী বংশের প্রথম সুলতান), আদৌ তুর্কিজাতীয় দাস ছিলেন;* সাহস ও ক্ষমতায় তিনি একটী বৃহৎ

---

* কাস্পিয়ান সাগর হইতে চীনের উত্তর পর্য্যন্ত সমুদায় মধ্যআসিয়ায় যে সকল ভ্রমণশীল তাতারদল বাস করিত, তাহারা তিন জাতিতে বিভক্ত; (১) মাঞ্চু, ইহারা অতি পূর্ব্বাংশে, চীনের উত্তরে অবস্থান করিত; (২) মোগল, ইহারা মধ্যস্থলে, তিব্বত হইতে উত্তরে বাস করিত; (৩) তুর্কি, ইহারা মোগলদিগের পশ্চিমে ছিল।

সাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন, এবং আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও তুর্কিস্থান উঁহার অন্তর্ভুক্ত হইল। যে সদয় ও ক্ষমাশীল স্বভাবের গুণে সবক্তগিন তদনুগামী ব্যক্তিবর্গের প্রিয় হইয়াছিল, তাহার পরিচয়ার্থে প্রাচীন ইতিহাস-লেখকেরা একটী সুন্দর উপাখ্যান প্রকটন করিয়াছেন। যখন তিনি গজনবীপতির সরকারে একজন দরিদ্র অশ্বারোহী, তখন একদিন তিনি বনে শিকার করিতে ছিলেন। তিনি দেখিলেন একটী হরিণী হরিণশিশু সহিত চরিতেছে। অমনি বেগে অশ্ব সঞ্চালন করিয়া নিকটে উপস্থিত হইয়া হরিণশিশুটীকে ধরিলেন ও তাহাকে জিনের উপরে রাখিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া তিনি ফিরিয়া চাহিলেন, এবং দেখিলেন যে শিশুটীর মাতা আর্ত্তনাদ করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতেছে। সবক্তগিনের অন্তঃকরণ করুণা-দ্রবীভূত হইল; তিনি হরিণশিশুটীর পদবন্ধন খুলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। হর্ষোৎফুল্ল জননী (হরিণী) শাবক সহিত কাননে প্রস্থান করিল, কিন্তু সবক্তগিনের উদারতা জন্য তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভিপ্রায়েই যেন বারম্বার পশ্চাদ্ভাগে ফিরিয়া চাহিতে লাগিল। সেই রাত্রেই সবক্তগিন স্বপ্নে দেখিলেন যে কোন দেবপুরুষ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন; "তুমি অদ্য দুঃখসন্তপ্ত জীবের প্রতি যেরূপ দয়া ও করুণা দেখাইয়াছ, তাহাতে পরমেশ্বর তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং তজ্জন্য আদেশ হইয়াছে যে একদা তুমি গজনবীর অধিপতি হইবে। কিন্তু সাবধান উন্নতি যেন তোমার ধর্ম্ম বিনষ্ট না করে, অথবা বাক্‌শক্তিহীন জীবের প্রতি তোমার যেরূপ দয়া মনুষ্যের প্রতি তদপেক্ষা কম না করে।"

পঞ্জাব হইতে আফগানিস্থানের প্রবেশদ্বার স্বরূপ পেসোয়ারের উপত্যকায় একদা সবক্তগিন লাহোরের ব্রাহ্মণ মহীপাল জয়পাল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন; এবং প্রতিশোধ লইবার বাসনায় তিনি দুইবার পঞ্জাব আক্রমণ করেন, এবং কেবল জয়পাল নহে, দুর্দ্দান্ত আক্রমণকারীকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত দিল্লী, অজমির ও কনোজ হইতে সমবেত, সাহায্যার্থ মিত্র রাজবর্গকে পরাজিত করিয়া বহু পরিমাণ লুণ্ঠন সামগ্রী সহিত গজনি নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

টীকা——যে ব্রাহ্মণ বংশ এই সময়ে পঞ্জাবের প্রধান নগর লাহোরে রাজত্ব করিতে ছিল "বৃষ ও অশ্বারোহী" বংশ নামে কখন কখন অভিহিত হইয়া থাকে, কারণ তাহাদিগের মুদ্রায় বৃষ ও অশ্বারোহী অঙ্কিত আছে।

§২। সুলতান মামুদ।—— গজনির সুলতান ও লাহোরের রাজার সহিত যে সকল যুদ্ধ হয়, সে সকল যুদ্ধে সবক্তগিনের পুত্র গজনির তরুণবয়স্ক কুমার মামুদ উপস্থিত ছিলেন। তিনি অতীব হর্ষ সহকারে দেখিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের অনেক ধন, এবং সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী রাজপুতেরাও সহজে গজনির শক্ত ও সবল পার্ব্বতীয় লোকদিগের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। এবং তিনি সংকল্প করিয়াছিলেন যে পিতার পরে গজনির সুলতান হইলে ভারতবিজয় কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত করিবেন।

৯৯৬ খৃষ্টাব্দে সবক্তগিনের মৃত্যু হইল, এবং মামুদ অবিলম্বে শৈশব-সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার বলবতী ইচ্ছা ছিল ভারতবর্ষের ধন হস্তগত করিবেন, এবং দাম্ভিক রাজপুতদিগকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করাইবেন; এবং মুসলমান ধর্ম্মে তাঁহার উৎসাহের সম্ভ্রমার্থে মুসলমান শিরোমণি খলিফা "রাজ্যের দক্ষিণ হস্ত, ধর্ম্মের রক্ষক, বিশ্বাসীকুলচূড়ের মিত্র" এই সকল উচ্চ পদবী সমেত তাঁহাকে অসামান্য জাঁকজমকের এক খিলাত পাঠাইলেন। খলিফাই স্বয়ং "বিশ্বাসীকুলচূড়," এবং তিনি নিঃসন্দেহ আশা করিয়াছিলেন যে মামুদ ভারতবর্ষে মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তার করিবেন। মামুদ এই উপলক্ষে প্রতিজ্ঞা করেন যে "তিনি প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন।"

চৌত্রিশ বৎসর রাজত্ব সময়ের মধ্যে গজনির সুলতান মামুদ সতের বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন; এই সতেরটী আক্রমণের মধ্যে বারটী বিখ্যাত। হিন্দু মন্দির ও দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিতে তাঁহার যেরূপ উৎসাহ ছিল, তাহাতে তাঁহার প্রতিমা-নাশক নাম হইয়াছিল; এবং তিনি ভারতবর্ষ হইতে যে বহু লুণ্ঠনদ্রব্য লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বদেশ ধনশালী এবং গজনি নগরীকে তৎকালের সমুদায় নগর নগরী অপেক্ষা সুন্দরী ও সম্পত্তিশালিনী করিয়াছিলেন। হিমালয়স্থ নগরকোট, সরস্বতী ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী থানেশ্বর, গুজরাটের সোমনাথ, এই কয়েকটী প্রধান হিন্দু মন্দিরে এবং পবিত্রা মথুরা নগরীতে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য লুণ্ঠনদ্রব্য মিলিয়াছিল।

ইহা দ্রষ্টব্য যে মামুদের আক্রমণ পূর্ব্বে অযোধ্যাস্থ কনোজ পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে গুজরাটের সোমনাথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কেবল পঞ্জাবে একটী স্থায়ী উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া লাহোরে একজন প্রতিনিধি রাখেন। ইহাই ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের সূচনা।

মামুদের দ্বাদশ ও ষোড়শ আক্রমণই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। দ্বাদশ আক্রমণ ১০১৮—১৯ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জ ও যমুনাতীরবর্ত্তিনী পবিত্রা মথুরা নগরীর বিরুদ্ধে হইয়াছিল। মামুদ তৎকালে ভারতবর্ষের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে সংকল্প করেন। তাঁহার ১,০০,০০০ অশ্বারোহী ও ২০,০০০ পদাতিক সৈন্য ছিল; এ সকল তাহার নববিজিত বোখারা ও সমরকন্দ সমন্বিত রাজ্যের সমুদয় অংশ হইতেই সংগৃহীত। তিনি পেসোয়ার হইতে যাত্রা করিয়া পর্ব্বত পদতল দিয়া পঞ্জাবের নদী সকল যথাসম্ভব উৎপত্তিস্থল সন্নিকটে পার হন এবং কান্যকুব্জ সমীপে উপস্থিত হন। এই সুদৃশ্য নগর বিশ্বাসাতীত সমৃদ্ধিশালী ছিল; এবং ইহার রাজারা, যাঁহারা অনেক সময়ে মহারাজাধিরাজ উপাধিধারী ছিলেন, অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত রাজত্ব করিতেন। রাজা মামুদের উদারতার উপর নির্ভর করিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। মামুদ তাঁহার সহিত মিত্রতা করিলেন, এবং কোন অপকার না করিয়া তিন দিন পরে নগর পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

তথা হইতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি বলিয়া পবিত্র মথুরার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন; এবং তন্নগরী ২০ দিন পর্য্যন্ত সৈনিকদিগকে লুণ্ঠন করিতে অনুমতি দিলেন। উহার মন্দির সকল দেখিয়া মামুদ চমৎকৃত হইলেন, এবং তৎসদৃশ অট্টালিকাদ্বারা গজনির বন্ধুর শৈলমালা সুশোভিত করিবার বাসনা তাঁহার চিত্তে উদ্দীপিত হইল। ইহার পরে বিজেতার সৈন্যমণ্ডলীতে হিন্দু দাস সকল প্রত্যেকে দুইটাকা দরে বিক্রীত হইয়াছিল।

ষোড়শ আক্রমণে মামুদ গুজরাট উপদ্বীপের বিখ্যাত সোমনাথের মন্দিরের বিরুদ্ধে ১০২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে যাত্রা করেন। উত্তরকালবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র ও অপ্রয়োজনীয় আক্রমণ ব্যতীত এইটীই শেষ আক্রমণ। ইহাতে বহুদূর যাইতে হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৩৫০ মাইল মরু; এবং মামুদ ইহার জন্য অসামান্য আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি মুলতান দিয়া মরুভূমি পার হইয়া গুজরাটের প্রাচীন রাজধানী অনহলবারা ও নহরবালায় উপনীত হন; তথাকার রাজা ভীম তাঁহার ভয়ে পলায়ন করে। সোমনাথের নিকটে তিন দিন ধরিয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। পবিত্রতম মন্দির রক্ষা করিতে সকল স্থান হইতে রাজপুত নৃপতিসকল সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের নিঃশঙ্ক শৌর্য্য মামুদ ও তদীয় সুশিক্ষিত সৈন্যগণের সাহস ও উৎসাহের বিরুদ্ধে বিফল হইল। রাশীকৃত ধন পাওয়া গেল; কোন কোন মুসলমান ইতিহাস-

লেখক বলেন যে যখন সোমনাথের মূর্ত্তী (যাহা ব্রাহ্মণেরা বহুকোটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান দ্বারা রক্ষা করিতে চাহিয়াছিল) মামুদ স্বহস্তে ভাঙ্গিলেন, তাহার মধ্যহইতে এত পদ্মরাগমণি ও বহুমূল্য প্রস্তর বহির্গত হইল যে তাহাদিগের মূল্য অঙ্গীকৃত অর্থ অপেক্ষা অনেক অধিক।

মামুদের মহানুভাবকতা ও, অপ্রিয় হইলে ও, সদুপদেশ গ্রহণ শক্তি বিষয়ে একটী মনোরঞ্জক উপাখ্যান আছে।

কথিত আছে যে, যে রাস্তা দিয়া বণিকেরা গজনি হইতে পারস্য দেশে যাইত, কয়েকজন বেলুচি ডাকাইতেরা সেই রাস্তা অধিকার করিয়া তৎপথগামী যাত্রীদিগের সর্ব্বস্ব লুঠ করিত। একদা তাহারা একদল বণিকের সম্পত্তি কাড়িয়া লয়, এবং উক্তদলস্থ খোরাসানবাসী একটী যুবকের প্রাণ সংহার করে। যুবকের জননী মামুদের নিকটে অভিযোগ করিলে, তিনি বলেন সে প্রদেশে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার কারণ এই যে তাহা রাজধানী হইতে অতিশয় দূরবর্ত্তী সুতরাং তথাকার ঈদৃশ দৌরাত্ম্য নিবারণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। বৃদ্ধা উত্তর করিল, "যাহা ভাল করিয়া শাসন করিতে না পার, এমন রাজ্য রাখিওনা"। এই বাক্যের যাথার্থ্য সুলতানের এমন হৃদয়ঙ্গম হইল, যে তিনি তৎপথগামী যাত্রী দলদিগের সহিত একদল সবল রক্ষক সেনা সমাবেশ করিতে আদেশ দিলেন এবং বর্ত্মরোধী ডাকাইতদিগকে নির্ম্মূল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মামুদ সম্বন্ধে আর একটী সুপরিজ্ঞাত উপাখ্যান আছে, সেটী তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে এত অনুকূল নহে; কারণ তাহাতে দৃষ্ট হয় যে তাঁহার অর্থলিপ্সা তাঁহার ন্যায়পরতা অপেক্ষা বলবতী ছিল। ফার্দ্দুসি [পরিশিষ্ট দেখ] পৃথিবীর মধ্যে একজন প্রধান কবি এবং তিনি কবিতাপ্রিয় মামুদ কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়াছিলেন। পরিশেষে ফার্দ্দুসি সঙ্কল্প করিলেন এমন একটী মহাকাব্য লিখিবেন, যাহাতে তাঁহার ও তদীয় প্রতিপালক মামুদের নাম চিরস্মরণীয় করিবে, এবং মামুদ বদান্যতার আকস্মিক প্রাদুর্ভাবে স্বীকার করিলেন যে উক্ত কাব্যের প্রত্যেক শ্লোকের জন্য তিনি একটী করিয়া স্বর্ণমোহর (১৬ টাকা) দিবেন। এই অঙ্গীকার শ্রবণ করিয়া কবি প্রস্থান করিলেন এবং অল্পদিন মধ্যেই "সাহনামা" লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যত কাল পারসিক ভাষা থাকিবে, তত কাল এই কাব্যের যশঃ থাকিবে। এই কাব্যে অন্যূন ষষ্টি সহস্র শ্লোক ছিল; এবং

মামুদ পূর্ব্ব বদান্যতা পরিহার পূর্ব্বক নীচভাবে কার্দ্দুসিকে কেবল ষাট হাজার টাকা, অর্থাৎ স্বীকৃত অর্থের একষোড়শাংশমাত্র দিতে চাহিলেন। কার্দ্দুসি ক্রোধে অর্থ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। কথিত আছে যে মামুদ পরে সমুদায় টাকা দিয়া স্বীয় নীচতার প্রতীকার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন তাঁহার দূতগণ স্বর্ণ লইয়া কার্দ্দুসির গৃহে উপস্থিত হইল, তাহারা সমাধি জন্য নীয়মান তদীয় মৃত দেহ দর্শন করিল।

§ ৩। গজনবী বংশের অবনতি ও পতন।——মামুদের মৃত্যুর পরে তদ্বংশীয়েরা এক শত চল্লিশ বৎসরের অপেক্ষাও অধিক কাল পঞ্জাবে রাজত্ব করে, কিন্তু তাহারা বহুকালপূর্ব্বে মধ্য-এসিয়ায় রাজত্ব হইতে দূরীকৃত হইয়াছিল। পরিশেষে তাহারা ঘোরের অধিপতিদিগের কর্ত্তৃক বিজিত হয়। ঘোর গজনি ও পারস্য এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী আফগানিস্থানের একটী পার্ব্বতীয় প্রদেশ। মহম্মদঘোরী ভারতবর্ষ জয় করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই মামুদবংশীয় শেষ রাজা কারাগারে নিহত হয়। এই সময়ে আজ্মীর, দিল্লী, কনোজ, মেবার, অনহলবারা বা গুজরাটের, রাজপুত রাজারা আর্য্যাবর্ত্তের অধিপতি ছিলেন; এবং প্রভুতাজন্য অনেক সময়ে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন।

নবম অধ্যায়।

মহম্মদঘোরী, এবং মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক ভারতবিজয়।

§ ১—পৃথ্বীরাজ। § ২—সাহাবুদ্দিন বা মহম্মদঘোরী। § ৩—থানেশ্বরের সকল যুদ্ধ। § ৪—মুসলমানদিগের ভারতবিজয় কার্য্য সমাপ্তি।

§ ১। পৃথ্বীরাজ।——খৃষ্টীয় দ্বাদশশতাব্দীর শেষভাগে আর্য্যাবর্ত্তে যে সকল রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন, তন্মধ্যে অজ্মীর ও দিল্লীর অধিপতি সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ ও যশস্বী ছিলেন।

পৃথ্বীরাজ, বা রায় পিথোরা রাজপুত শূরবর্গের শিরোমণি ছিলেন; এবং তিনি হিন্দুদিগের প্রিয়বীরদল মধ্যে গণ্য। তাঁহার মাতা দিল্লীর তুয়ার রাজপুত-

বংশীয়; তাঁহার পিতা সোমেশ্বর আজমীরের চৌহান বংশসম্ভূত। কান্যকুব্জাধিপতি জয়চাঁদ তদীয় মাতৃস্বসৃসুত। পৃথ্বী জয়চাঁদের বিরুদ্ধাচরণ স্বত্ত্বেও দিল্লী ও আজমীর উভয় সিংহাসনেরই উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তদনুরক্ত গুণগ্রাহী বন্ধু চাঁদ বর্দ্দাইর কাব্যনিচয়ে তাঁহার মহিমা বর্ণিত হইয়াছে।

§ ২। সাহাবুদ্দিন বা মহম্মদঘোরী।——কিন্তু একালপর্য্যন্ত হিন্দুদিগের যেরূপ শত্রুর সহিত বিরোধ ঘটিয়াছে, তদপেক্ষা প্রবলতর শত্রুর সহিত অল্পদিন মধ্যেই প্রথ্বীর সাক্ষাৎ হইল। ঘোর প্রদেশের ভয়ঙ্কর দীর্ঘাকার আফগানেরা লাহোরের গজনবি রাজগণ ও মুলতান পূর্ব্বেই জয় করিয়াছিল। "সাহাবুদ্দিন" নামক একজন সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যোদ্ধা তাহাদিগের নেতা। সাহাবুদ্দিন ইতিহাসে মহম্মদঘোরী নামেই অধিকতর খ্যাত। তিনি তদীয় অপেক্ষাকৃত শান্তপ্রকৃতি ভ্রাতা গায়সউদ্দিনের সহিত একত্রে ঘোরের অধিপতি ছিলেন; এবং তিনি একবার অনহলবরার রাজপুত-দিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইলেও ভারতবর্ষ জয় করিতে কৃতসংকল্প ছিলেন। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে ঘোরীয় সুলতান লাহোর হইতে শতদ্রু পার হইয়া দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং বর্ত্তমান অম্বালার উত্তরে অবস্থিত সিরহিন্দদুর্গ অধিকার করিলেন [১৬শ পৃষ্টার টীকা দেখ] পৃথ্বী চৌহান রাজপুত ও তাহাদিগের মিত্রবর্গীয় একটী প্রবল সেনাদল লইয়া তদ্বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন; এবং থানেশ্বর সন্নিহিত তিরৌরীগ্রামে [১৬শ পৃষ্টার টীকা দেখ] তুমুল যুদ্ধ হইল। একজন মুসলমান ইতিহাস লেখক এই যুদ্ধের পশ্চাদুদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:—"যুদ্ধসজ্জা [সৈন্যসমাবেশ] হইল; এবং সুলতান সাহাবুদ্দিন, ভল্লহস্তে (পৃথ্বীরাজের একজন প্রধান যোদ্ধা) দিল্লীবাসী গোবিন্দরায়ের হস্তীর প্রতি লক্ষ করিয়া বেগে অগ্রসর হইলেন। গোবিন্দরায়ও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে রণক্ষেত্রের সম্মুখভাগে অগ্রসর হইল। তখন দ্বিতীয় রুস্তমসদৃশ, তৎকালের সিংহস্বরূপ, সুলতান রায়ের মুখে ভল্ল প্রেরণ করিলেন এবং সেই দুষ্ট পাষণ্ডের দুইটী দাঁত ভাঙ্গিয়া তাহার গলাধঃকৃত করাইলেন। রায়ও প্রত্যাঘাত করিল এবং তদীয় বিপক্ষের হস্তে কঠিন আঘাত প্রদান করিল। সুলতান অশ্ব ফিরাইয়া অপর পার্শ্বে চলিলেন, এবং আঘাতের বেদনায় এত কাতর হইলেন যে তিনি অশ্বপৃষ্ঠে থাকিতে পারিলেন না। মুসলমান সেনা রণে ভঙ্গ দিল, কোনরূপেই বাধ্য থাকিলনা। সুলতান পতিত হইতেছিলেন, এমন সময়ে একজন তীক্ষ্ণধী ও তেজস্বী খিলিজী বংশীয় আফগানযুবা

তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার অশ্বের উপরে লম্ফ দিয়া পড়িল এবং তাঁহাকে সাপটিয়া ধরিয়া অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরে লইয়া গেল। যখন মুসলমানেরা স্বলতানকে দেখিতে পাইলনা, তাহাদিগের শঙ্কা জন্মিল ; তাহারা পলাইতে আরম্ভ করিল এবং যতক্ষণ না বিজেতাদিগের অনুসরণ হইতে আপনাদিগকে নিরাপদ জ্ঞান করিল ততক্ষণ আর থামিল না।"

§৩। থানেশ্বরের সফলযুদ্ধ। —— পৃথ্বীরাজ এই মহিমান্বিত জয়লাভের পর এই উদ্দেশে রাজপুত রাজাদিগকে দলবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইলেন যে যদি ভীষণ আফগানেরা পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করে তিনি তাহাদিগের বিরুদ্ধে আবার জয়লাভ করিতে পারিবেন। তিনি ইহাতে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন যে যখন তিনি দ্বিতীয়বার মহম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন অন্যূন ১৫০ রাজপুত রাজা তাঁহার পতাকার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল ; কিন্তু পৃথ্বীর মাতৃস্বসৃসুত কান্যকুব্জাধিপতি জয়চাঁদের অবিশ্রান্ত বিদ্বেষ হিন্দুদিগের দৌর্ব্বল্যের একটী প্রধান হেতু হইয়াছিল।

এদিকে মহম্মদ ঘোরী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং স্বীয় সেনা অজেয় করিবার জন্য বিলক্ষণ পরিশ্রম করিলেন। তিরৌরীর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে যে সকল ওমরা পলাইয়াছিল, কথিত আছে যে তাহাদিগের প্রতি তিনি অতি কৌতুকজনক শাস্তি বিধান করিয়াছিলেন। গাধার ন্যায় তাহাদিগের গলা হইতে যবপূর্ণ থলিয়া ঝুলাইয়া দিয়া তাহাদিগকে ঘোরনগর প্রদক্ষিণ করাইয়াছিলেন ও মাথা যাইবার ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে উক্ত যব খাইতে বাধ্য করিলেন ; অধিকাংশ ওমরাই যব খাইয়া প্রাণরক্ষা করিল। পর বৎসর অপমানের প্রতিশোধ লইবার বাসনায় মহম্মদ ঘোরী পুনর্ব্বার দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন ; এবং থানেশ্বরের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান সেনার সাক্ষাৎ হইল, খৃঃ অঃ ১১৯৩। এক লক্ষ বিংশতি সহস্র বর্ম্মভারবহী অশ্বারোহী সৈন্য এবং চল্লিশ হাজার অপ শস্ত্রবিশিষ্ট সোয়ার মুসলমান নেতার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল। তিনি মামুদ গজনবীর বিজিত রাজ্য বলিয়া ভারতবর্ষের উপর যে দাওয়া করিতেন, তাহারা তদনুসারে এতদ্দেশ জয় করিতে ও দাম্ভিক রাজপুতদিগকে জোর করিয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে আসিয়াছিল। অপরদিকে পৃথ্বীরাজের সৈন্যান্তর্গত লক্ষ লক্ষ তেজস্বী রাজপুতগণের মনের ভাব এই যে গৃহ, দেশ, ধর্ম্ম ও সমুদয় প্রিয়বস্তুর জন্য যুদ্ধ করিতেছি। তাহারা স্বদেশ-প্রিয়তাসম্ভূত নিঃশঙ্ক সাহস সহকারে যুদ্ধ করিল ; কিন্তু মহম্মদ ঘোরীর শক্ত ও

সুশিক্ষিত সেনার বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারিল না। যে গোবিন্দরায় পূর্ব্বযুদ্ধে সুলতানকে আহত করিয়াছিলেন, তিনি সমরক্ষেত্রে প্রাণ হারাইলেন ; এবং কথিত আছে যে স্বহস্তভগ্নদন্তদ্বয়ের অভাবদৃষ্টে মহম্মদ পূর্ব্বশত্রুর মস্তক চিনিতে পারিলেন। পরিশেষে যখন পৃথ্বী দেখিলেন যে সেদিন তাহার বিরুদ্ধে গেল এবং হিন্দুরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইতে লাগিল, তখন তিনি হস্তী হইতে অবরতণ করিলেন ; এবং ভগ্ন সেনা সংগ্রহ করিয়া আর একবার প্রতিরোধ চেষ্টার আশায় অশ্বারোহণ করিয়া রণক্ষেত্র হইতে বেগে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনি বন্দীকৃত ও নিহত হইলেন ; এবং এই এক যুদ্ধদ্বারাই ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য বদ্ধমূল হইল।

§ ৪। মুসলমানদিগের ভারতবিজয়কার্য্য সমাপ্তি। —— কান্যকুব্জাধিপতি জয়চাদ স্বীয় মাতৃস্বসৃসুত পৃথ্বী ও স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া উত্তমরূপে নির্ব্বোধাচরণের ফল ভোগ করিলেন ; কারণ পরবৎসরই (১১৯৪) তিনি মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক দোয়াবের অন্তর্গত চন্দ্রবারের [আগ্রা বিভাগের ফিরুজাবাদ] যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। এদিকে দিল্লী ও অন্যান্য রাজপুত রাজধানী কুতবউদ্দিন কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। কুতবউদ্দিন এক জন মুসলমান সেনাপতি, ভারতবিজয়কার্য্য সমাধা করেন বলিয়া বিখ্যাত। তিনি পূর্ব্বে দাস ছিলেন, এবং এক্ষণে সুলতান মহম্মদের প্রধান সেনাপতি হইলেন। মহম্মদ, কুতবের শক্তি ও রাজভক্তিতে এতদূর বিশ্বাস স্থাপন করিতেন, যে তিনি, যখন স্বয়ং আফগানিস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন কুতবকে ভারতবর্ষে তৎপ্রতিনিধি রাখিয়া গেলেন। ত্রয়োদশ বৎসর পরে, মহম্মদ ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন ; এবং পঞ্জাবের আদিম নিবাসী গোক্কুর জাতীয় একদল লোকের দ্বারা নিহত হন। এদিকে কুতব ও অন্যান্য মুসলমান সেনাপতিরা আর্য্যাবর্ত্তবাসী হিন্দুদিগকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়াছিলেন, মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলিজী বাঙ্গালা ও বিহার জয় করেন। এক্ষণে সুলতান মহম্মদের মৃত্যু হইলে, কুতবউদ্দিন দিল্লী ও ভারতবর্ষের সুলতান হইলেন। তিনি সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন ; কিন্তু বদান্যতা জন্য তিনি বিশেষরূপে বিখ্যাত। ইহাতে তাঁহার "লক্ষপ্রদ" নাম হইয়াছিল। বহুকাল পরে, আকবর বাদশাহের সময়েও, যখন কোন ব্যক্তির বদান্যতা জন্য প্রশংসা করা হইত, লোকে বলিত "অমুক কুতবউদ্দিনের ন্যায় বদান্য"।

দশম অধ্যায়।

দিল্লীর পাঠান বা আফগান স্থলতানগণ।

§ ১—দিল্লীর দাসরাজগণ। § ২—দিল্লীর খিলিজী রাজগণ। § ৩—দিল্লীর তোগলক রাজগণ। § ৪—সৈয়দ ও লোদিবংশ।

§ ১। দিল্লীর দাসরাজগণ।——স্থলতান কুতবউদ্দিন পূর্ব্বে স্থলতান মহম্মদ ঘোরীর দাস ছিলেন, এজন্য তাঁহাকে "ঘোরীয় স্থলতানের দাস স্থলতান" বলিত; এই প্রকার তদীয় উত্তরাধিকারীগণ দাস কিম্বা দাসপুত্র ছিলেন, এই কারণে এই বংশকে "ঘোরীয় স্থলতান দিগের দাসবংশ" অথবা সংক্ষেপে "দাসরাজগণ" বলিত। তাহারা ১২৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় একশত বৎসর রাজত্ব করে। এই সময় মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তে হিন্দু প্রভাবের প্রত্যেক চিহ্ন প্রায় বিলুপ্ত হয়; এবং যে সকল মুসলমান সেনাপতিরা সিন্ধু, বঙ্গ ও অন্যান্য দূরবর্ত্তী প্রদেশ জয় করিয়াছিল, তাহারা অনেক সময়ে বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিলেও, সাধারণতঃ দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা সূত্রে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল। এই সময়ে যে সকল সম্রাট রাজত্ব করেন, তম্মধ্যে আলতমাস, তদ্দুহিতা রেজিয়া ও বলবন্ সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। যাঁহারা দিল্লীতে রাজত্ব করিয়াছেন, তম্মধ্যে রেজিয়াই কেবল স্ত্রীজাতীয়া।

আলতমাস দাসরাজদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি সিন্ধুপ্রদেশের মুসলমান ভূপালকে ও বখ্‌তিয়ার খিলিজীর পরবর্ত্তী খিলিজীবংশীয় বাঙ্গালার অধিপতিদিগকে বশীভূত করেন। তিনি ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান রাজ্যগুলিও করতলস্থ করিয়াছিলেন এবং তাহার ক্ষমতা এতদূর বদ্ধমূল করিয় ছিলেন যে তাঁহার দুহিতা, তিনপুত্র ও এক পৌত্র তাঁহার পরে ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়াছিল। তিনি ১২১০ হইতে ১২৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

রেজিয়া পুরুষবৎ স্থলতান নামেই অভিহিত হইতেন। তিনি বিলক্ষণ শক্তি ও ক্ষমতাশালিনী ছিলেন, এবং প্রথমতঃ তৎপিতা আলতমাস সদৃশ রাজশক্তি অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু রাজসভাস্থ একজন হাবসি দাসের প্রতি অযথাভূত অনুগ্রহ দেখাইয়া তিনি ওমরাদিগকে অসন্তুষ্ট করিলেন; এবং পরিশেষে তদীয় একজন ভ্রাতার উদ্দেশে তিনি সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হইলেন।

বলবন্ আলতমাসের শেষ পুত্রের উজির ছিলেন এবং উক্ত স্থলতানের এক দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি নিতান্ত কাঠিন্যপ্রিয় ছিলেন, এবং স্বীয় সেনা অত্যন্ত শিক্ষিতাবস্থায় রাখিতেন। তাঁহার রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা তুগ্রলের বিদ্রোহ। তুগ্রলকে তিনি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা করিয়াছিলেন। সে ১২৮২ খৃষ্টাব্দে স্থলতান মুগিস্ উদ্দিন তুগ্রল নাম ধারণ করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করে এবং তদ্দমনার্থে প্রেরিত দুইটী সৈন্যদল ক্রমান্বয়ে পরাজিত করে। পরিশেষে স্থলতান তদ্বিরুদ্ধে স্বয়ং যাত্রা করিলেন; এবং মহম্মদ সের নামক একজন সৈন্যাধ্যক্ষ সহসা বিদ্রোহী-সৈন্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া কেবল চল্লিশজন সৈনিক সহিত আশ্চর্য্য সাহস সহকারে তাহাদিগের শিবিরে বেগে প্রবেশ করিল। বিদ্রোহীদল সম্রাটের সমুদয় সেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে ভাবিয়া পলায়ন করিল। তুগ্রল ধরা পড়িল, এবং তাঁহার মস্তক ছিন্ন করিয়া সম্রাটের নিকটে আনা হইল। অনন্তর স্থলতান তদীয় দ্বিতীয়পুত্র বাঘরা খাঁর প্রতি বাঙ্গালার ভার প্রদান করিলেন। জেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায় বাঘরা খাঁ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন, এবং বলবন তাঁহাকে দিল্লীতে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি নিরাপদে ও শান্তভাবে বাঙ্গালা শাসন করা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন; এবং অবশেষে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কৈকুবাদ সম্রাট্ হইলেন, এবং বাঘরা খাঁ বাঙ্গালার অধিপতি হইয়া লক্ষ্মণাবতীতে থাকিলেন।

নিজাম উদ্দিন নামে সম্রাট্ কৈকুবাদের এক জন দুর্বৃত্ত ও উচ্চাভিলাসী উজির ছিল। সে পিতাপুত্রে বিবাদ বাধাইতে চেষ্টা করিল; কারণ বাঘরা খাঁ দুষ্ট উজিরের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে পুত্রকে সাবধান করেন এবং কৈকুবাদের অসচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে উপদেশ দেন। ফল এই হইল যে পিতা ও পুত্র উভয়েই সসৈন্যে বিহারের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। দুই দিন ধরিয়া উভয় সেনাদলই শিবির সন্নিবেশ করিয়া পরস্পর নিকটবর্ত্তী রহিল; তৃতীয় দিবস বাঙ্গালার বৃদ্ধ অধিপতি সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিয়া স্বহস্তে পুত্রকে এক পত্র লিখিলেন। প্রথমতঃ দুর্বৃত্ত উজির সাক্ষাৎকার ঘটিবার প্রতিবন্ধকতা করিল; এবং যখন দেখা করা স্থির হইল, তখন দুর্বলমনা যুবক কৈকুবাদকে বুঝাইয়া দিল যে ভারতবর্ষের সম্রাটের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত তৎপিতা বঙ্গাধিপতির তৎসমক্ষে তিনবার কুর্ণিস করা আবশ্যক। অবশেষে দেখা করিবার সময় উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ পুত্র অত্যন্ত

সমারোহ সহকারে দরবারের তাম্বুতে গমন করিলেন; পরে বৃদ্ধপিতা আস্তে আস্তে নিকটবর্ত্তী হইলেন, এবং যখন তিনি সিংহাসন সমক্ষে উপস্থিত হইলেন, একবার কুর্ণিস করিলেন। আরও নিকটে আসিয়া তিনি দ্বিতীয়বার কুর্ণিস করিলেন; এবং যখন সিংহাসনতলে উপনীত হইয়া তৃতীয় কুর্ণিস করিতে যাইতেছেন, তখন রাজপুত্র পিতার দুর্দ্দশাদর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ও স্বীয় কর্ত্তব্যবিরুদ্ধ আচরণে সন্তপ্তচিত্ত হইয়া, বৃদ্ধের ক্রোড়ে ধাইয়া পড়িলেন; এবং সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইলেন, এবং আপনি নীচে সম্মান সূচক স্থানে বসিলেন। দুর্ব্বৃত্ত উজিরের বাসনা এই রূপে বিফল হইল, এবং সে অল্পদিন মধ্যেই বিষপ্রয়োগে প্রাণত্যাগ করিল। অতঃপর বাঘরা খাঁ তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত (১২৯২ খৃঃ অঃ) শান্তভাবে বাঙ্গালায় রাজত্ব করেন; কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্য পুত্র কৈকুবাদ খিলিজীবংশীয় প্রথম সম্রাট্ জেলালউদ্দিন কর্ত্তৃক ১২৯০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হইলেন।

§ ২। দিল্লীর খিলিজীরাজগণ ও দক্ষিণাপথ বিজয়।——খিলিজীকুল নামে আফগান বা পাঠান, কিন্তু বাস্তবিক তুর্কিজাতীয় [৩০ পৃষ্ঠার টীকা দেখ]। তাহারা অনেকদিন আফগানিস্থানে বাস করিয়াছিল এবং মুসলমানদিগের ভারতবিজয় কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিল। তাহাদিগের কুলপতি জেলালউদ্দিন সুলতান কৈকুবাদের উজির ছিলেন, এবং তিনি অবশেষে স্বীয় প্রভুকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করিলেন। ১২৯০ হইতে ১৩২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ত্রিশবৎসরমাত্র খিলিজী বংশের রাজত্ব কাল; কিন্তু এসময়টী ফলাত্মক, কারণ জেলালউদ্দিন ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও হন্তা, হিংস্রক ও রক্তপিপাসু আলাউদ্দিন খিলিজীর রাজত্বকালেই দিল্লীর মুসলমান সৈন্যগণ দক্ষিণাপথ জয় করে।

[টীকা।—— এই সময়ে দক্ষিণাপথে তিনটী প্রধান রাজ্য ছিল, ১ মহারাষ্ট্র, রাজধানী দেবগিরি (উত্তরকালবর্ত্তী দৌলতাবাদ); ২ তৈলঙ্গ, রাজধানী বরঙ্গল; ৩ দ্বার-সমুদ্র। এক্ষণে যাহাকে হৈদরাবাদের নিজামের রাজ্য বলে দেবগিরি তাহার উত্তরপশ্চিমাংশে অবস্থিত [১ম অধ্যায় ৩ § দেখ] ছিল; এবং তৎকালে তথায় রাজপুত রাজারা রাজত্ব করিতেছিল। বরঙ্গল উক্ত রাজ্যের উত্তরপূর্ব্বাংশে ছিল, এবং তথায় রাজপুত বংশীয় অন্ধ্র রাজারা রাজত্ব করিতেছিল। [৭ অধ্যায় ২ § দেখ]। দ্বার সমুদ্র মহীসুরের উত্তরভাগে অবস্থিত; এবং ইহার রাজারা বল্লালবংশীয় রাজপুত ছিল।]

জেলালউদ্দিন খিলিজীর রাজত্বকালে আলাউদ্দিন দক্ষিণাপথের উত্তরপশ্চিমাংশ দিয়া গমন করিয়া মহারাষ্ট্রপতি রামদেবকে রাজ্যের এক অংশ ও অনেক কর দিতে বাধ্য করেন। অনন্তর আপনার খুড়াকে মারিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার পূর্ব্বক আলাউদ্দিন তদীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি বিখ্যাত খোজা মালিক কাফুরকে চারিবার দক্ষিণাপথে প্রেরণ করেন। এই সকল আক্রমণের সময়ে রামদেব বিদ্রোহী হন, এবং কাফুর তাঁহাকে আবার পরাজিত করিয়া দিল্লীতে পাঠান ; তথায় তৎপতি এরূপ উদারাচরণ হইল যে তিনি সম্রাটের অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত উপরাজ (সামন্ত) হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। দ্বার সমুদ্রের বল্লাল রাজারাও বিজিত হইলেন। বরঙ্গল করদ হইল ; অতি দক্ষিণে রামেশ্বর বা কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত সমুদয় দক্ষিণাপথ লুণ্ঠিত হইল, এবং তথায় মুসলমানদিগের প্রভুতার চিহ্নস্বরূপ একটী মসজিদ্ নির্ম্মিত হইল।

এইরূপে দক্ষিণাপথ বিজয় হইবার পূর্ব্বেই, আলাউদ্দিন ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং গুজরাট স্বায়ত্ত করেন ; এবং ১৩০৩ অব্দে তিনি মেবারের মহারাণার রাজধানী চিতোরের বিখ্যাত দুর্গ অধিকার করেন। দক্ষিণাপথের যুদ্ধ সময়ে একটী বিখ্যাত ঘটনা ঘটে, সেটী মনোরঞ্জক বলিয়া এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে। গুজরাটাধিপতির দুহিতা দেবলা দেবী ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী বলিয়া খ্যাতা ছিলেন : এবং তাঁহার পাণি-পীড়নার্থে হিন্দুরাজপুত্রগণের এত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল, যে তাঁহার জন্য অনেক সেনাদল চালিত হইয়াছিল। দৈবাৎ রক্ষকগণ সমেত তিনি সম্রাট্ সৈন্যের হস্তে পতিত হন। তিনি দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন, এবং তথায় তদীয় জননী কমলা দেবীকে সম্রাটের প্রাসাদের প্রধানা রাণী পদে প্রতিষ্ঠিতা দেখিলেন। অনতিবিলম্বে যুবরাজ খিজর খাঁ তদীয় সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে মোহিত হইলেন। উভয়ের প্রতি উভয়েরই প্রণয় হইয়াছিল ; এবং যদিও সম্রাট্ প্রথমে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি পরিণামে বিবাহে সম্মতি দিলেন, এবং প্রেমমুগ্ধ যুবক যুবতী যথাবিধি পরিণীত হইলেন। আমির খসরুকৃত একখানি সুন্দর কিন্তু দীর্ঘ পারসী কাব্যে তাঁহাদিগের প্রণয়ের উপাখ্যান নিবদ্ধ হইয়াছে। অসামান্য সৌন্দর্য্যের শাস্তি স্বরূপ পরে দেবলা দেবীর যেরূপ দুঃখের দশা হইয়াছিল, তাহাতে এই উপাখ্যানজনিত আনন্দ অনেকদূর কমিয়া যায়। বিধবাবস্থার পরবর্ত্তী দুইজন সুলতান ক্রমান্বয়ে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করে ; একজন তাঁহার ভর্ত্তার ভ্রাতা ও হন্তা, অপর জন নীচকুলোদ্ভব রাজ্যাপহারক খসরু।

এই খসরু আদৌ অতি নীচ বংশীয় হিন্দুজাতীয় দাস ছিল, পরে আলাউদ্দিনের এক পুত্রের মন্ত্রী হয়। সে স্বীয় প্রভু এবং তদ্বংশের অনুচরবর্গকে বধ করিয়া দেবলা দেবীকে আপন অন্তঃপুরে লইয়া যায়। যদিও বাহ্যিক মুসলমান, সে তদ্ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি অত্যাচার করিত, এবং হিন্দুরা হটাৎ উন্নত ও স্বধর্ম্মত্যাগী বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করিত। সুতরাং সে গাজিবেগ তোগলক নামক মুসলমান সর্দ্দার কর্ত্তৃক সত্বর পরাজিত ও নিহত হইল। বিজেতা গিয়াস্উদ্দিন তোগলক সা উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

§ ৩। দিল্লীর তোগলক রাজগণ, এবং তৈমুরের আক্রমণ। ——১৩২০ হইতে ১৪১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় একশত বৎসর তোগলক বংশীয় আট জন রাজা দিল্লীতে রাজত্ব করেন। এই সময়ে দিল্লীর বৃহৎ পাঠান সাম্রাজ্য ক্রমশঃ খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে, এবং খণ্ডগুলি স্বাধীন এবং কচিৎ ক্ষমতাশালী রাজ্য হয়। তোগলক রাজাদিগের কয়েকজনের দৌর্ব্বল্য ও নির্ব্বুদ্ধিতা এরূপ ঘটিবার আংশিক কারণ; এবং মুসলমান সেনাপতিদিগের মধ্যে প্রভুভক্তির অসদ্ভাব অপর একটী আংশিক কারণ। এই সেনাপতিরা আপনাদিগকে দিল্লীস্থ প্রভুর তুল্য জ্ঞান করিতেন। তাতার তৈমুরের অল্পকালস্থায়ী অথচ ভয়ঙ্কর আক্রমণদ্বারাও পাঠান সাম্রাজ্য বিভাগ কার্য্য কিছু সত্বর সংঘটিত হয়। ইউরোপীয় লেখকেরা তৈমুরকে কখন কখন তৈমুরলঙ্গ বলেন। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে মামুদ তোগলকের রাজত্বকালে তৈমুর দিল্লী লুঠপাট করেন।

এতদ্বংশীয় ভূপালদিগের মধ্যে মহম্মদ সাহ (১৩২৫-১৩৫১), ফিরজ সাহ (১৩৫১-১৩৮৮) এবং মামুদ সাহ (১৩৯২-১৪১২) এই কয়েকজনের রাজত্বকাল সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। মহম্মদ সাহের রাজত্বকালে দক্ষিণাপথের অধিকাংশ বামনীবংশের প্রভাবে স্বাধীন হয় [১১ অধ্যায় ১ § দেখ]; এবং ফিরোজ সাহের রাজত্ব সময়ে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হাজি ইনিয়াস্ বাঙ্গালার পাঠান বংশের স্বাধীনতা সংস্থাপন করে [১১ অধ্যায় ৩ § দেখ]। জোয়ানপুর, গুজরাট এবং মালব ফিরোজ সাহের পৌত্র মামুদ সাহের সময়ে স্বাধীন মুসলমান রাজ্য হয়। কিন্তু এই সময়ের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা পূর্ব্বোল্লিখিত তৈমুরের সফল ভারতাক্রমণ; ইহাই শতবর্ষাধিক কাল পরে মোগলদিগের জয়ের পূর্ব্বাভাস।

তৈমুর চগতাইবংশীয়, এবং যে সকল বহুসংখ্যক তুর্কি ও মোগল দল মধ্য ও

পশ্চিম এসিয়া করতলস্থ করিয়াছিল তাহাদিগের নেতা ছিলেন। বোখারা ও সমরকন্দ তাঁহার প্রধান নগর ছিল। অসভ্য তাতার হইয়াও বিদ্যা বিষয়ে তিনি কতক দাওয়া রাখিতেন, এবং আপনার জীবন বৃত্তান্ত তিনি স্বয়ং লিখিয়া রাখিয়া যান। এই দাওয়া থাকাতেই বোধ হয় তাতারদিগের যেরূপ প্রথা ছিল তদপেক্ষা তাঁহার বিদ্বান্ লোকের প্রতি অধিক সমাদর দেখাইতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। যুদ্ধযাত্রাকালে তাঁহার সেনার সহিত অনেক বিদ্বান্ লোক থাকিত; এবং এটী আমোদের বিষয় যে বিপৎকালে তিনি তাঁহাদিগকে স্ত্রীলোকদিগেরও পশ্চাদ্ভাগে রাখিতে আদেশ দিতেন, স্ত্রীলোকেরা সেনার পশ্চাতে থাকিত।

তৈমুর আত্মজীবনবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে দুর্ব্বল সুলতান মামুদ ও তদীয় অমাত্যবর্গের মধ্যে যে অন্তর্ব্বিবাদ চলিতেছিল, তাহাতেই তাঁহার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। ভতনির দুর্গ তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেও দুর্ভাগ্য অধিবাসীদিগকে তিনি হত্যা করেন। অনন্তর তিনি দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রাচীরের বাহিরে সুলতান মামুদের সহিত সাক্ষাৎ হইল, এবং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তিনি মহারাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। মামুদ গুজরাটে পলাইলেন, এবং তৈমুর ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া গমন করিবার বহুকাল পরে তথা হইতে দিল্লীতে প্রত্যাগমন করেন। তৈমুর নগরীর অধিবাসীদিগের প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে, তাহাদিগকে নির্ব্বিশেষে হত্যা করিতে অনুমতি দেন। পাঁচ দিন পর্য্যন্ত বিজেতা আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার সৈন্যগণ দুর্ভাগ্য নগরবাসীদিগের ধন প্রাণ হরণ করিতে লাগিল; আর তাহারা যাহাদিগকে প্রাণে মারিলনা এমন অনেক লোককে বন্দী করিয়া লইয়া চলিল। বন্দীদিগের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত পাঠান ও হিন্দুপরিবারের কুলবধূ ও শিশুসন্তান ছিল। দেশে বিদ্রোহের ভয়ে ইহার প্রায় অব্যবহিত পরেই, তৈমুর ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করেন। কথিত আছে যে প্রত্যেক সৈনিক একশত পঞ্চাশজন বন্দীকৃত দাস লইয়া গিয়াছিল, এবং সৈনিক দিগের অনুচরেরাও প্রত্যেক পঁচিশজন দাস পাইয়াছিল; আর লুণ্ঠিত ধন যে কত তাহার সংখ্যা করা যায় না।

তৈমুরের প্রস্থানের পরে দিল্লীসাম্রাজ্য অনেক কাল অরাজক অবস্থায় ছিল। সুলতান মামুদের প্রকৃতপক্ষে কোন ক্ষমতা ছিলনা। ১৪১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর

পরে পাঠান অমাত্যদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী দৌলত খাঁ লদি রাজ্য অধিকার করিলেন, কিন্তু তিনি অল্পদিন মধ্যে সৈয়দ খিজির খাঁ কর্ত্তৃক বিজিত হইলেন। ভরতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে তৈমুর খিজির খাঁকে মুলতানের শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করেন।

[টীকা — মুসলমানদিগের মধ্যে সৈয়দ উপাধি মুসলমানধর্ম্মের সংস্থাপক মহম্মদ হইতে সমুদ্ভুত ইহাই বিজ্ঞাপন করিয়া থাকে।]

§ ৪। সৈয়দ এবং লোদি বংশ।—সৈয়দ খিজিরখাঁ প্রথমে বিজয়ী তৈমুরের সত্ত্বে রাজত্ব করিতেছেন মুখে বলিতেন; কিন্তু সত্বরেই তিনি সম্পূর্ণরূপ স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন, এবং তাঁহার সংস্থাপিত বংশ তদীয় পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়া ১৪১৪ হইতে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু সৈয়দ নৃপতিরা কস্মিন্ কালে কোনরূপে ভারতবর্ষের সম্রাট্ হইতে পারেন নাই, কারণ তাঁহাদিগের ক্ষমতা কদাচিৎ দিল্লী হইতে দূরে বিস্তৃত হইয়াছিল। পরিশেষে লাহোরের শাসনকর্ত্তা বুল্লল লোদি নামক একজন পরাক্রান্ত আফগান অমাত্য, কয়েকবার বিফলপ্রযত্ন হইয়া, পরিণামে দুর্ব্বল সৈয়দদিগকে সিংহাসন-চ্যুত করতঃ লোদিবংশ সংস্থাপন করিল। ইহাই দিল্লীর শেষ আফগান বা পাঠান বংশ। বুল্লললোদি ও তৎপুত্র সিকন্দরলোদি উভয়েই প্রতাপশালী ও সৌভাগ্যশালী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বুল্ললের দীর্ঘ রাজত্বকালের (১৪৫০-১৪৮৮ খৃঃ অঃ) অধিকাংশই জোয়ানপুরের সুলতানের সহিত যুদ্ধে অতিবাহিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধ অন্যূন ২৬ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল, এবং উহাতে পরিণামে উক্ত রাজ্য অধিকৃত হইয়াছিল। সিকন্দর* বাঙ্গালা ব্যতীত বিহার ও আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বস্থানে আপনার ক্ষমতা সংস্থাপন করেন, কিন্তু তৎ পুত্র ইব্রাহিম লোদির দৌর্ব্বল্য ও নিষ্ঠুরতা এতদ্দেশকে পুনর্ব্বার অরাজকতায় নিমগ্ন করিয়া পাঠান সাম্রাজ্যের পতন সংঘটিত করিল। তৈমুর হইতে ষষ্ঠ পুরুষ অধোগামী বাবর নামক মধ্য-এসিয়ার মোগল

---

* সিকন্দর রাজধানী দিল্লী হইতে আগ্রায় লইয়া যান; এবং সাহজাহানের সময় পর্য্যন্ত শেষোক্ত নগরী সুলতানদিগের প্রধান বাসস্থলী ছিল।

ও তুর্কিদিগের চগতাই-নেতা কয়েকজন ইব্রাহিমের অসন্তুষ্ট অমাত্য কর্তৃক ভারতবর্ষে আহূত হইলেন ; ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি লাহোর অধিকার করিলেন ; এবং দুই বৎসর পরে, ১৫২৬ খৃঃ অঃ বিখ্যাত পানিপথের যুদ্ধ হইল [১৬শ পৃষ্ঠার টীকা দেখ], ইহাতে ইব্রাহিম রাজ্য ও প্রাণ হারাইলেন। এই যুদ্ধের নাম প্রথম পানিপথের যুদ্ধ, এবং এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য পাঠানদিগের* হস্ত হইতে চগতাই সুলতানদিগের হস্তে গেল। চগতাই সুলতানদিগকে সাধারণতঃ মোগল বলে।

একাদশ অধ্যায়।

দিল্লী সাম্রাজ্যের প্রতিযোগীগণ।

§ ১— দক্ষিণাপথের বামনী রাজ্য ও তদুদ্ভূত রাজ্যনিকর। § ২— বিজয়-নগরের হিন্দুরাজ্য। § ৩—বাঙ্গালা। § ৪— জোয়ানপুর, গুজরাট এবং মালব।

§ ১। দক্ষিণাপথের বামনীরাজ্য ও তদুদ্ভূত রাজ্যনিকর। —— আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে দিল্লীর শেষ পাঠান সুলতানদিগের দুর্ব্বল শাসন সময়ে ভারতবর্ষের ভিন্ন ২ অংশে অনেকগুলি মুসলমান রাজ্য সমুৎপন্ন হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দক্ষিণাপথের বামনী রাজ্য। মহম্মদ তোগলকের রাজত্বকালে জাফর খাঁ নামক আফগান সেনাপতি কর্তৃক উহা সংস্থাপিত হয়। দিল্লীর সুলতান তদ্বিরুদ্ধে যে সকল সৈনাধ্যক্ষদিগকে প্রেরণ করেন জাফর খাঁ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া কুলবর্গা নামক স্থানে দক্ষিণাপথের স্বাধীন সুলতান হইয়া বসেন। তিনি পূর্ব্বে গঙ্গো নামক এক ব্রাহ্মণের দাস ছিলেন। গঙ্গো তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার করেন এবং তাহার

---

* মহম্মদঘোরী হইতে ইব্রাহিম লোদিপর্য্যন্ত দিল্লীর সুলতানদিগকে সাধারণতঃ পাঠান বা আফগান বলে; কিন্তু উৎপত্তি ধরিলে তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই বস্তুতঃ আফগান নহে, তুর্কি (৩০ পৃষ্ঠার টীকা দেখ)।

ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা বলিয়া দেন। পুরাতন প্রভুর সন্ত্রমার্থে তিনি এক্ষণে সুলতান্ আলাউদ্দিন হোসেন গঙ্গো বামনী উপাধি ধারণ করিলেন; এজন্য তৎসংস্থাপিত রাজবংশকে বামনী বংশ বলে। এই বংশে অন্যূন আঠার জন রাজা হইয়াছিল; ইহারা (১৩৪৭ হইতে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) একশত পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল দক্ষিণাপথ শাসন করে। যে বৎসর পানিপথের যুদ্ধ দ্বারা দিল্লী হইতে পাঠানবংশ তাড়িত হইল, সেই বৎসরই বামনী বংশের শেষ রাজার রাজত্ব শেষ হইল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই বামনী রাজ্যের ছিন্নাংশ লইয়া কয়েকটী স্বাধীন রাজ্য সমুৎপন্ন হইয়াছিল; এবং পরিশেষে পাঁচটী বৃহত দাক্ষিণাত্য রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। ইহারা পরিণামে দিল্লীর মোগল সম্রাট্দিগের বশীভূত হয়। পাঁচটী রাজবংশের নাম এই :—

(১) বিজাপুরের আদিল সাহী বংশ, আদিল সাহ কর্ত্তৃক ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে সংস্থাপিত। মারহাট্টাদিগের সহিত [১৬ অধ্যায় দেখ] ও মোগলদিগের সহিত এই বংশের অনেক যুদ্ধ হয়, এবং পরিশেষে উহা ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে উচ্ছিন্ন হয়।

(২) আহম্মদ নগরের নিজামসাহী রাজ্য। চাঁদবিবি এই রাজ্য আকবরের সেনাদলের বিরুদ্ধে রক্ষা করেন; এবং মালিক অম্বর ইহার একজন রাজনীতি-বেত্তা ও শূর। ইহা ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে সাহজাহান কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়।

(৩) দক্ষিণাপথের পূর্ব্বপার্শ্ববর্ত্তী গোলকুণ্ডের কুতবসাহী বংশ ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক উচ্ছিন্ন হয়।

(৪) ইলিচপুরস্থ বিরারের ইমাদসাহী রাজ্য, ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে আহম্মদ নগর কর্ত্তৃক গৃহীত।

(৫) বিদরের বারিদসাহী বংশ।

§ ২। বিজয়নগর।—বামনীরাজ্যের ন্যায় দক্ষিণাপথস্থ বিজয়নগরের হিন্দু রাজ্যও মহম্মদ তোগলকের রাজত্ব সময়ে সংস্থাপিত (প্রায় ১৩৩৬ খৃঃ অঃ)। ইহাকে কখন কখন বিজয়নগর বা নরসিংহের রাজ্য বলে, এবং বর্ত্তমান মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত প্রদেশ সকল ইহার অধীনে ছিল [১ অধ্যায় ৩ § দেখ]। বিজাপুর, আহম্মদনগর, গোলকুণ্ড, এবং বিদরের মুসলমান রাজগণ একত্রিত হইয়া পরিণামে কৃষ্ণাতীরবর্ত্তী তালিকোটের যুদ্ধে এই রাজ্য ধ্বংশ করেন (১৫৬৫ খৃঃ অঃ)।

সমবেত রাজগণ যুদ্ধান্তে অনেক নিষ্ঠুরাচরণ করেন ও বিজয় নগরের বৃদ্ধ ভূপতি রামরাজকে হত্যা করেন। পরে মান্দ্রাজের ৭০ মাইল উত্তরপশ্চিমে চন্দ্রগিরিতে রামরাজের ভ্রাতা আপনাকে রাজাসনে অধিষ্ঠিত করেন; এবং তিনি ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদিগকে মান্দ্রাজ নগর স্থাপনের স্থান প্রদান করেন।

§ ৩। বাঙ্গালা।——সাধারণতঃ হাজি ইলিয়াস্ নামে অভিহিত সামসউদ্দিন ইলিয়াস্ ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ তোগলকের বিরুদ্ধে পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী একডালা দুর্গে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তিনি এইরূপে বাঙ্গালার স্বাধীনতা সংস্থাপন করেন। কিছু কিছু ব্যবধান ব্যতীত তাঁহার বংশ শতবর্ষাধিক কাল স্থায়ী হইয়াছিল। এক সময়ে দিনাজপুরের রাজা গণেশ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত একটী হিন্দুবংশ অল্পকাল রাজত্ব পাইয়াছিল। গণেশকে মুসলমান লেখকেরা কংশ বলে।

উত্তরকালে অল্পকালস্থায়ী আবিসিনীয় দাসবংশ বাঙ্গালায় রাজত্ব করিয়াছিল; এবং খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ধারাবাহিক উত্তরাধিকার বারম্বার ভগ্ন হইয়াছিল।

স্থলতান আলাউদ্দিন সৈয়দ আবিসিনীয়দিগের পরে রাজা হন (১৪৮৯)। যখন জোয়ানপুরের দুর্ভাগ্য হোসেন সাহ দিল্লীর বুল্লল লোদি কর্ত্তৃক পরাজিত হন, তিনি তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন; কিন্তু পরে সিকন্দর লোদির সহিত সখ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পর তাঁহার দুইপুত্র রাজা হয়। দ্বিতীয় পুত্র মামুদ সাহ সের সাহ কর্ত্তৃক ১৫৩৮ অব্দে তাড়িত হন; এবং যদিও তিনি হুমায়ুন কর্ত্তৃক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, অল্পদিন পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সের সাহের বংশীয় লোকে বাঙ্গালা শাসন করে। উক্ত বৎসর আফগান জাতীয় কররাণী কুলোদ্ভব স্থলেমান সাহ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি আকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁর সহিত সন্ধি করেন। আকবর ও তদীয় সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক স্থলেমান সাহের পুত্র দায়ুদের দমন ১২ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

§ ৪। জোয়ানপুর, গুজরাট, মালব।——সম্রাট্ মামুদ তোগলকের (১০ম অধ্যায় ৩ § দেখ) উজির মালিক উস্‌সর্ক উপাধি সহ বারাণসী প্রদেশস্থ জোয়ানপুরের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত হন; এবং ১৩৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া একটী ক্ষমতাশালী রাজ্য সংস্থাপন করেন। ইহা অনেককাল স্থায়ী হইয়াছিল

এবং ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে বুহ্লল লোদি কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। জোয়ানপুরের সুলতানের সভা জাঁকজমক ও বিদ্বানব্যক্তিবর্গের উৎসাহ দান জন্য বিখ্যাত।

মালব ও গুজরাটের মুসলমান রাজবংশ দিল্লীর শেষ তোগলক রাজাদিগের দৌর্ব্বল্য নিমিত্তই উৎপন্ন হইয়াছিল। বাহাদুর সাহ নামক গুজরাটের একজন বড় ও বিখ্যাত রাজা কর্ত্তৃক ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে মালব রাজ্যের অন্তর্গত প্রদেশ সকল অধিকৃত হয়। বাহাদুর পরে পর্ত্তুগিজদিগের হস্তে হত হন। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে গুজরাট আকবর কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বাবর ও হুমায়ুন, প্রথম মোগল সম্রাট্দ্বয়, ১৫২৬ হইতে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ।

§ ১—বাবর। § ২—হুমায়ুন। § ৩—সেরসাহ এবং সুরবংশ।

§ ১। বাবর।—— পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে মহান্ তৈমুরের বংশোদ্ভব বলিয়া বাবর চগতাই কুলান্তর্গত ছিলেন। মোগল কুলের সহিত চগতাই কুলের নিকট সম্বন্ধ। বাবর স্বীয় পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় আত্ম জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন, এবং এই গ্রন্থখানি সরলতা ও নিষ্কৃত্রিমতা জন্য বিশেষ খ্যাত। মধ্য-এসিয়ায় তাঁহার বাল্যকাল চমৎকারজনক বিচিত্র ভাগ্য পরিবর্ত্তনে পরিপূর্ণ। তিনি কখন বন্দী, কখন বিজয়ী রাজা; এবং তাঁহার নিঃশঙ্ক সাহস, বিপৎকালে সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, এবং মনের প্রফুল্লতা যথার্থই প্রশংসনীয়। তিনি যখন জয়ী হইতেন, তখন তিনি স্বীয় জীবনচরিতে যে সকল কথা লিখিতেন, তাহাতেই দেখা যায় যে তিনি জয়ের যোগ্যপাত্র ছিলেন। যখন তিনি ১০ম অধ্যায়ে বর্ণিত পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তখন ধার্ম্মিক ও শূরপ্রবর বাবর বলেন, "হে পরমেশ্বর, এ বিজয়ের মহিমা আমার নহে, তোমার"।

বস্তুতঃ এই মহৎ জয়লাভদ্বারা তিনি ইব্রাহিমের রাজ্য অর্থাৎ কেবল দিল্লী ও আগ্রাই অধিকার করিলেন। রাজপুত্র হুমায়ুন অব্যবহিত পরেই পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া জোয়ানপুর পর্য্যন্ত তাবৎ দেশ জয় করিলেন। পরবৎসর (১৫২৭)

রাজপুতেরা মেবারের বিখ্যাত রাণা সঙ্গের অধীনে পুনর্ব্বার হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের আশায় আক্রমণকারীদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যত্ন করিল। মহারাণার সহিত তৎমিত্র মেদিনী রায়, (যাহাকে তিনি দুর্ভেদ্য চান্দেরী-দুর্গ দিয়াছিলেন,) এবং মারবার ও জয়পুরের রাজা সমবেত হইলেন; কিন্তু ফতেপুর সিক্রির সকল যুদ্ধে বাবর তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন, এবং ১৫২৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বলপূর্ব্বক চান্দেরী অধিকার করিয়া মোগলদিগের শ্রেষ্ঠতা দৃঢ়রূপে সংস্থাপন করিলেন। এই ভয়ানক যুদ্ধে চান্দেরীর সাহসী রাজপুতেরা প্রত্যেকে প্রাণত্যাগ করিল; এবং সেই বৎসরেই বিহার ও বাঙ্গালা বাবরের অস্ত্রপ্রভাবে তদীয় বশ্যতা স্বীকার করিল।

বাবরের মৃত্যু আশ্চর্য্য প্রকার। তৎপুত্র হুমায়ুন সঙ্কটাপন্ন পীড়িত ছিলেন; এসিয়াখণ্ডস্থ একটী সুপরিজ্ঞাত রীত্যনুসারে বাবর আপনার প্রাণদিয়া পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিবেন মনে করিলেন। এই স্নেহসম্ভূত সংকল্পসাধন জন্য তিনি পীড়িত যুবকের শয্যা তিন বার প্রদক্ষিণ করিলেন। এবং প্রদক্ষিণ করিতে করিতে এই বলিয়া গম্ভীরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে পীড়া আমাতে উঠিয়া আসুক। অনন্তর তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে বলিলেন আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে, আমি পীড়া উঠাইয়া লইয়াছি। আশ্চর্য্য এই যে সেই সময় হইতেই হুমায়ুন আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন; এবং তৎপিতার পূর্ব্বাবধি ক্ষয়শীল স্বাস্থ্য সত্বর ভাঙ্গিয়া গেল। সকলে সদ্ভাবে থাকিবে, স্বীয় পুত্র ও সভাসদদিগকে এই উপদেশ দিতে দিতে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন, ২৬এ ডিসেম্বর ১৫৩০ খৃঃ অঃ।

শত্রুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা, এইটী বাবর চরিত্রের কলঙ্ক; কিন্তু তিনি আশ্চর্য্য প্রকার সাহসী, সহিষ্ণু এবং বদান্য ছিলেন। তাঁহার যুদ্ধকৌশল অত্যন্ত অধিক ছিল। তাঁহার সতেজ ন্যায় ও কর্ত্তব্য জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক উপাখ্যান আছে। একদা তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত পর্ব্বতে হিমানীপাতে চীনদেশীয় একদল পথিক বিনষ্ট হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগের দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিতে আদেশ দিলেন, এবং চীনদেশে এই বলিয়া দূত প্রেরণ করিলেন যে দুর্ঘটনা বৃত্তান্ত প্রচার করিবে এবং দ্রব্যজাত প্রতিগ্রহণার্থে অধিকারীদিগকে সঙ্গে করিয়া রাজ সভায় লইয়া আসিবে। অধিকারীদিগকে পরিণামে পাওয়াগেল, এবং তাহারা দুই বৎসর পরে বাবরের

নিকটে উপস্থিত হইল। তিনি অনেক জাঁকজমক করিয়া তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন, এবং তাহারা যে সকল দ্রব্যজাত হারাইয়াছিল সদ্বিচার সহকারে তাহাদিগকে প্রদান করিলেন।

§ ২। হুমায়ুন।—— অনন্তর হুমায়ুন রাজা হইলেন, এবং তিনি ১৫৩০ হইতে ১৫৫৬ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত নামে ২৬ বৎসর রাজত্ব করেন; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ১৬ বৎসর কাল তিনি পারস্যের অধিপতি সাহ তামাস্পের সভায় নির্ব্বাসিতাবস্থায় অতিবাহিত করেন, এবং তখন আফগান সেরসুর ও তদীয় উত্তরাধিকারীগণ ভারতবর্ষের সম্রাট্ ছিলেন। গুজরাটের অধিপতি বাহাদুর সাহের সহিত যুদ্ধে [১১শ অধ্যায় ৪ § দেখ] একটী অসমসাহসের কার্য্য জন্য হুমায়ুনের খ্যাতি আছে। কেবল ৩০০ অনুচর লইয়া তিনি চম্পানিরের প্রাচীর অতিক্রম করেন। উক্ত দুর্ভেদ্য দুর্গে বাহাদুরের ধনরাশি সঞ্চিত ছিল।

এই যুদ্ধের পরেই দুরদৃষ্টবশতঃ হুমায়ুন নবাধিকৃত বাঙ্গালার সিংহাসন হইতে সেরসুরকে [৩ § দেখ] তাড়াইতে চেষ্টা করেন। সম্রাট্ বাঙ্গালার রাজধানী গৌড় অধিকার করিলেন; কিন্তু পরে যখন সন্ধির কথা চলিতেছে এমন সময়ে বিশ্বাসঘাতকতাসহকারে সহসা আক্রান্ত হইলেন, এবং লম্ফদিয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক গঙ্গার জলে পড়াতেই বন্দী না হইয়া বাঁচিয়াগেলেন। তিনি প্রায় জলমগ্ন হন, এমন সময়ে একজন বারিবাহক তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া নদীর অপর তীরে নিরাপদে লইয়াগেল; তথা হইতে তিনি আগ্রার অভিমুখে পলাইলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ পূর্ব্বে তদ্বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে সেরকে বাধাদিবার নিমিত্ত তৎসহ একত্রিত হওয়ায়, তাহাদিগের সাহায্যে তিনি আর একটী সেনা সংগ্রহ করিতে পারিলেন। কিন্তু কনৌজের নিকটে আর একটী যুদ্ধে তিনি আবার সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলেন, এবং পলায়নকালে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া পারস্যে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। যদিও হুমায়ুন ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ মুসলমানের ন্যায় " সুন্নি " ছিলেন, পারস্যাধিপতি সাহতামাস্প তাহাকে বলপূর্ব্বক পারসিকদিগের ন্যায় " সিয়া " করিবার চেষ্টায় প্রথমে তৎপ্রতি অনুদার আচরণ করিয়াছিলেন।

[টীকা। —— মুসলমানেরা সিয়া ও সুন্নি এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত।]

যাহাহউক, পরিণামে পারস্যপতি হুমায়ুনকে রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তি কার্য্যের সাহায্যার্থে কতকগুলি সৈন্য দিলেন; এবং ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন আবার দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন।

§৩। সেরসাহ এবং সুরবংশ।—— সেরসুর একজন সাহসী আফগান সৈনিক ছিলেন। তিনি কৌশল ও শৌর্য্য গুণে [দুর্ভাগ্যক্রমে এই গুণ সকল অনেক স্থলে বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা কলঙ্কিত] বাঙ্গালার আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন [১১শ অধ্যায় ৩ § দেখ]। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনের পরাজয়ান্তে, তিনি ভারতবর্ষের সম্রাট্ হন, এবং সুবোধ ও সদয় ভাবে পাঁচবৎসর রাজ্যশাসন করেন। কথিত আছে যে তিনি বাঙ্গালা হইতে সিন্ধু নদের তীরপর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তত করাইয়া প্রত্যেক মঞ্জিলে এক একটী পান্থশালা নির্ম্মাণ এবং দেড়মাইল অন্তর এক একটী কূপ খনন করান। যদি সুরবংশীয় তদুত্তরাধিকারীগণ সেরের ন্যায় বুদ্ধিমান ও সাহসী হইতেন, বোধহয় হুমায়ুন ও তাঁহার মোগলেরা কখনও ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতে পারিত না। কিন্তু মহম্মদ আদিল সাহ নামক এই বংশের তৃতীয় ভূপতি অতি হেয় ও অত্যাচারপ্রিয় ছিলেন, এবং ইব্রাহিম ও সিকন্দর নামে তাঁহার উত্তরাধিকারীদ্বয় কেবল তৎশাসন বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া কিছু কালের জন্য দিল্লী ও আগ্রায় আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সুতরাং হুমায়ুন কিয়ৎ সংখ্যক পারসিক সৈন্য সঙ্গে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াই সত্বর বিশ্বস্ত সেনাপতি বৈরাম খাঁর সাহায্যে [১৩ অধ্যায় ২ § দেখ], সিকন্দর সুরকে হিমালয় পর্ব্বতে তাড়াইয়াদিয়া রাজধানীদ্বয় অধিকার করিতে পারিলেন। দিল্লীতে পুনঃপ্রবেশ করিবার ছয় মাস পরে তাঁহার মৃত্যু হইল, ১৫৫৬; কিন্তু তৎকালে সাম্রাজ্য অত্যন্ত অস্থির অবস্থায় ছিল, কারণ সেকন্দর সসৈন্যে পর্ব্বতপ্রান্তে ঘুরিতেছিলেন, এবং আদিলসাহের সাহসী ও কার্য্যদক্ষ মন্ত্রী হিমু বাঙ্গালার সীমায় অবস্থান করিতেছিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

আকবর, সর্ব্বপ্রধান মোগল সম্রাট্, ১৫৫৬-১৬০৫ খৃষ্টাব্দ।

§ ১—আকবরের বাল্যকাল। § ২—বৈরাম খাঁ। § ৩—হিমু ও পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ। § ৪—বৈরামের পতন। § ৫—আকবরের বিজয়। § ৬—রাজপুত-দিগের সহিত আকবরের ব্যবহার। § ৭—বাঙ্গালা বিজয়। § ৮—আহম্মদ নগরের চাঁদ বিবি। § ৯—আকবরের চরিত্র ও রাজ্যশাসনসম্বন্ধে সাধারণ বক্তব্য।

§ ১। আকবরের বাল্যকাল। —— আকবর তৃতীয় মোগল সম্রাট, এবং তাঁহার অধীনে মোগলেরা সমুদয় আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথের অনেকাংশ আক্রমণ করিয়া জয় করে।

যখন তৎপিতা হুমায়ুন সের সাহের ভয়ে পলাইতেছিলেন, সেই সময়ে (১৫৪২) আকবর সিন্ধুদেশস্থ অমরকোটে জন্ম গ্রহণ করেন; এবং যখন তিনি নিতান্ত শিশু (১৫৪৩), তৎকালে তিনি কাণ্ডাহারের শাসনকর্ত্তা স্বীয় খুল্লতাত কামরানের হস্তে পতিত হন এবং তাহার নিকটেই ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত থাকেন। আকবরের ধাত্রী জি জি অনাগা ও তৎপতি আতগা খার উপরে এসময়ে শিশুর পালন ভার ছিল; এবং ধাত্রীমাতা ও পালকপিতার প্রতি তাহাদিগের জীবদ্দশায় আকবর পরে যেরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিতেন, তাহা সুবিদিত। অনেক বৎসর পরে অধম খা নামক একজন অমাত্যের অস্ত্রে রাজপ্রাসাদে আতগা খাঁ নিহত হন; অব্যবহিত পরেই আকবর সেইস্থানে দৌড়িয়া গিয়া অধম খাঁর মুখে এমন একটী মুষ্ট্যাঘাত করেন যে সে মাটিতে ঘুরিয়া পড়ে, এবং অনন্তর তিনি তাহাকে প্রাসাদচূড় হইতে অধঃশির করিয়া নিক্ষেপ করান। জি জি অনাগার পুত্র মির্জা অজিজ আকবর কর্ত্তৃক সর্ব্বোচ্চপদে সমুন্নত হইয়াছিলেন; এবং খাঁ আজম নামে তিনি আকবর ও তদুত্তরাধিকারীর একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। আজিজ অতিশয় সাহসী পুরুষ ছিলেন. এবং অনেক সময়ে আকবরকে বিরক্ত করিতেন। কিন্তু আকবর তাঁহাকে কখনও শাস্তি দিতেন না এবং বলিতেন, "আমি ও আজিজ এই উভয়ের মধ্যে যে দুগ্ধনদী আছে, আমি তাহা অতিক্রম করিতে পারি না।"

যখন হুমায়ুনের মৃত্যু হয়, তখন আকবরের বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর চারিমাস মাত্র, এবং তরুণবয়স্ক রাজপুত্র ও তদীয় রক্ষক বা আতালিক মহাত্মা বৈরাম খাঁ

উভয়কে আদিল সাহ ও সিকন্দরের পাঠান সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

§২। বৈরাম খাঁ।—— বৈরাম খাঁ তুর্কিবংশীয় ও সিয়াধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এবং তাঁহার নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ খ্যাত। নির্ব্বাসিতাবস্থায় তিনি হুমায়ুনের বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন, এবং পারস্যে থাকিতে থাকিতে তিনি সাহ তামাস্পের নিকটে খাঁ উপাধি পান। গোয়ালিয়রের শাসনকর্ত্তা আবুল কাসিম নামক তদীয় অনুচরের তৎপ্রতি অনুরক্তি সম্বন্ধে একটী মনোরঞ্জক উপাখ্যান আছে। বেরাম সের সাহের ভয়ে পলাইতেছিলেন; এবং তিনি গুজরাটের অভিমুখে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে সের সাহের একজন সেনাপতি তাঁহার পথ রুদ্ধ করিল। আবুল কাসিম তাঁহার সঙ্গে ছিল; এবং দীর্ঘাকার বলিয়া তৎপ্রতি বৈরাম বলিয়া সন্দেহ হয়। বৈরাম অবিলম্বে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমি বৈরাম"। আবুল কাসিম বলিল, "না, ও আমার অনুচর, এবং সাহসী ও বিশ্বাসী বলিয়া আমার জন্য আত্ম প্রাণ দিতে অভিলাষী; উহাকে ছাড়িয়া দাও"। আবুল কাসিমকে তখন মারিয়া ফেলিল, এবং বৈরাম গুজরাট্‌পতির আশ্রয়ে পলাইলেন ও অনন্তর তথা হইতে পারস্যে প্রস্থান করিলেন।

বৈরামের যুদ্ধকৌশল ও সর্ব্ববিষয়িণী শক্তির প্রভাবে হুমায়ুনের ভারতসিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তি ঘটে, যথার্থই বলা যাইতে পারে। তিনি মচ্ছিবারের যুদ্ধে জয়লাভ করেন; আফগান আধিপত্যের উপরে এইটীই প্রথম বৃহৎ আঘাত। হুমায়ুনের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি যুবরাজ আকবরের আতালিকী পদে নিযুক্ত হন এবং তৎসঙ্গে সিকন্দর স্থুরের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। আকবর সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে, তিনি খাঁ বাবা উপাধি প্রাপ্ত হন ও তরুণবয়স্ক নৃপতির প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করেন। হিমুর বিরুদ্ধে ও অনন্তর সিকন্দরের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে তিনিই প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

§৩। হিমু, এবং পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ।——এদিকে হিমু সাহস পূর্ব্বক দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং তার্দ্দিবেগের অধীন একদল আকবর সাহের সেনা পরাজিত করিলেন। দুঃসাহস পূর্ব্বক হিমুকে, আক্রমণ করিবার দোষে বৈরাম এই কর্ম্মচারীর প্রাণদণ্ড করিলেন। এই দণ্ড নিমিত্ত চগতাই অমাত্যদিগের তৎপ্রতি হিংসা জন্মিল; কারণ তাহারা প্রায় সকলেই সুন্নি, তার্দ্দিবেগও সুন্নি ছিলেন, এবং

বৈরাম (আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি) সিয়াধর্ম্মাবলম্বী তুর্কি। বৈরাম অবিলম্বেই হিমুকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন; এবং অবশেষে ১৫৫৬ সালে ৫ই নবেম্বর তারিখে পানিপথ ক্ষেত্রে খাঁ জমানের অধীনে বৈরামের পুরবর্ত্তী সেনা এবং হিমুর অধীনে আদিল সাহের সেনা এই দুই দলের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। হিমু পরাজিত, বন্দীকৃত ও নিহত হইলেন; এবং এই দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ দ্বারা মোগল আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে সংস্থাপিত হইল; কারণ সিকন্দর অল্পদিন পরেই আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া ক্ষমাপ্রাপ্ত হইলেন।

§ ৪। বৈরামের পতন।——বৈরাম রাজপ্রতিনিধি হইয়া স্বীয় অবিচলিত শাসন ও শ্রেষ্ঠ যুদ্ধবিদ্যা প্রভাবে আশ্চর্য্যরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; কিন্তু তরুণবয়স্ক সম্রাটের আতালিক বলিয়া তিনি সকল কার্য্যে শক্তিপ্রকাশ করিতেন এবং তজ্জন্য ওমরা অর্থাৎ অমাত্যদিগের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। ১৮ বৎসর বয়সেই আকবর স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত জ্ঞান করিলেন (১৫৬০ খৃষ্টাব্দ)। পরিশেষে স্বীয় প্রভাব বিগত দেখিয়া বৈরাম বিদ্রোহী হইলেন; কিন্তু তিনি সত্বর পরাজিত হইয়া আকবরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আকবর তৎপ্রতি অত্যন্ত উদারতা ও অনুরাগ দেখাইলেন। অনন্তর বৈরাম মুসলমানদিগের সংসার পরিত্যাগ প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক মক্কা যাত্রা করিলেন; কিন্তু গুজরাটে পৌঁছিয়া তিনি গুপ্তাঘাতে প্রাণ হারাইলেন।

§ ৫। আকবরের বিজয়।——বৈরামের পতনের পরে আকবর একাকী রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি অত্যাশ্চর্য্য সাহস, সতর্কতা, ও শক্তি সহকারে স্বীয় আধিপত্য বদ্ধমূল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে কাশ্মীর ও কাণ্ডাহার সমেত সমুদয় আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথের কিয়দংশের সম্পূর্ণ প্রভু, এবং তৎকালের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও বিখ্যাত নৃপগণ মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন।

প্রথমে তাঁহাকে স্বীয় বিদ্রোহী অমাত্যদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল; পানিপথবিজয়ী খাঁ জমান বিদ্রোহীদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন। এই বিদ্রোহের শান্তি হইলে, তিনি যথাক্রমে চিতোর বা মেবারের রাজপুতগণ, গুজরাট, বিহার, বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, কাশ্মীর, সিন্ধু, কাণ্ডাহার, আহম্মদনগর, খান্দেশ, এবং বেরারের কিয়দংশ স্বায়ত্ত করেন। আকবরের অপরিবর্ত্তনীয়

রাজনীতি এই ছিল যে বিজিতদিগের প্রতি দয়া ও উদারতা দেখাইতেন এবং সাধারণতঃ বিজিত ভূপতিকে স্বীয় সভার অমাত্য বা ওমরা ও সেনার কর্ম্মচারী করিতেন; এইরূপে তিনি বহুসংখ্যক ভারতবর্ষীয় রাজাকে, বিশেষতঃ জয়পুর ও যোধপুরের রাজপুতদিগের, কৃতজ্ঞতা ও অনুরাগ লাভ করিয়াছিলেন। এই সমুদয় বহু বিস্তীর্ণ বিজয় বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা ক্লান্তি উৎপাদন করিব না; (১) রাজপুতদিগের সহিত আকবরের ব্যবহার, (২) তাঁহার বাঙ্গালা বিজয়, এবং (৩) দক্ষিণাপথের বিখ্যাত রাজ্ঞী চাঁদবিবির সহিত তাঁহার যুদ্ধ, এই কয়েকটী বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলেই যথেষ্ট হইবে।

§ ৬। রাজপুতদিগের সহিত আকবরের ব্যবহার।—— বিহারীমল জয়পুর বা অম্বরের রাজা ছিলেন। পরিণামে আকবর তাঁহার দুহিতাকে বিবাহ করেন; এবং যুবরাজ সলিম (জাহাঙ্গীর) তদ্বংশীয়া আর এক রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। এই রাজাই প্রথমে এরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করেন। রাজা বিহারীর পুত্র রাজা ভগবান্ দাস, আকবরের শ্যালক, এই রাজত্ব সময়ে সম্রাটের সভার একজন প্রধান সভ্য ছিলেন, এবং আমীরউলওমরা ও পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা এই দুই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভগবানের পুত্র রাজা মানসিংহ আকবরের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন; এবং সপ্তসহস্র সেনার অধিনায়ক বলিয়া মুসলমান কর্ম্মচারীদিগের অপেক্ষা উচ্চপদস্থ ছিলেন। তিনি পঞ্জাবে ও কাবুলে উত্তমরূপে প্রভুকার্য্য করেন; এবং বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইয়া তৎপ্রদেশের বন্দোবস্ত করেন এবং পাঠানদিগের বিদ্রোহ শান্তি করেন।

রাণা সঙ্গের পুত্র উদয় সিংহ চিতোরের (পরে উদয়পুরের) রাণা ছিলেন। এখানে তুমুল রক্তবাহী সংগ্রাম হইয়াছিল, এবং আকবর জয়ী হইয়াছিলেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে উদয়সিংহের পুত্র রাণা প্রতাপ রাজ্যের কিয়দংশ পুনরুদ্ধার করিয়া উদয়পুর সংস্থাপন করেন।

মালদেব যোধপুর বা মারবারের রাণা ছিলেন। যোধবাই নাম্নী মালদেবের পৌত্রীর সহিত আকবর যুবরাজ জাহাঙ্গীরের বিবাহ দেন। জাহাঙ্গীরের জননীও রাজপুত রাজপুত্রী; এবং মুসলমান ইতিহাস লেখক তৎসম্বন্ধে এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে "ঈশ্বর করুণা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন; কারণ জাহাঙ্গীরের জননী, হিন্দু হইলেও, নরক প্রেরণ যোগ্যা নহে"। কেবল উদয়পুরের

রাণারাই সম্রাট্ বংশের এরূপ সম্বন্ধ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, এবং অপর রাজপুতেরা এরূপ কার্য্যে সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন।

§ ৭। বাঙ্গালা বিজয়। —— গুজরাট বশীভূত হইলে পরে আকবর বিহার, বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা জয় করেন। বৈরাম খাঁর পরবর্ত্তী খাঁ খানান্, এবং আকবরের নিয়োজিত জোয়ানপুরের শাসনকর্ত্তা মুনিম খাঁ বাঙ্গালার আফগান অধিপতি স্থলেমান্ কররাণীকে বশ্যতাস্বীকার করাইয়াছিলেন; কিন্তু স্থলেমানের পুত্র দায়ুদ তাঁহার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ১৫৭৪ অব্দে আকবর স্বয়ং তদ্বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া তাহার নিকট হইতে হাজিপুর ও পাটনা কাড়িয়ালন, এবং বাঙ্গালায় দায়ুদের অনুসরণ করিতে আদেশ দিয়া মুনিম খাঁকে বিহারের শাসনকর্ত্তা রাখিয়া যান। বিখ্যাত রাজস্ব-মন্ত্রী রাজা তোড়লমল এই আক্রমণের জীবন ও আত্মাস্বরূপ ছিলেন। উড়িষ্যাস্থ জলেশ্বরের নিকটবর্ত্তী মোগলমারির যুদ্ধে দায়ুদ পরাস্ত হইয়া অধীনতা স্বীকার করিল, এবং কটক স্বাধিকারে রাখিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইল।

অল্পকাল পরেই দায়ুদ বিদ্রোহী হইয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করিল। গৌড়ের জলবায়ুর দোষে মুনিম খাঁর মৃত্যু হইয়াছিল, এবং খাঁ জাহান তৎপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তিনি, নেতৃত্বে তোড়লমলকে দ্বিতীয় পদে গ্রহণ পূর্ব্বক, আক-মহলের যুদ্ধে দায়ুদকে পরাজিত ও নিহত করেন (১৫৭৬ খৃঃ অঃ)। খাঁ জাহান পরে দায়ুদের অনুচরবর্গের অবশিষ্টভাগ হুগলির সন্নিহিত সপ্তগ্রামে পরাস্ত করেন, এবং ১৫৭৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হইবার পূর্ব্বে ক্রমে ক্রমে সমুদয় বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন।

যাহাহউক তাঁহার মৃত্যুর অনধিক কাল পরেই বাঙ্গালা ও বিহারের প্রধান জায়গিরদারদিগের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। উক্ত বিজিত প্রদেশে ইহাদিগকে ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল।

[টীকা। —— সাধারণতঃ মহদাচরণের পুরস্কার স্বরূপ কোন ব্যক্তিকে প্রভুর নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধন করিবার নিয়মে যে ভূমি প্রদত্ত হয়, তাহাকে জায়গির বলে; এবং জায়গির গ্রাহককে জায়গিরদার কহে। ঐ কার্য্যগুলি প্রায়ই যুদ্ধ সম্বন্ধীয়; অর্থাৎ, জায়গিরদার প্রয়োজনকালে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক

সৈন্য লইয়া প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিলেন; এবং ঠিক ঠিক নিয়ম মত কার্য্য হইলে, জায়গিরের উদ্বৃত্ত রাজস্ব, জায়গিরদার ও তদীয় সৈন্যের বেতন প্রদানন্তর প্রভুকে প্রদান করা বিধি ছিল। এক্ষণে আমরা বাঙ্গালার যোদ্ধাদিগের যে বিদ্রোহের কথা বলিতেছি, এই নিয়ম কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়াই তাহার সূত্রপাত হয়।]

জায়গিরদারদিগের এই বিদ্রোহের সম্পূর্ণরূপ শান্তি হইবার পূর্ব্বে, আফগানেরা উড়িষ্যায় পুনরুত্থান পূর্ব্বক বাঙ্গালার কিয়দংশ অধিকার করে; এবং জয়পুরের রাজা মানসিংহের দীর্ঘ ও সিদ্ধার্থ শাসনকর্ত্তৃত্ব সময়েই এই সকল প্রদেশ পরিণামে বিজিত ও শাসিত হয়। আকবরের প্রতিনিধি হইয়া মানসিংহ ১৫৮৯ হইতে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা শাসন করেন।

§ ৮। আহম্মদ নগরের চাঁদবিবি। —— আহম্মদ নগরের হিন্দু ও আবিসিনীয় অমাত্যদিগের মধ্যে বিবাদ বাধায় আকবরের দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ এবং বৈরাম খাঁর পুত্র মিরজা খাঁ উক্ত নগর অধিকার করিতে প্রেরিত হয় (১৫৯৫ খৃঃ অঃ)। তৎকালে আহম্মদ নগর শিশু সুলতান বাহাদুর নিজাম সাহের খুল্লতাত মহিষী প্রসিদ্ধ চাঁদ বিবির হস্তে ছিল। তিনি স্বীয় শ্বশুর বিজাপুর পতির সহিত সন্ধি করিলেন, আবিসিনীয় অমাত্য-দিগকে বশীভূত করিলেন, এবং চমৎকারজনক কৌশল ও সাহসসহকারে রাজপুত্র মুরাদের বিরুদ্ধে নগর রক্ষা করিলেন। মুরাদ অতীব উৎসাহসহকারে অবরোধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রাচীরের একটী স্থান ভগ্ন হইয়াছিল, এবং নগররক্ষকেরা নগর ছাড়িবে মনে করিতেছিল, এমন সময়ে চাঁদবিবি বর্ম্মপরিহিতা ও অবগুণ্ঠিতা হইয়া নিষ্কোসিত অসী হস্তে উপস্থিত হইলেন, এবং ভগ্নস্থানের নিকটে দাঁড়াইয়া পুনরায় রণ উদ্দীপন করিলেন। শেষে রাত্রি হইলে মোগলের সৈন্যগণ নিবৃত্ত হইয়া ফিরিল। প্রাতঃকালে দৃষ্ট হইল যে ভগ্নস্থান সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত হইয়াছে, এবং রাজ্ঞী স্থান পরিত্যাগ না করিয়া আক্রমণকারীদিগের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হইয়া আছেন, কিন্তু মুরাদ অবরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ধি করিলেন। ১৫৯৯ অব্দে আকবর স্বয়ং বুরহানপুরে পৌঁছিলেন। দৌলতাবাদ গৃহীত হইয়াছিল, এবং আকবরের তৃতীয় পুত্র দানিয়াল মির্জা খাঁর সহিত আহম্মদনগর অবরোধার্থে প্রেরিত হইলেন। চাঁদবিবি তৎভ্রাতুষ্পুত্র শিশু সুলতানের বিপক্ষবর্গের হস্তে হত হইয়াছিলেন। মোগলেরা এক্ষণে নগর অধিকার করিল, বিশ্বাসঘাতকীদিগকে বধ করিল, এবং তরুণবয়স্ক রাজাকে বন্দী করিল।

§৯। আকবরের চরিত্র ও রাজ্যশাসন সম্বন্ধে সাধারণ বক্তব্য। —— যখন আকবর বৃদ্ধ ও মুমূর্ষু অবস্থায় উপস্থিত হইতেছিলেন, তখন তৎপুত্র সলিম (পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর) কি তৎপৌত্র খসরু তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে এই বিষয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইতেছিল। কিন্তু পরিশেষে সুলতান স্বয়ং ওমরা অর্থাৎ অমাত্যদিগের সাক্ষাতে যথাবিধি সলিমকে স্বীয় উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিলেন; এবং অল্পক্ষণ পরেই, মৃত্যু কালীন বাক্যদ্বারা যথাশক্তি একতা এবং রাজভক্তি শিক্ষা দিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

আকবর সবল শরীর ও সুন্দরাকৃতি, ধীর এবং পরিমিতাচারী ছিলেন। তিনি মৃগয়া ও ব্যায়াম ভালবাসিতেন, এবং অনেক সময়ে এক দিনে ৩০। ৪০ মাইল পদব্রজে ভ্রমণ করিতেন। তিনি অত্যন্ত অধ্যয়নপ্রিয় ছিলেন, কার্য্যে যৎপরনাস্তি শৃঙ্খলা রাখিতেন, সংস্কৃত বুঝিতেন, প্রত্যেক প্রকার সাহিত্যের উৎসাহ দিতেন, এবং অনেক বিদ্যাচর্চ্চা সম্বন্ধীয় কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। তিনি স্বীয় পরিবার ও বন্ধুবর্গের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত, এবং সদয় ও করুণার্দ্র চিত্ত ছিলেন।

"ঐশধর্ম্ম" নাম দিয়া তিনি মুসলমান ধর্ম্মের একটী নূতন সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন, এবং তিনি এই দলের মধ্যে আপনাকে প্রধান বলিতেন; এবং এই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ("নির্বাচিত") শিষ্যদিগকে তিনি গোপনে তৎসমীপে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে দিতেন বলিয়া, অনেক গোঁড়া মুসলমান ঈশ্বরসত্ত্বগ্রাহী বলিয়া তাঁহার অপবাদ দিত। সূর্য্যোপাসক বলিয়াও তাঁহার আর একটী অপবাদ ছিল এবং বাস্তবিক পারসীকদিগের ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার একটু টান ছিল, (পারসীকেরা সূর্য্যকে ঈশ্বরের প্রকাশ স্বরূপ দেখে)। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি অবৈরভাব।

তাঁহার ইচ্ছা ছিল সমুদয় প্রজাদিগের প্রতি সমান ব্যবহার করিবেন, হিন্দু মুসলমান ভেদ উঠাইয়া দিবেন, এবং এইরূপে সাম্রাজ্যের বিভিন্নপ্রকৃতির উপাদান সকল মিসাইয়া ফেলিয়া সমস্তটী সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট করিবেন। কি হিন্দু কি মুসলমান বিজিত নৃপতি বা সেনাপতিদিগের মধ্যে যে কেহ বশ্যতা এবং প্রভুভক্তির লক্ষণ দেখাইয়াছিল, সেই প্রায় আকবরের দয়া এবং অনুগ্রহের প্রমাণস্বরূপ রাজসভায় কোন পদ অথবা কোন প্রদেশ শাসন কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্ব-কালের সপ্তমবর্ষে তিনি জিজিয়া কর ও তীর্থযাত্রা কর উঠাইয়া দেন। জিজিয়া

মস্তকগণিত কর, হিন্দু ও অন্যান্য কফরদিগের নিকট হইতে উহা গৃহীত হইত, এবং উহা সংগ্রহ করিতে কোন কোন পাঠান ভূপতির সময়ে অনেক অত্যাচার হইত। ঔরঙ্গজেবের সময়ের পূর্ব্বে জিজিয়া আর পুনঃ সংগৃহীত হয় নাই।

রাজস্ব আদায়ের ব্যয় কমাইয়া রাজকর্ম্মচারীদিগের অত্যাচার নিবারণ করিয়া এবং করভার সর্ব্বত্র সমান করিয়া, আকবর যে প্রসিদ্ধ রাজস্ব সংস্কার করেন, তাহা মহান্ হিন্দু রাজস্ববিৎ রাজা তোড়লমল কর্ত্তৃক কৌশলসহকারে কার্য্যে পরিণত হয় [৭ § দেখ]। কথিত আছে যে রাজা তোড়লমল সুরবংশের প্রথম ভূপাল সেরসাহের নিয়মাবলী অবলম্বন করিয়া স্বীয় সদ্বিবেচনাসূচক রাজস্ব বন্দোবস্ত সংস্থাপন করেন। সাম্রাজ্য অষ্টাদশ সুবায় বিভক্ত হইল, প্রত্যেকটী এক একজন সুবাদার বা রাজ-প্রতিনিধির শাসনাধীনে থাকিল। শাসনপ্রণালীর প্রত্যেক বিভাগ এবং সম্রাটের সাধারণ বা বিশেষ কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধীয় প্রত্যেক বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বর্ণনা সমেত এই সুবা সকলের সম্পূর্ণ বিবরণ আবুলফজল লিখিত আইন আকবরিতে আছে। এই বিখ্যাত ব্যক্তি এবং তাঁহার ভ্রাতা ফৈজি (ফৈজি বিদ্বান্ ও কবি ছিলেন, এবং মুসলমানদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন) আকবরের অতি আত্মীয় সুহৃৎ ও পরামর্শদাতা ছিলেন। আবুলফজল সর্ব্বোচ্চ সেনাধিনায়ক পদে উন্নত হইয়াছিলেন, এবং প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ১৬০৩ অব্দে রাজপুত্র সলিমের মন্ত্রণায় নিহত হন।

সেনাদিগের শাসন সংস্কার সম্বন্ধেও আকবর কয়েকটী প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন করেন। ইহার মধ্যে সৈনিকেরা বেতনের মুদ্রা পাইবে, জায়গির বা নির্দ্দিষ্টভূমি পাইবে না, এই আদেশটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

জাহাঙ্গীর, সাহজাহান, এবং ঔরঙ্গজেব, ১৬০৫—১৬২৭—১৬৫৮—১৭০৭ খৃঃ অঃ।

§ ১—ক্রমশঃ দক্ষিণাপথ বিজয়। § ২—নুরজাহানের উপাখ্যান। § ৩—সর টমাস্ রো। § ৪—সাহজাহান ও মহবৎ খাঁর বিদ্রোহ। § ৫—সাহজাহান সম্রাট্। § ৬—ঔরঙ্গজেব।

§ ১। ক্রমশঃ দক্ষিণাপথ বিজয়। —— আকবরের পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র, যাঁহারা যথাক্রমে ভারবর্ষের সম্রাট্‌সিংহাসন অধিকার করেন, তাঁহারা তিনজন

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনশালী ওপরাক্রমশালী নৃপতিদিগের মধ্যে গণ্য; এবং শেষোক্ত ঔরঙ্গজেব মহাত্মা আকবর অপেক্ষা চরিত্রসম্বন্ধে ক্ষুদ্রতর হইলেও সাধারণ দক্ষতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও তেজস্বিতায় তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন, অধিকন্তু তিনি সম্পূর্ণ প্রভুতা-সহকারে অনেক পরিমাণে বৃহত্তর সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য করিয়াছিলেন।

এই তিনটী দীর্ঘ ও সমৃদ্ধিশালী রাজত্ব কালে মোগলেরা ক্রমশঃ দক্ষিণাপথের মুসলমান রাজ্যগুলি জয় করিতেছিল [১১ অধ্যায় দেখ]। ঔরঙ্গজেবের সময়ে এই বিজয়কার্য্য সমাধা হয়, এবং তাহারা প্রথমে মারহাট্টাদিগের সংস্রবে আইসে। এই মারহাট্টারাই পরে ভাল করিয়া মোগল আধিপত্য পদানত করিয়াছিল। দক্ষিণাপথের বিভিন্ন আক্রমণের বিশেষ বিবরণ প্রদান চেষ্টা আমাদিগের অসাধ্য। যাহা হউক ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে প্রায় জাহাঙ্গীরের সমুদয় রাজত্বকালে আহম্মদ নগরের ক্ষমতা মালিক অম্বর নামক উক্ত নগরের একজন প্রসিদ্ধ আবিসিনীয় অমাত্য কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল। মালিক অম্বর চাঁদবিবির উত্তরাধিকারীর প্রতিনিধি স্বরূপ রাজ্য শাসন করিতেন। পরিণামে সাহজাহানের রাজত্বের প্রারম্ভে (১৬৩৭) আহম্মদ নগর অধিকৃত হয়। অনেক কষ্টকর আক্রমণের পরে বিজাপুর, এবং পরিশেষে গোলকুণ্ড, ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক ১৬৮৭ ও ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে বিজিত হয়।

§ ২। মহারাণী নুরজাহানের উপাখ্যান।—— জাহাঙ্গীরের রাজত্ব সময়ের সর্ব্বমনোরম ঘটনার মধ্যে কয়েকটী সের আফকানের বিধবা বিখ্যাত মিহিরুন্নিসা খানমের সহিত সম্রাটের বিবাহ সম্বন্ধীয়। ঐ ঘটনা ১৬১১ খৃষ্টাব্দে ঘটে।

উক্ত সুন্দরী বিবাহের পরে নুরমহাল অর্থাৎ প্রাসাদজ্যোতিঃ নামে অভিহিত হন; এবং অনন্তর যে নাম দ্বারা তিনি সাধারণতঃ পরিজ্ঞাত, সেই নুরজাহান অর্থাৎ জগৎ জ্যোতিঃ উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি সম্ভ্রান্ত পারসিক বংশসম্ভূতা। ঐ পরিবার দরিদ্রদশায় পড়িয়াছিল; তজ্জন্য তাঁহার পিতা ভারতবর্ষে উঠিয়া আসেন। পথিমধ্যে কাণ্ডাহারে নুরজাহানের জন্ম হয়। তাহারা এরূপ দরিদ্রদশাপন্ন হইয়াছিল, যে, যে কন্যা পরে জগদ্বিখ্যাতা পরাক্রমশালিনী রাজ্ঞী হইয়াছিলেন, সে কন্যাকে তাহারা রাস্তার পার্শ্বে ফেলিয়া আসিয়াছিল। একজন বণিক কন্যাটীকে দেখিল, এবং করুণার্দ্র হইয়া তাহাকে আপনার সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিল। সন্তানের জননীকে তিনি ধাত্রীপদে নিয়োজিত করিলেন; এবং তাঁহার অনুগ্রহে উক্ত পরিবার আকবরের সভায় প্রবিষ্ট হইল। এখানে বালিকার পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা

শীঘ্রই খ্যাতিলাভ করিলেন; এবং জননী আকবরের অন্তঃপুরে ইচ্ছামত যাতায়াত করিতে পারিতেন। সেস্থলে তরুণী ও সুন্দরী বালিকা জাহাঙ্গীরের (তৎকালে কুমার সলিম) সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কুমারের দৃষ্টিবহির্ভুত করিবার নিমিত্ত, আকবরের পরামর্শানুসরে, তৎসহ সের আফকান নামক এক পারসিক যুবার বিবাহ দেওয়া হয়; এবং সের বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত হন।

যখন জাহাঙ্গির সম্রাট্ হইলেন, তিনি কুতবউদ্দিন নামক বাঙ্গালার সুবাদারকে সঙ্কেত করিলেন যে নূরজাহানের স্বামীকে বুঝাইয়া তাহাকে তালিক দিতে বলিবে। তাঁহার স্বামী অস্বীকার করিল; এবং ইহা লইয়া যে বিবাদ বাধিল, তাহাতে সুবাদার ও সের উভয়েই নিহত হইলেন। নুরজাহান দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন; কিন্তু তিনি, সম্রাট্কে পতিহন্তা জ্ঞান করিয়া, অবজ্ঞাসহকারে তৎপ্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। যাহা হউক, কিছুকাল পরে মিলন হইল, এবং নুরজাহান ভরতবর্ষের মহারাণী হইলেন। সম্রাটের সহিত তাঁহার নাম মুদ্রায় অঙ্কিত হইল। তাঁহার প্রভাব অসীম হইল। তাঁহার পিতা প্রধান মন্ত্রী হইলেন; এবং তাঁহার ভ্রাতা অসফ্ খাঁ অত্যুচ্চ পদ প্রাপ্ত হইলেন। তাহারা তাহাদের ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিয়াছিল; এবং যদিও জাহাঙ্গীর মদ্যপানাদিতে নিশা যাপন করিতেন, এই সময় হইতে বিজ্ঞতা ও করুণা সহকারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত।

৩। সর টমাস্ রো। —— ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডাধিপ প্রথম জেম্সের নিকট হইতে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নিকটে মহা সমারোহ সহকারে এক দুত উপস্থিত হয়। দুতের নাম সর টমাস্ রো; মহা সমাদরে তাঁহার অভ্যার্থনা হয়, এবং সমুদয় প্রকাশ্যকাণ্ডে তিনি সভার সর্ব্বোচ্চপদ পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে ইংরেজেরা ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিতে উৎসাহ পান। আমরা একটী পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেখিব যে পর্ত্তুগিজেরা পূর্ব্বেই এতদ্দেশে আপনাদিগকে বদ্ধমূল করিয়াছিল; এবং এই সময় হইতে ভারতবর্ষের ইউরোপীয় কুঠী সকল সত্বরে প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল।

§ ৪। সাহ জাহান ও মহবৎ খাঁর বিদ্রোহ। —— জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার সাহারিয়ার, যে নুরজাহানের প্রথম পতি সের আফকানের ঔরষজাতা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল, তাহাকে রাজ্য দিতে মহারাণী নুরজাহান ষড়যন্ত্র করায়, সম্রাটের

তৃতীয় পুত্র সাহজাহান বিদ্রোহী হন। অনেক যুদ্ধে সাহজাহান বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন; এবং তিনি এক্ষণে দুইবৎসর বাঙ্গালায় আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি পরে পিতার বশীভূত হন।

মহবৎ খাঁ নামক প্রসিদ্ধ সেনাপতি তৎশাসনাধীন কাবুল রাজ্য হইতে নুরজাহান কর্ত্তৃক দিল্লীতে আনিত হন। নুরজাহান আশা করিয়াছিলেন যে সাহ জাহানের বিরুদ্ধে স্বীয় বাসনা সিদ্ধ করিতে তিনি মহবতের সাহায্য পাইবেন। মহবৎ প্রথমে তদনুরূপ কার্য্যও করিয়াছিলেন; এবং দক্ষিণাপথের যুদ্ধে তিনি যে প্রকার খ্যাতিলাভ করেন, তাহাতে বোধ হয় মহিষীর ভ্রাতা আজফ খাঁ ব্যতীত সাম্রাজ্য মধ্যে আর কাহার তৎসদৃশ প্রতিপত্তি ছিল না। কিন্তু তিনি কুমার পার্বিজের বন্ধু ও দলভুক্ত হন। নুরজাহান পর্বিজ ও সাহ জাহান উভয়কেই সমান বিদ্বেষ করিতেন; এই নিমিত্ত মহবতের প্রতি রাজ্ঞীর মর্ম্মান্তিক শত্রুতা জন্মে।

সম্রাট্ কাবুল অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন বলিয়া মহবত তৎসঙ্গে মিলিত হইতে আদেশ পাইলেন। স্বীয় কার্য্যেরত ৫,০০০ রাজপুত অশ্বারোহী সহিত মহবৎ আগমন করিলেন; কিন্তু তিনি উপস্থিত হইলে শুনিলেন যে সম্রাটের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবেনা। তিনি বুঝিলেন যে তাঁহাকে অপমান করিতে সংকল্প হইয়াছে, এবং অদ্বিতীয় দুঃসাহসিকতাদ্বারা তিনি ইহার নিবারণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। সম্রাটের সেনাগণ বিপাশানদী পার হইয়া গেল, এই পর্য্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিলেন; এবং যখন জাহাঙ্গীর তাহাদিগের অনুবর্ত্তী হইতে যাইতেছেন, এমন সময়ে তিনি তদীয় কিয়দংশ রাজপুত্র সৈন্যদ্বারা সহসা নদীপার হইবার পথ রুদ্ধ করিলেন, এবং অপরাংশদ্বারা সম্রাট্‌কে বন্দী করিলেন। নুরজাহান স্বামীকে মুক্ত করিবার জন্য বৃথা যত্ন করিলেন, এবং অবশেষে তাঁহার বন্দী অবস্থায় সহচরী হইতে সঙ্কল্প করিলেন। বিজেতার নিকটে অতিকষ্টে তাঁহার প্রাণদণ্ড নিবারণ হইল। মহবৎ এক্ষণে সর্ব্বে সর্ব্বা হইলেন, এবং প্রায় একবৎসর এইরূপ আধিপত্য ভোগ করেন। নুরজাহান পরিশেষে সম্রাটের নিষ্কৃতি সাধনে সমর্থা হইলেন, এবং মহবৎ দক্ষিণাপথে পলাইতে বাধ্য হইলেন; সেখানে তিনি সাহ জাহানের সহিত মিলিত হইলেন।

ইহার পরে অল্পদিন মধ্যে সাহ জাহান পিতার উত্তরাধিকারী হইয়া সম্রাট্ হইলেন, এবং তিনি নুরজাহানকে সম্পূর্ণরূপে অন্তঃপুরনিরুদ্ধভাবে জীবন যাপন

করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু উদারতা সহকারে তন্নিমিত্ত অধিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। যাহাহউক, তদীয় ভ্রাতা সাহারিয়ার ও বাবরবংশীয় অপর পুরুষ সকল বধ করিয়া, তিনি এই উদারতা কলঙ্কিত করিলেন।

§ ৫। সাহ জাহান সম্রাট্।——খাঁ জাহান লোদি নামক দক্ষিণাপথের সুবাদারের ঘোরতর বিদ্রোহ ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে নিরাকৃত হয়। সাহ জাহানের রাজত্ব-কালের অধিকাংশ দক্ষিণাপথের অবিরাম সংগ্রামে অতিবাহিত হয়। এই সংগ্রামে প্রথমে তিনি স্বয়ং ও তদীয় সেনাপতিগণ, এবং শেষে তাঁহার পুত্রগণ, বিশেষতঃ তদীয় তৃতীয় পুত্র মহান্ ঔরঙ্গজেব নিযুক্ত ছিলেন।

তৎকালের অট্টালিকা ও অন্যান্য পূর্ত্তকার্য্যের আড়ম্বর, এবং বহুমূল্য রত্ন বিমণ্ডিত, সার্দ্ধ ছয়কোটি মূল্যের মহিমান্বিত "ময়ূর সিংহাসন" এবং রাজ সভার জাঁক-জমক নিমিত্ত চিরকাল সাহ জাহানের খ্যাতি থাকিবে। তদীয় রাজ্ঞী মমতাজমহলের সমাধিমন্দিরস্বরূপ তিনি আগ্রায় তাজমহল নির্ম্মাণ করেন। উহা বিশুদ্ধ শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে গঠিত, বিচিত্রবর্ণীয় বহুমূল্য প্রস্তরের কারুকার্য্যদ্বারা বিভূষিত, এবং গাম্ভীর্য্য গৌরবে ভূমণ্ডলস্থ অট্টালিকা মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ময়ূর সিংহাসন ব্যতীত সাহ জাহান অনেক ধন রাখিয়া যান, ইহার মধ্যে অন্যূন ২৪ কোটি টাকার কেবল মুদ্রাই ছিল।

সাহ জাহান একজন উত্তম ও ন্যায়বান্ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি রাজ্যশাসনসম্বন্ধে কখন শিথিলচিত্ত হন নাই; এবং এইরূপে, ও বিবেচনাপূর্ব্বক মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিয়া, তিনি স্বীয় রাজ্যের সৌভাগ্য সাধন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্য প্রায় অবিরাম শান্তি সম্ভোগ করিতেছিল।

§ ৬। ঔরঙ্গজেব।——ঔরঙ্গজেবের দারা ও সুজা নামে দুইটী বড় ভাই, এবং মুরদ নামে একটী ছোট ভাই ছিল। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে ভ্রাতৃগণ জানিতে পারিলেন সম্রাটের পীড়া হইয়াছে, তখন দারা আগ্রায় উপস্থিত ছিলেন, ইনিপীড়া গোপন করিতে চেষ্টা করেন। ভ্রাতারা সকলেই অবিলম্বে সিংহাসন অধিকার করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ঔরঙ্গজেব অতি নির্ঘৃণ কপটতা ও অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা দ্বারা ক্রমে ক্রমে তদীয় ভ্রাতা সকল ও তাহাদিগের পরিবারদিগকে পরাজিত ও হত বা তাড়িত করিতে সমর্থ হইলেন, ১৬৫৮; এবং তিনি স্বীয় পিতা বৃদ্ধ সাহ জাহানের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (১৬৬৬) তাঁহাকে কারারুদ্ধ রাখেন।

মীর জুম্লা নামে একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার নিকটে ঔরঙ্গজেব° ভ্রাতাদিগের বিরুদ্ধে জয়লাভ নিমিত্ত অনেক দূর ঋণী ছিলেন। এই কারণে, কুমার সুজা আরাকানে তাড়িত হইলে, মীরজুম্লা তৎপরে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃ পদে নিযুক্ত হন। সুজা ও তাঁহার সমস্ত পরিবার কষ্ট পাইয়া আরাকানে হত হন; এবং মীরজুম্লা, বৃহদাক্রমণে কুচবিহার ও আসাম লুঠপাট করিয়া ঢাকায় প্রাণত্যাগ করেন।

ঔরঙ্গজেব ক্রমাগত দক্ষিণাপথে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, কখন মারহাট্টা শিবজীর সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন [১৬শ অধ্যায় দেখ], কখন বা বিজাপুর ও গোলকুণ্ড বিজয়ে নিযুক্ত ছিলেন [ইহা পূর্ব্বে ১ম প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে]। রাজপুতদিগের কয়েকটী ভয়ঙ্কর বিদ্রোহনিবারণকার্য্যে তাহাকে ব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। রাজপুত ও অন্যান্য হিন্দু প্রজার বিরুদ্ধে ধর্ম্মবিষয়ে তিনি অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা ও গোঁড়ামি প্রদর্শন করেন।

[টীকা। — গোঁড়ামির কার্য্যের মধ্যে একটী এই; আকবর যে জিজিয়া উঠাইয়া দেন, ঔরঙ্গজেব তাহা পুনর্জ্জীবিত করেন। জিজিয়া মস্তকগণিত কর, উহা মুসলমান ভিন্ন প্রত্যেক ব্যক্তি হইতে গৃহীত হইত। উহা কয়েকজন পাঠান সুলতানের প্রধান অত্যাচার অস্ত্র ছিল; এবং উহার প্রতি সমুদয় হিন্দুদিগের বিদ্বেষ ছিল।]

রাজপুতদিগের একটী বিদ্রোহ সময়ে, ঔরঙ্গজেবের প্রিয় পুত্র কুমার আকবর বিদ্রোহীদিগের সহিত মিলিত হইয়া মোগল সিংহাসন হস্তগত করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু ঔরঙ্গজেব অতিবৃদ্ধ হইলেও নববিপত্তির প্রতিবিধানে সফলপ্রযত্ন হইলেন, এবং পরিণামে তরুণবয়স্ক আকবর নির্ব্বাসিত অবস্থায় পারস্যদেশে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

এই রাজত্বকালে ইংরেজ ও ফরাসীদিগের কুটীর প্রাধান্য শীঘ্র শীঘ্র বাড়িতেছিল (১৮শ অধ্যায় ইহা আমরা দেখিতে পাইব)।

ঔরঙ্গজেবের সময়েই মোগল আধিপত্য চূড়ান্ত জাঁকজমক ও বিস্তৃতি প্রাপ্ত হয়; তাঁহার মৃত্যুকালে উহা সত্বর ক্ষয় পাইতেছিল। ইনি পারিবারিক জীবন যাত্রায় শুদ্ধাচারী, এমন কি তাপস ও দৃঢ়ব্রত মুসলমান ছিলেন, সুতরাং প্রায় সমুদায়

মুসলমান ইতিহাসলেখকদিগের মতে ইনি মোগল বংশ মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য, এমন কি আকবর হইতেও বড়। সাধারণ ক্ষমতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞত্ব ও তেজস্বিতায়, ইনি সম্পূর্ণরূপে আকবরের সমকক্ষ। উক্ত বিখ্যাত ভূপতির সদৃশ ইনি ন্যায়বান্ ও পরিশ্রমী ছিলেন; কিন্তু অন্য সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার চরিত্র প্রায় আকবরের বিপরীত। উভয়েই রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন; কিন্তু ঔরঙ্গজেব বক্র পথে চলিয়া ছলে বা কৌশলে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে ভাল বাসিতেন। আকবর সম্পূর্ণরূপে উদারপ্রকৃতি ও মতভেদ-সহিষ্ণু ছিলেন, সকল লোকের প্রতি বদান্যতা দেখাইতেন, এবং পরাস্ত শত্রুর প্রতি বিশেষ দয়া প্রদর্শন করিতেন; ঔরঙ্গজেব গোঁড়া ও অত্যাচারী ছিলেন, সকল লোকের প্রতি সন্দেহ করিতেন। বিজিতদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিতেন, এবং অতি হেয় রূপে লাভ গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। সর্ব্বব্যাপী অবিশ্বাসে তাঁহার সুখ হরণ করিয়াছিল, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যের ফল ক্ষয় করিয়াছিল, এবং সাম্রাজ্য ছিন্নমূল করিয়াছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারী মুয়াজ্জম একদা অন্যায় সন্দেহ ভাজন হন এবং ১৬৮৭ হইতে ১৬৯৪ অব্দ পর্য্যন্ত ছয় বৎসর কারারুদ্ধ থাকেন। হিন্দুদিগের প্রতি, বিশেষতঃ রাজপুতদিগের প্রতি, ব্যবহারে আকবর ও ঔরঙ্গজেবের চরিত্রের বৈপরীত্ব সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে প্রকাশ পায়; আমরা দেখিয়াছি যে আকবর তদীয় সিংহাসনের শত্রু রাজপুতদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রভুভক্ত সহায়রূপে পরিণত করেন, এবং ঔরঙ্গজেব তাহাদিগকে স্বীয় বিদ্বেষী করেন। কোন হিন্দু সরকারী চাকর হইতে পারিবে না এই আদেশ দিয়া, তিনি সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্য চালান দুঃসাধ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন; এবং কেবল আর্য্যাবর্ত্ত নহে, দক্ষিণাপথ হইতেও তিনি জিজিয়া সংগ্রহ করিতে জিদ করেন। ইহার ফল এই হইয়াছিল যে তাঁহার অধিকাংশ হিন্দু প্রজারা মনে মনে মারহাট্টাদিগের মিত্র হয়; এবং প্রধানতঃ এই কারণেই সাম্রাজ্য শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মোগল সাম্রাজ্যের ক্ষয় ও অধঃপতন।

§ ১—ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীগণ। § ২—শিখগণ। § ৩—প্রদেশ সকল দিল্লী হইতে স্বতন্ত্র হয়। § ৪—পারসিক নাদির সাহের আক্রমণ। § ৫—পাঠান আহম্মদ সাহ আবদালির আক্রমণ। § ৬—দ্বিতীয় সাহ আলম, এবং তৈমুর বংশের শেষ।

§ ১। ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীগণ।—— ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু সময়ে, প্রচলিত-রীত্যনুসারে তৎপুত্রদিগের মধ্যে বিবাদ বাধে; এবং পরিণামে জ্যেষ্ঠ মুয়াজ্জম তদীয় দুই ভ্রাতাকে বধ করিয়া বাহাদুরসাহ উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছয় বৎসর রাজত্ব করেন। প্রধানতঃ জুলফিকর খাঁ নামক একজন পরাক্রান্ত ওমরার সাহায্যে তাঁহার জয়লাভ হয়; এবং বাহাদুরের মৃত্যুর পরে জাহান্দার সাহ নামক যে ব্যক্তি সিংহাসন প্রাপ্ত হয় তাহাকেও পূর্ব্বোক্ত ওমরা রাজ্যাধিকার প্রদান করেন। জুলফিকর সম্রাট্ জাহান্দার সাহের মন্ত্রী ছিলেন, এবং স্বীয় প্রভু অপেক্ষা অধিক প্রকৃত ক্ষমতা ধারণ করিতেন। জাহান্দার সাহ ও তাহার মন্ত্রী বাহাদুরের পুত্র ও কুটুম্বদিগের মধ্যে যাহাদিগকে হস্তে পাইয়াছিল, তাহাদিগকে গোপনে বধ করিয়াছিল; কিন্তু বাহাদুরের পৌত্র ফেরকসের, স্বীয় পিতার পরে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইয়াছিল, এবং জাহান্দরের হন্যমান-হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। জাহান্দর বারমাস রাজত্ব করিতে না করিতে, ফেরকসেরের পরামর্শে দুইজন পরাক্রান্ত ওমরা একটী বৃহৎ সেনাদল লইয়া তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল, এবং আগ্রার নিকটে মহাযুদ্ধে জাহান্দারকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে তৎমন্ত্রী জুলফিকরের সহিত নিহত করিল। যে দুইজন ওমরা ফেরকসেরকে সম্রাট্ করে, তাহাদিগের নাম সৈয়দ হোসেন আলি, বিহারের শাসনকর্ত্তা, এবং তদ্ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল্লা, আলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্যের সকল ক্ষমতা তাহাদিগের হস্তে ছিল। যখন তাহারা দেখিল যে ফেরকসের এইরূপে প্রায় ছয় বৎসর রাজত্ব করিয়া তাহাদিগের প্রভাব কমাইতে অভিলাষী হইয়াছে, অমনি তাহাকে বধ করিল, এবং ক্রমে ক্রমে সিংহাসনে তিনজন সম্রাট্ স্থাপন করিল। এ তিনজন অতি অল্পকাল

রাজত্ব করে; রাফি উদ্দরাজাত ও রাফি উদৌলা নামক প্রথম দুইজন ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে দুই কিম্বা তিন মাস রাজত্ব করিয়াই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। সৈয়দদিগের মনোনীত তৃতীয় সম্রাটের নাম রৌসন আক্তর; এবং তিনি মহম্মদসাহ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সম্রাট্ হন। তাঁহার সিংহাসনাধিরোহণের অত্যল্পকাল পরেই অন্য ওমরাদিগের ষড়যন্ত্রে সৈয়দেরা পরাজিত ও নিহত হয়; যে যুদ্ধে পরিণামে তাহাদিগের ক্ষমতাবিনষ্ট হয়, সে যুদ্ধ দিল্লী ও আগ্রার মধ্যবর্ত্তী সাহপুর নামক স্থানে হয়। সৈয়দ হোসেন আলি ও আবদুল্লা অনেক সময়ে "বাদসাহ-কর্ত্তা" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

উপরি প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে দৃষ্ট হইবে যে ঔরঙ্গজেবের পরবর্ত্তী ছয় জন মোগল সম্রাট্ ক্রমে প্রধান ওমরাদিগের দ্বারা সিংহাসনে স্থাপিত, প্রথম দুইজন জুলফিকর খাঁ দ্বারা, শেষ চারি জন সৈয়দদিগের দ্বারা। সুতরাং এই সকল ওমরাগণ সম্রাট্‌দিগের অপেক্ষাও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। সাম্রাজ্যের অন্যান্য ওমরাগণ তদ্রূপ আপনাদিগকে রাজক্ষমতায় উন্নত করিতে আশা করিতে লাগিল; এইরূপে মহম্মদসাহের মৃত্যুর পূর্ব্বেই [মহম্মদসাহ ১৭১৯ হইতে ১৭৪৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন] দূরবর্ত্তী প্রদেশ সকল স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়াছিল, এবং সম্রাট্‌দিগের আধিপত্য প্রায় নামমাত্র হইয়া পড়িয়াছিল। এ সময়ে এই প্রকারে যে সকল রাজ্যের উদয় হয়, তন্মধ্যে মারহাট্টারাজ্যই সর্ব্ব প্রধান। উহা সত্বরেই ভারতবর্ষ মধ্যে নেতৃবলরূপে গণিত হয়। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে উহার উৎপত্তি বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

§ ২। শিখগণ।—— শিখেরা আদৌ নিরীহ ধর্ম্ম সম্প্রদায় মাত্র ছিল; কিন্তু ঔরঙ্গজেব ও তদীয় উত্তরাধিকারী বাহাদুর সাহের ভয়ঙ্কর অত্যাচারে তাহাদিগকে ভীষণ যোদ্ধৃদলে পরিণত করে। বাবরের সময়ে নানক কর্ত্তৃক এই সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। তিনি একেশ্বরের উপাসনা এরূপ আকারে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন, যে উহাতে কোন কোন অংশে হিন্দু ধর্ম্ম ও কোন কোন অংশে মুসলমান ধর্ম্মের সহিত সাদৃশ্য ছিল; এবং তিনি অনেকগুলি শিখ অর্থাৎ শিষ্য (ইহাই শিখ শব্দের অর্থ) সংগ্রহ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহাদিগের দশম গুরু, গুরু গোবিন্দ সিংহ, উচ্চাভিলাষী ও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন; তিনি তাহাদিগের যুদ্ধনিয়ন্ত্রিতা সম্পূর্ণ করেন। তিনি একজন দায়াদ শত্রুর হস্তে

নিহত হন; এবং তদীয় আত্মীয় ও অনুচরগণের প্রতি প্রত্যেক প্রকার নিষ্ঠুরাচরণ হইয়াছিল। বন্দু নামক এক ব্যক্তি বাহাদুর সাহ, জাহান্দার ও ফেরকসেরের সময়ে শিখদিগের গুরু ছিলেন। বাহাদুরসাহের রাজত্বকালে মুসলমানদিগের প্রতি তাহাদিগের বিদ্বেষ, বহুকালব্যাপী অত্যাচার দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া, ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরকাণ্ডে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। সম্রাট্ তাহাদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন, এবং জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর শিখ যুদ্ধে যাপন করিলেন। তাহারা সত্বরই মুসলমানদিগের উপরে ইহার প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করিল; কিন্তু ফেরকসেরের রাজত্বকালে বন্দু বহুসংখ্যক অনুচর সমেত বন্দীকৃত ও অত্যন্ত নিষ্ঠুরতাসহকারে নিহত হইলেন। শিখেরা অতিশয় শৌর্য্য সহকারে যন্ত্রণা ও মৃত্যুর সম্মুখীন হইল, সকলেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জীবন রক্ষা করা হেয়জ্ঞান করিল। ফেরকসের কর্ত্তৃক তাহারা প্রায় একেবারে বিনষ্ট হয়; কিন্তু শতাব্দী শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহারা পুনরায় বিলক্ষণ প্রভাবশালী হইয়া উঠে [রণজিৎ সিংহের জীবন বৃত্তান্ত, ২৫ অধ্যায় ৩ প্রকরণ দেখ]।

§ ৩। প্রদেশ সকল দিল্লী হইতে স্বতন্ত্র হয়।—— মহারাষ্ট্র ব্যতীত এই কয়েকটী প্রধান প্রদেশ প্রায় এই সময়েই স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করে; রাজপুতানা, দক্ষিণাপথ, অযোধ্যা, বাঙ্গালা।

যোধপুর বা মারবারের রাণা যশোবন্ত সিংহ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। প্রধানতঃ যশোবন্ত সিংহের সন্তানগণের প্রতি অন্যায়াচরণের প্রতিবিধানার্থেই রাজপুতেরা ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করে; এবং সন্ধিপত্রের প্রধান নিয়ম এই ছিল যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অজিৎ সিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মারবারের সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত হইবে। অজিৎ সিংহ ধীমান্ ও পরাক্রান্ত রাজা হইয়া উঠিলেন, এবং সম্রাট্ ফেরকসের তদীয় দুহিতার পাণি গ্রহণ পূর্ব্বক তৎসহ সন্ধি করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। মহম্মদ সাহের নিকট হইতে অজিৎ স্বীয় স্বতন্ত্রতার স্বীকার পত্র প্রাপ্ত হন; এবং এই সময় হইতেই মোগল সাম্রাজ্যের সহিত রাজপুতদিগের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়।

যে ওমরাগণ সমবেত হইয়া ১৭২০ সালে সাহপুরের যুদ্ধে সৈয়দদিগকে পরাজিত করে ফেরকসেরের সময়ে দক্ষিণাপথের সুবাদার নিজাম উলমুলুক তাহাদিগের দলপতি ছিলেন [১ § দেখ]। অনন্তর তিনি মহম্মদ সাহের মন্ত্রী

হন; কিন্তু পরে তিনি দক্ষিণাপথের স্বুবায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং উহা ঐ সময় হইতেই স্বতন্ত্র হয় [১৯ অধ্যায় ১ § দেখ]। তিনিই বর্ত্তমান হায়দরাবাদের নিজামের পূর্ব্বপুরুষ।

সাদত খাঁ সৈয়দদিগের বিরুদ্ধে নিজাম উলমুলুকের প্রধান সহযোগী ছিলেন। তিনি আদৌ একজন পারসিক বণিক, এবং তিনি অযোধ্যার স্বুবাদার হইয়াছিলেন। সাদত অযোধ্যায় আপনাকে স্বাধীন করিলেন; এবং তাঁহার বংশধরেরাই ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অযোধ্যার রাজা ছিলেন; উক্ত বৎসর ঐ প্রদেশ ভারতবর্ষীয় ব্রিটিস রাজ্য ভুক্ত হয়।

বাঙ্গালাও মহম্মদ সাহের সময়ে কার্য্যত স্বতন্ত্র হয়। যখন নাদির সাহ দিল্লীতে ছিলেন, সেই সময়ে মোগল সম্রাটের নিযুক্ত শেষ স্বুবাদার স্বুজাউদ্দিন মৃত্যুমুখে পতিত হন; এবং প্রসিদ্ধ আলিবর্দ্দি খাঁ কর্ত্তৃক স্বুজাউদ্দিনের পুত্র সিংহাসনচ্যুত হন। আলিবর্দ্দি রাজসভার একজন ওমরা ছিলেন; এবং তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা ছিল। মহম্মদ সাহ পরে তাঁহাকে তদীয় অপহৃত রাজ্যে দৃঢ় করেন; কিন্তু আলিবর্দ্দি বস্তুতঃ স্বাধীন ছিলেন।

§ ৪। নাদির সাহের আক্রমণ।——মহম্মদ সাহের রাজত্বকালে দুইটী ভয়ঙ্কর বিদেশীয় আক্রমণে অতি সত্বর মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংশ হইয়াছিল। বর্দ্ধনশীল মারহাট্টা প্রভাব জনিত সঙ্কট-জাল মধ্যে পারস্যের ভীষণ নাদির সাহ দুর্ভাগ্য মোগল সম্রাটের উপরে পড়িলেন।

এই প্রসিদ্ধ যোদ্ধা আদৌ কাস্পিয়ান সাগরতীরে মেষরক্ষক ছিলেন। তিনি আফগান আক্রমণকারীদিগের অত্যাচার হইতে পারস্যকে মুক্ত করিয়া পারস্যের সিংহাসন অপহরণ করিয়াছিলেন। আফগান আক্রমণের প্রতিশোধ লইতে, তিনি হিরাট ও কাণ্ডাহার জয় করিয়াছিলেন; এবং এক্ষণে, মোগলেরা তদীয় কয়েকজন আফগান শত্রুকে আশ্রয় দিয়াছে, এইরূপ তুচ্ছ ছল ধরিয়া তিনি কাবুল অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, এবং অনন্তর তথা হইতে অগ্রসর হইয়া ১৭৩৮ সালের নবেম্বরমাসে সিন্ধুনদ পার হইলেন। সম্রাট্ নাদিরের সৈন্যবল অল্পজ্ঞান করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার প্রধান সেনাপতি নিজাম আজফজা ও সাদত খাঁ এই উভয়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ আছে। এনিমিত্ত দিল্লীর একশত মাইল দূরে না আসা পর্য্যন্ত আক্রমণকারী কোন প্রতিবন্ধকতা পান নাই। এখন কর্ণাল নামক স্থানে

ভারতবর্ষীয় সৈন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, এবং তিনি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। মহম্মদ নিরুপায় হইয়া বন্দীভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন, এবং বিজেতার অনুচর বর্গের সঙ্গে তিনি দিল্লীতে প্রবেশ করিলেন। নাদির প্রথমে বন্দীর প্রতি অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করেন, এবং পরাভূত লোকদিগকে রক্ষা করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি লক্ষিত হয়। কিন্তু দিল্লীর অধিবাসীদিগের অভ্যুত্থানে অনেকগুলি পারসিক নিহত হওয়াতে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অবশেষে নির্ব্বিশেষ হত্যা করিতে আদেশ দেন। এই হত্যাকাণ্ড প্রায় সমস্ত দিবস স্থায়ী হইয়াছিল। অল্পকাল পরে সাজাহানের প্রসিদ্ধ ময়ূর সিংহাসন সমেত লুণ্ঠিতদ্রব্যরাশি লইয়া তিনি দিল্লী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যাইবার পূর্ব্বে তিনি মহম্মদকে সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত করেন, এবং মারহাট্টা প্রভৃতি প্রধান ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের নিকটে এই বলিয়া দূত প্রেরণ করেন যে যদি তাহারা সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিলক্ষণ শাস্তি দিবেন।

§ ৫। আফগান (পাঠান) আহম্মদ সাহ আবদালির আক্রমণ। —— আহম্মদ সাহ, আলমগির (আলমগির নামা ঔরঙ্গজেব হইতে ভিন্ন বুঝাইবার নিমিত্ত দ্বিতীয় আলমগির নামে অভিহিত) এবং সাহ আলম (সাহ আলম নাম বাহাদুর সাহ হইতে ভিন্ন বুঝাইবার নিমিত্ত দ্বিতীয় সাহ আলম নামে অবিহিত), মহম্মদ সাহের পরে এই তিনজন ক্রমে ক্রমে দিল্লীর সম্রাট্ হন। মোগল আধিপত্যের যে কিছু ছায়া মহম্মদ সাহে ছিল, তাহা এই তিন রাজত্বকালে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়; এবং দ্বিতীয় সাহ আলমের উত্তরাধিকারীরা কেবল নামে সম্রাট্ ছিলেন, বস্তুতঃ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী ছিলেন।

এই সকল রাজত্বকালে আহম্মদ আবদালি অন্যূন ছয়বার নাদির সাহের আক্রমণের ভীষণতা পুনরুদ্দীপিত করেন। তিনি আফগানজাতীয় আবদালি বা দুরানি কুলপতি ছিলেন; তিনি নাদিরের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন, এবং ১৭৪৭ সালে তাঁহার প্রভু হত হইলে তিনি কাণ্ডাহার রাজ্য সহ তদীয় সমুদয় অর্থ হস্তগত করেন। তিনি অবিলম্বে একদল প্রবল আফগান সেনা লইয়া দিল্লীর বিরুদ্ধে যাত্রা করেন; কিন্তু এই প্রথম আক্রমণে কুমার আহম্মদ (পরে সম্রাট্ আহম্মদ সাহ) এবং উজির কমরউদ্দিন ইহাদিগের কৌশল ও শৌর্য্যে তিনি সিরহিন্দের মহাযুদ্ধে বিমুখ হইতে বাধ্য হন। আফগানদিগের এই পরাজয় মোগল অস্ত্রের শেষ মহৎ কার্য্য,

এবং এতদ্দ্বারা মহম্মদ সাহের রাজত্বের শেষবৎসর কিয়ৎ পরিমাণে মহিমান্বিত হইয়াছিল। কিন্তু পঞ্চ বৎসর আবদালিপতি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং স্বনামধারী সম্রাট্ আহম্মদ সাহের নিকট হইতে পঞ্জাব হস্তগত করিলেন। এই সময় (১৭৪৮) হইতেই উহা দিল্লী সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। প্রাচীন নিজাম উলমুল্কের পৌত্র এবং সম্রাট্ দ্বিতীয় আলমগিরের উজির গাজিউদ্দিন নামক বিগ্রহপ্রিয় ব্যক্তি ১৭৫৭ সালে উক্ত প্রদেশ পুনর্গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন; ইহাই আহম্মদ সাহ আবদালির তৃতীয় আক্রমণের হেতু। তিনি দিল্লী লুণ্ঠন করিলেন, নজিব উদ্দৌলা নামক একজন রোহিলা আফগানকে উজিরীপদে নিযুক্ত করিলেন, এবং অনন্তর কাণ্ডাহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অল্পদিন পরেই মারহাট্টাদিগের সাহায্যে গাজিউদ্দিন নজিব উদ্দৌলাকে তাড়াইলেন; এবং মারহাট্টা রাঘব এক্ষণে পঞ্জাব আক্রমণ করিল। মারহাট্টাদিগের এই অনধিকার প্রবেশের ফল আহম্মদ সাহের চতুর্থ ও ভীষণতম ভারতবর্ষ আক্রমণ; আহম্মদ আবার দিল্লী অধিকার করিলেন, এবং পানিপথের সংগ্রামে জয়লাভদ্বারা মারহাট্টা প্রভাব প্রায় বিনষ্ট করিলেন। (এইটী পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ, এবং ১৭ অধ্যায়ের ৫ প্রকরণে মারহাট্টা পেশোয়াদিগের বিবরণে ইহার বর্ণনা আছে)।

§৬। দ্বিতীয় সাহ আলম, এবং তৈমুর বংশের শেষ।——যখন আফগান অধিপতি মারহাট্টাদিগকে পানিপথে পেষণ করিতেছিলেন, সাহ আলম বিহারে বৃথা ইংরেজদিগকে বাধা দিতেছিলেন [২১ অধ্যায় দেখ]। পরিশেষে তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী হইতে সম্মত হন, এবং কয়েকবৎসর শান্তভাবে এলাহাবাদে বাস করেন। পরে মারহাট্টাদিগের প্ররোচনায় তিনি দিল্লী হইতে আফগান নজিবউদ্দৌলার পুত্র ও উত্তরাধিকারী জবিতা খাঁকে তাড়াইবার নিমিত্ত, তাহাদিগের সহিত ১৭৭১ অব্দে মিলিত হন। তাহারা সিদ্ধমনোরথ হন; এবং এইসময় হইতে ব্রিটিশবিজয়কাল (১৮০৩) পর্য্যন্ত মারহাট্টারাই দিল্লীতে প্রভুত্ব করে। ১৭৮৮ অব্দে অল্পকালমাত্র আফগান বা মুসলমান দলে নগরী ও সম্রাট্শরীর পুনরায় হস্তগত করিতে পারিয়াছিল; এবং জবিতা খাঁর পুত্র এবং নজিবউদ্দৌলার পৌত্র আফগানদলপতি, গোলামকাদির নামক একজন দুর্বৃত্ত, এই সুযোগে সম্রাটের সাক্ষাতে তদীয় পুত্র ও পৌত্রদিগকে যন্ত্রণা দিয়া ছুরিকাদ্বারা নিরুপায় বৃদ্ধ সম্রাটের চক্ষুদ্বয় উপাড়িয়া ফেলে। মারহাট্টারা শীঘ্রই আসিয়া

নিরুপায় অন্ধ বৃদ্ধকে নৃশংস অত্যাচারীদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করে; কিন্তু তিনি অতি দীন ও উপেক্ষিত অবস্থায় ১৮০৩ অব্দ পর্য্যন্ত ছিলেন। উক্ত বৎসর দ্বিতীয় মারহাট্টা যুদ্ধকালে লর্ড লেকের অধীন ইংরেজেরা মারহাট্টাদিগের হস্ত হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করে। অনন্তর ইংরেজেরা তাঁহাকে বৃত্তি প্রদান করেন; এবং ভারতরাজদণ্ড ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের হস্তে যায়। গোলামকাদির স্বীয় কার্য্যের প্রতিফল পাইয়াছিলেন; কারণ মারহাট্টাধিপতি সিন্ধিয়ার হস্তে পতিত হইয়া, তিনি ভয়ঙ্কররূপে পীড়িত ও ছিন্নাঙ্গ হন, এবং অবশেষে যে বৃদ্ধ সম্রাটের প্রতি তিনি অতিশয় নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিলেন, তৎপদতলে স্থাপনার্থে তাঁহার মস্তক প্রেরিত হয়। সাহ আলমের যে পৌত্রসকলকে গোলামকাদির যন্ত্রণা দিয়াছিলেন, মহম্মদ বাহাদুর তন্মধ্যে একজন। এই বাহাদুর ১৮৫৭ অব্দে বিদ্রোহী সিপাহীদিগের সহিত মিলিত হয়, এবং দিল্লীর সেইস্থানে নিরীহ ইংরেজ বন্দীদিগের প্রতি তদ্রূপ অত্যাচার করিতে উত্তেজনা না করুক সম্মতি দিয়াছিল। সমুদ্রপারে দূরদেশে বন্দীভাবে প্রাণত্যাগ করিয়া সে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে।

ষোড়শ অধ্যায়।

শীবজী এবং মারহাট্টাদিগের অভ্যুত্থান।

§ ১—মহারাষ্ট্র ও মারহাট্টাগণ। § ২—শিবজীর উন্নতি। § ৩—আফজান খাঁর হত্যা। § ৪—ঔরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধ। § ৫—শিবজীর সৌভাগ্য। § ৬—তাঁহার মৃত্যু ও চরিত্র।

§ ১। মহারাষ্ট্র ও মারহাট্টাগণ।—— বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সমুদয় দক্ষিণভাগ বেরার, মধ্যভারতবর্ষ এজেন্সির অধীন মধ্যপ্রদেশের অধিকাংশ, এবং হায়দরাবাদের নিজামের রাজ্য এই সমস্ত পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রনামে অভিহিত মারহাট্টাদিগের দেশের অন্তর্গত ছিল। ইহা উত্তরে সাতপুর গিরিমালাদ্বারা এবং পশ্চিমে সমুদ্রদ্বারা সীমাবদ্ধ; এবং মধ্যপ্রদেশের নাগপুর অতিক্রম করিয়া ইহা পূর্ব্বাভিমুখে বিস্তৃত।

মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুরা প্রথমে বহুকাল মুসলমান আক্রমণকারীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু দিল্লীর পাঠান বংশের পতনের বহুকাল পূর্ব্বে তাহারা বিজিত

হয়; এবং আকবরের সময় হইতে ঔরঙ্গজেবের সময় পর্যান্ত, মারহাট্টা জাতির কিয়দংশ মোগল সম্রাটের, আর অবশিষ্টাংশ আহম্মদনগর ও বিজাপুরের মুসলমান রাজাদিগের, অধীন ছিল।

§ ২। শিবজীর উন্নতি। —— ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে শিবনারী দুর্গে মারহাট্টা আধিপত্য সংস্থাপক মহাত্মা শিবজী জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত বৎসর জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয় এবং সাহজাহান সিংহাসনে আরোহণ করেন। শিবজী ভোঁসলা নামক সম্ভ্রান্ত রাজপুত বংস সম্ভূত। তাঁহার পিতা সাহজী আদৌ মালিক অম্বরের অধীনে আহম্মদ নগরের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন, এবং পরে বিজাপুরাধিপতির সেনাদলে প্রবেশ করিয়া মহবৎ খাঁ ও সাহজাহানের সৈন্যগণের বিরুদ্ধে বিজাপুর রক্ষার্থে যুদ্ধ করেন।

সাহজী সম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্য উপাখ্যান আছে, তদ্দ্বারা তাৎকালিক মারহাট্টা জাতির উপধর্ম্ম সঙ্কুল চরিত্র প্রকাশ পায়। কথিত আছে যে কোন দেবী তৎসমক্ষে আবির্ভূতা হইয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছিলেন যে তদ্বংশীয় একজন রাজা হইয়া হিন্দু আচার ব্যবহার পুনরুদ্ধার করিবে, ব্রাহ্মণগণ ও গোদিগকে রক্ষা করিবে এবং সপ্তবিংশতি নৃপতি সমন্বিত রাজবংশের প্রথম ভূপাল হইবে।

মারহাট্টা দলপতির যাহা কিছু জানা আবশ্যক বোধ ছিল শিবজী শৈশবেই সে সকল শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কখন আপন নাম স্বাক্ষর করিতে পারিতেন না। তিনি উৎসাহশীল হিন্দুরূপে শিক্ষিত হন, এবং স্বদেশ প্রচলিত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা সমুদয় সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পরে ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে তিনি যে প্রকার শত্রুতাতিশয্য প্রদর্শন করেন মুসলমানদিগের প্রতি বিদ্বেষ তদ্বিষয়ে তাঁহাকে প্রস্তুত করে। প্রতীত হয় যে বাল্যকাল হইতেই তিনি তাঁহার উত্তরকালবর্ত্তী জীবনযাত্রা প্রণালী ধার্য্য করেন; এবং উনিশ বৎসর বয়সেই পুনা নগরীর উত্তর-পশ্চিমে দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত টর্ণিয়া নামক পার্ব্বত্য দুর্গ হস্তগত করেন। এই দুর্গের নিকটবর্ত্তী একটী ভগ্নালয়ে তিনি অনেক ধন প্রাপ্ত হন, এবং উহা রাজগড় নামক একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে ব্যয় করেন।

সত্বরই তাঁহার ক্ষমতা বৃদ্ধি হইল। তিনি কোণ্ডনি (সিংহ গড়,) সুপা, এবং পুরন্দর অধিকার করিলেন। এদিকে বিবিধ প্রকার কৌশল দ্বারা তিনি বিজাপুরের রাজপুরুষদিগকে প্রতারিত করিতে চেষ্টা করিলেন। উক্ত রাজপুরুষেরা

বোধ হয় ভাবিতেন যে মনে করিলেই তাঁহারা শিবজীর দর্প চূর্ণ করিতে পারিবেন। পরিশেষে যখন শিবজী প্রকাশ্যরূপে বল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তখন মহম্মদ আদিল সাহের সন্দেহ উদ্দীপিত হইল, তিনি সাহজীকে ডাকাইলেন, এবং প্রস্তর-নির্ম্মিত কারাগারে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া এই বলিয়া তাহাতে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র রাখিয়া দিলেন যে নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে শিবজী আত্মসমর্পণ না করিলে উহা বন্ধ করিয়া দিবেন। শিবজী সাহসপূর্ব্বক সাহজাহানকে পত্র লিখিলেন, এবং তাঁহার বর্ণন কৌশলগুণে সম্রাট্ সাহজীকে ক্ষমা করিয়া সরকারী চাকরী দিলেন, এবং শিবজীকে ৫০০০ অশ্বের অধিনায়ক করিলেন। সম্রাটের মধ্যবর্ত্তিতায় সাহজীর জীবন রক্ষিত হইল; কিন্তু তিনি চারিবৎসর বন্দী রহিলেন।

§ ৩। আফজল খাঁর হত্যা। —— ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের রাজপুরুষেরা শিবজীকে চূর্ণ করিবার চেষ্টা করেন। মারহাট্টা ইতিবৃত্তে বিখ্যাত বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা তিনি এই চেষ্টা বিফল করেন। তিনি প্রলোভন দিয়া আফজল খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন; এবং দেশাচারানুযায়ী আলিঙ্গন দিতে গিয়া "বাঘনখ" দ্বারা দুর্ভাগ্য শত্রুর উদরে আঘাত করেন। "বাঘনখ" ব্যাঘ্রনখাকৃতি বক্র ত্রিফল-বিশিষ্ট ইস্পাত নির্ম্মিত অস্ত্র। উহা শিবজী এই উদ্দেশ্য সাধনার্থেই লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন; এবং সত্বর বিছা অর্থাৎ বৃশ্চিকাকার ছুরিকাদ্বারা কার্য্য সমাধা করিলেন। সেনাপতির পতনে ভগ্নোৎসাহ বিজাপুর সৈন্যগণ বিনষ্ট বা বন্দী হইল। এই ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্যদ্বারা যে বিশেষ লাভ হইল তাহাতে শিবজীর অবস্থা অনেক ভাল হইল; এবং পরে তিনি অনেক যুদ্ধে জয়ী হইলেন।

§ ৪। ঔরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধ। —— ১৬৬২ অব্দে সায়েস্তা খাঁ দক্ষিণাপথের মোগল সুবাদার ছিলেন; এবং শিবজী, বিজাপুরের সহিত সন্ধি করিয়া, মোগলদিগকে আক্রমণ করিলেন, ও সুবাদারের বাসস্থল ঔরঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত দেশ লুণ্ঠন করিলেন। সায়েস্তা খাঁ দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং পুনায় যাইয়া শিবজী যে গৃহে প্রতি-পালিত হন সেই গৃহেই বাসা করিলেন। এই সময়ে শিবজী এমন একটী আশ্চর্য্য-কার্য্য করেন, যদ্দ্বারা তাঁহার নাম স্বদেশবাসীদিগের নিকটে যার পর নাই প্রসিদ্ধ হয়। কিয়ৎ সংখ্যক লোক লইয়া নিশাগমে তিনি অজ্ঞাতসারে নগর প্রবেশ করিয়া একটী বিবাহের দলে মিশেন; এবং উক্ত সুবিদিত গৃহের বহিঃপ্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া আচম্বিতে খাঁ সাহেবের শয্যাগারে উপস্থিত হন। মোগলবর দুইটী অঙ্গুলী

হারাইয়া পলায়ন করেন; এবং তাঁহার পুত্র ও অনুচরবর্গ নিহত হয়। শিবজী প্রস্থান করিয়া মশালের দিগ্‌দীপক আলোকে দ্বাদশ মাইল দূরবর্ত্তী সিংহগড় নামক পার্ব্বত্য দুর্গে আরোহণ করেন। এই দুঃসাহসিক কার্য্যদ্বারা আর কিছু না হউক, তাঁহার লোকজনের সাহস বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং তাহারা মোগলদিগকে অবজ্ঞা করিতে শিখিয়াছিলেন। ইহার পর স্মুরাট লুণ্ঠনই তাঁহার বড় কাজ; কেবল রক্ষকদিগের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ শৌর্য্যদ্বারা ইংরেজদিগের কুঠী রক্ষা পাইয়াছিল। ঔরঙ্গজেবের চক্ষে এটী বিশেষ অপরাধ, কারণ মক্কাযাত্রীরা স্মুরাট হইতে জাহাজে উঠিত, এবং তন্নিমিত্ত ঐ নগরকে বাবউলমক্কা অর্থাৎ মক্কা দ্বার বলিত। ১৬৬৪ অব্দে শিবজী রাজা উপাধি গ্রহণ করেন, এবং মুদ্রা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত তিনি ৮৫ খান জাহাজ সংগ্রহ করেন, এবং উপকূল বাহিয়া গিয়া বার্সিলোর ও তৎসমীপবর্ত্তী প্রদেশ লুণ্ঠন করেন। এমন কি, তিনি মক্কাযাত্রী-দিগের কয়েক খান জাহাজ আক্রমণ করেন, এবং এইরূপে মুসলমানধর্ম্মের চির রক্ষক ঔরঙ্গজেবের ক্রোধ দ্বিগুণ প্রদীপ্ত করেন।

শিবজীকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত সম্রাট্‌ এক্ষণে মির্জারাজা নামক সাহসী কর্ম্মচারীর অধীনে একটী পরাক্রান্ত সেনাদল পাঠাইলেন। শিবজী একে একে অনেক দুর্গ হারাইয়া পরিশেষে দুর্ভেদ্য পুরন্দর দুর্গে বদ্ধ রহিলেন, এবং সম্রাটের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। পুরন্দরের সন্ধি দ্বারা ১২টী দুর্গ জায়গির স্বরূপ রাখিয়া তিনি কুড়িটী দুর্গ পরিত্যাগ করিলেন। কথা হইল যে তাঁহার পুত্র শম্ভুজী মোগল সৈন্য মধ্যে ৫,০০০ অশ্বারোহীর অধিনায়ক হইবেন; এবং তিনিও চৌথ (এক চতুর্থাংশ) ও সিরদেশমুখী (একদশমাংশ) নামে বিজাপুরের কয়েকটী প্রদেশের রাজস্বের নির্দ্দিষ্ট অংশ পাইবেন। সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসীদিগের নিকটে বলপূর্ব্বক কর গ্রহণ করিতে ও লুণ্ঠন করিতে উত্তরকালে মারহাট্টারা যে অনির্দ্দিষ্ট দাওয়া করিত, ইহাই তাহার মূল। শিবজী এক্ষণে সম্রাট্‌ সেনার সহিত মিলিত হইলেন, এবং বিজাপুর আক্রমণে এমন খ্যাতিলাভ করিলেন যে সম্রাট্‌ তাঁহাকে প্রশংসাসূচক পত্র লিখিলেন ও দিল্লীতে আহ্বান করিলেন। তদনুসারে ১৬৬৬ সালের মার্চমাসে শিবজী পুত্র-সহ রাজসভাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঔরঙ্গজেব গর্ব্ব সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন; এবং শিবজী আপনাকে অপমানিত ও বাস্তবিক বন্দী দেখিয়া শম্ভুজীকে

সঙ্গে করিয়া পলাইবার বন্দোবস্ত করিলেন, এবং ডিসেম্বরমাসে রায়গড় পৌঁছিলেন। এইরূপে সম্রাট্ মুর্খতা পুর্ব্বক একজন শত্রুকে দৃঢ় মিত্র ও সামন্তে পরিণত করিবার সুযোগ হারাইলেন। শিবজী এক্ষণে কিছুকাল প্রকাশ্যরূপে পুরাতন দর্পভাব পুনরবলম্বন করিলেন; কিন্তু শীঘ্রই যশোবন্তরায়ের মধ্যবর্ত্তিতায় ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতে অতিশয় অনুকূল সন্ধির প্রস্তাব পাইলেন, এবং বস্তুতঃ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন রহিলেন, কিন্তু নিঃসন্দেহ সুযোগ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে চূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যেই এপ্রকার করা হইয়াছিল।

§ ৫। শিবজীর সৌভাগ্য। —— ১৬৭৪ অব্দে রায়গড়ে শিবজী যথাবিধি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তৎকালে তিনি সোণার সহিত তৌল হন; এবং ব্রাহ্মণদিগকে তুলার ১৬০০০ স্বর্ণ মুদ্রা (Pagoda) প্রদান করেন। সেই সময় হইতে তিনি শব্দাড়ম্বরবিশিষ্ট উপাধি গ্রহণ করেন, এবং সকল কার্য্যে রাজাধিক মর্য্যাদা রক্ষা করেন।

তাঁহার রাজ্য এক্ষণে বিস্তীর্ণ ও পরাক্রান্ত হইয়াছিল; এবং সর্ব্বদা মারহাট্টা-দিগের যেরূপ অসামান্য লুণ্ঠন শক্তি ছিল, তাহাতে তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যশালী রাজা করিয়াছিল। ১৬৭৬ অব্দে কর্ণাট আক্রমণ করিয়া বিশেষরূপ জয়লাভদ্বারা তিনি তাঁহার প্রভাব ও সাম্রাজ্য আরও বিস্তীর্ণ করেন। তৎপুত্র শম্ভুজীর কুব্যবহার নিবন্ধন তিনি শেষকালে দুঃখ পান। শম্ভুজী উগ্রস্বভাব ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ যুবক ছিলেন; এবং বাস্তবিক একদা অত্যাচার নিবন্ধন পিতার নিকটে শাস্তি পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া মোগল সেনাপতির শিবিরে চলিয়া যান।

§ ৬। তাঁহার মৃত্যু ও চরিত্র। —— জানুস্ফীতি জনিত জ্বরে ১৬৮০ সালের ৫ই আপ্রিল তারিখে রায়গড়ে শিবজীর মৃত্যু হয়। তিনি সাহসী সৈনিক, কৌশলী সেনাপতি, ও দক্ষ রাজনীতিবেত্তা ছিলেন। যদিও তাঁহার লুণ্ঠন-প্রধান যুদ্ধের অনিবার্য্য ফল স্বরূপ ভয়ঙ্কর কষ্টোৎপত্তি হইত; যতদূর সম্ভব তিনি নিয়ত কষ্ট নিবারণ জন্য যত্ন করিতেন। উদ্দেশ্য সাধনার্থে তিনি কখন কখন অতিশয় নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন,—যথা আফজল খাঁর হত্যাব্যাপার। কিন্তু তিনি বিনা প্রয়োজনে নিষ্ঠুর হইতেন না; এবং সম্ভবতঃ পাপজনিত আত্মগ্লানিই তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ক উৎসাহের কারণ। ঐ উৎসাহের

ভান তিনি সর্ব্বদাই করিতেন, এবং উহা বার্দ্ধক্যে উপধর্ম্ম ও কঠিন ব্রতে পরিণত হইয়াছিল। এই ধর্ম্ম বিষয়ক উৎসাহ বাস্তব বা কৃত্রিম হউক, উহাতে মারহাট্টা-দিগের মধ্যে প্রবল জাতীয় উৎসাহ উদ্দীপিত করিয়াছিল এবং দিল্লীর যে সকল হিন্দু প্রজা মুসলমান প্রভুদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, এই হেতু তাহারা মারহাট্টাদিগের পক্ষ হইয়াছিল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মারহাট্টা আধিপত্যের উন্নতি ও অবনতি।

§ ১—বালাজী বিশ্বনাথ, প্রথম পেশোয়া। § ২—বাজিরাও, দ্বিতীয় পেশোয়া। § ৩—মারহাট্টা বলসংহতি। § ৪—বালাজী বাজিরাও, তৃতীয় পেশোয়া। § ৫—পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ। § ৬—মধুরাও, চতুর্থ পেশোয়া। § ৭।—নারায়ণ রাও, পঞ্চম পেশোয়া। § ৮—মধুরাও নারায়ণ, ষষ্ঠ পেশোয়া, এবং প্রথম মারহাট্টা যুদ্ধ। § ৯—কুরদলার যুদ্ধ। § ১০—দ্বিতীয় বাজিরাও, শেষ পেশোয়া; এবং দ্বিতীয় মারহাট্টা যুদ্ধ। § ১১—তৃতীয় মারহাট্টা যুদ্ধ। § ১২—মারহাট্টা আধিপত্য পতনের কারণ।

§ ১। বালাজী বিশ্বনাথ, প্রথম পেশোয়া।——শিবজীর পুত্র শম্ভুজীর অল্পস্থায়ী রাজত্বকাল পর্ত্তুগিজ [১৮ অধ্যায় দেখ] ও মোগলদিগের সহিত যুদ্ধেই অতিবাহিত হয়; এবং পরিশেষে তিনি ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বন্দীকৃত ও নিষ্ঠুররূপে নিহত হন। শিবজীর পৌত্র, একটী ছয় বৎসরের বালক, তৎকালেই ধৃত হন, এবং কয়েক বৎসর বন্দীভাবে মোগলদিগের নিকটে ছিলেন। তিনি ঔরঙ্গজেব প্রদত্ত সাহু (চৌর) নামেই সাধারণতঃ পরিজ্ঞাত, এবং মোগলসভায় তাঁহার শিক্ষা প্রাপ্তির ফল এই হইয়াছিল যে তিনি অলস ও বিলাসপ্রিয় হইয়াছিলেন। পরিণামে যখন ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে তিনি মুক্ত হইলেন, তিনি আপনাকে মোগল সাম্রাজ্যের সামন্ত স্বীকার করিলেন, এবং মারহাট্টা রাজ্যের সমস্ত শাসন ভার তদীয় মন্ত্রী বালাজী বিশ্বনাথের হস্তে রাখিলেন।

বালাজী বিশ্বনাথ একজন ধীমান্ ও দক্ষ ব্রাহ্মণ; প্রায় ১৭১২ খৃষ্টাব্দে তিনি

সাহুর চাকরীতে গৃহীত হন, এবং পেশোয়া বা মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার দক্ষতায় এই পদ রাজপদ অপেক্ষাও মহত্তর হইল, এবং উহা তাঁহার বংশে পুরুষানুক্রমী হইল।

১৭১৮ অব্দে নিজাম উলমুলুক ও সৈয়দদিগের মধ্যে যে বিবাদ বাধিয়া সাহ-পুরের যুদ্ধের শেষ হয়, তাহাতে পেশোয়া দিল্লীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হন। তিনি সৈয়দ হোসেনের সাহায্যার্থে দিল্লীতে সৈন্য পাঠান, এবং ১৭২০ অব্দে তাঁহার নিকট হইতে সন্ধিপত্র প্রাপ্ত হন; তদ্দ্বারা মারহাট্টারা দক্ষিণাপথের রাজস্বের চৌথ বা এক-চতুর্থাংশ, সিরদেশমুখী [১৬ অধ্যায় ৪ প্রঃ দেখ], এবং পুনা ও সিতারার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের স্বরজি অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রভুতা লাভ করেন।

§ ২। বাজিরাও, দ্বিতীয় পেশোয়া।——এই সন্ধির অল্পদিন পরেই বালাজীর মৃত্যু হইল, এবং তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র বাজিরাও তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। বাজিরাও পেশোয়াদিগের মধ্যে মহত্তম ও দক্ষতম। ১৭৩৬ অব্দের পূর্ব্বে তিনি মোগলদিগের নিকট হইতে সমুদয় মালব এবং নর্ম্মদা ও চম্বলের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ জয় করিয়া লন; এবং উক্ত বৎসর দক্ষিণাপথ হইতে সম্রাটের সাহায্যার্থে সমাগত নিজামউলমুলুককে একটী সন্ধিপত্র সাক্ষর করিতে বাধ্য করেন, যদ্দ্বারা এই সকল প্রদেশ তাঁহাকে প্রদত্ত হয় এবং যুদ্ধ ব্যয়ের ক্ষতিপূরণস্বরূপ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা অঙ্গীকৃত হয়।

পশ্চিমোপকূলের পর্ত্তুগিজ কুটী সকলের বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধেও বাজিরাও বিশেষ জয়লাভ করেন; এবং ১৭৩৯ সালের মে মাসে মারহাট্টা সৈন্যগণ আক্রমণ করিয়া পর্ত্তুগিজদিগের নিকট হইতে বেসিন হস্তগত করেন। পেশোয়া ইহার পরে সমুদয় দক্ষিণাপথ বিজয়ের অভিলাষী হইয়া নিজামের রাজ্য আক্রমণ করেন; কিন্তু অল্পদিন পরেই তিনি সন্ধি করিতে বাধ্য হন, এবং ১৭৪০ অব্দে প্রাণ ত্যাগ করেন।

§ ৩। মারহাট্টা বলসংহতি।—— তৃতীয় পেশোয়ার সময়কে মারহাট্টা সৌভাগ্য ও ক্ষমতার সর্ব্বপ্রধান সময় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে; কিন্তু যে অনৈক্য দ্বারা মারহাট্টা বলসংহতি পরিণামে বিনষ্ট হইবে, তাহার লক্ষণ সকল ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছিল। কারণ সকলে কি শিবজীর বংশ (আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে বহুকাল হইতে তাহাদিগের প্রকৃত ক্ষমতা ছিল না), কি পেশোয়ার বংশ সম্পূর্ণরূপে

কাহার অধীন ছিল না। মারহাট্টা ক্ষমতা এই সময়ে একদল স্বাধীন রাজাদিগের হস্তে ছিল, এবং পেশোয়া স্বীয় আদেশ মান্য করাইতে সক্ষম হইলেই ইহারা তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইত। এই রাজাদিগের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্ব প্রধান, এস্থলে তাঁহাদিগের একটী তালিকা দেওয়া গেল :

(১) ও (২) সাহু, মারহাট্টাদিগের রাজারূপে শিবজীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী, সিতারায় রাজত্ব করিতেছিলেন; এবং শাম্বজী, শিবজীবংশীর আর একজন, সাহুর বিরুদ্ধে কোলাপুরে রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই দুই রাজার ক্ষমতা কখনও অধিক হয় নাই।

(৩) সিন্ধিয়া, মালবের উত্তরপূর্ব্বাংশে ইনি রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। এই অধিপের বংশধরেরাই সাধারণতঃ মারহাট্টাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই সিন্ধিয়া নাম ধারণ করিয়াছেন; এবং যদিও যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে সে সময়ে ও কিয়ৎকাল পর পর্য্যন্তও তাঁহারা বারম্বার ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তথাপি বর্ত্তমান কালে গোয়ালিয়রের মহারাজা সিন্ধিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একজন প্রধান প্রভুভক্ত সামন্ত হইয়াছেন। [সামন্ত শব্দের অর্থ, ১ অধ্যায় দেখ]।

(৪) মলহার রাও হোলকার, ইনি মালবের অন্তঃপাতী ইন্দোরের রাজা হইয়াছিলেন। এই অধিপের উত্তরাধিকারীগণ নিয়ত হোলকার নাম ধারণ করিয়াছেন, এবং অনেক বার মারহাট্টাদিগের নেতৃত্ব সম্বন্ধে সিন্ধিয়া বংশের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছেন।

(৫) রঘুজী ভোঁসলা বেরারের রাজা ছিলেন। কটক ও প্রায় সমুদয় উড়িষ্যা বাঙ্গালার নবাবের নিকট হইতে জয় করিয়া লইয়া, ভোঁসলাবংশ পরে তাঁহাদিগের ক্ষমতা বঙ্গসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করে। এই পূর্ব্ব প্রদেশগুলি দ্বিতীয় মারহাট্টা যুদ্ধে ১৮০৩ অব্দে ইংরেজেরা তাহাদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করেন; এবং পরিণামে বেরারের শেষ রাজার রাজ্য লর্ড ড্যালহৌসী ১৮৫৩ সালে ব্রিটিস-রাজ্যভুক্ত করেন।

(৬) দামজী গুইকুয়ার গুজরাটের অন্তঃপাতী বরদার রাজা ছিলেন; তাঁহার বংশধরেরা নিয়ত গুইকুয়ার নাম ধারণ করিয়াছেন, এবং তাঁহারা অদ্যাপি ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সামন্তরূপে গুজরাটে রাজত্ব করিতেছেন।

বলা বাহুল্য যে এসমুদয় ব্যতিরিক্ত পেশোয়া ছিলেন ; এই সময় হইতে তাঁহার রাজপাট পুনায় ছিল, এবং তিনি সমুদয় বলসংহতির মস্তক রূপে পরিগণিত হইতেন।

৪। বালাজী বাজিরাও, তৃতীয় পেশোয়া। —— বাজিরাওর জ্যেষ্ঠপুত্র বালাজী বাজিরাও তৃতীয় পেশোয়া হইলেন। কনিষ্ঠের নাম রাঘব। বালাজী বাজিরাও ১৭৪০ হইতে ১৭৬১ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন ; এ সময়ে অনেক প্রধান ঘটনা ঘটে, তন্মধ্যে আমরা কেবল প্রধানতম তিনটীর উল্লেখ করিব। সে তিনটী এই হায়দরাবাদের নিজামের অধীন মোগলদিগের সহিত দুইটী মহাযুদ্ধ ; এবং আফগানজাতীয় আক্রমণকারী আহম্মদসাহ আবদালির সহিত অশুভপ্রদ যুদ্ধ [১৫ অধ্যায় ৫ প্রঃ দেখ]।

হায়দরাবাদের নিজাম সালাবতজঙ্গের সহিত প্রথম যুদ্ধ ১৭৫১-৫২ অব্দে হয়। প্রসিদ্ধ বুসির অধীনস্থ সালাবতের ফরাসী মিত্রবর্গদ্বারা পেশোয়া রাজপুরে পরাস্ত হন [১৯ অধ্যায় ২ দেখ]। কিন্তু বৎসর শেষ হইবার পরেই তিনি নিজামের নিকট হইতে তৎপ্রদত্ত অনেক প্রদেশ পাইলেন।

দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৭৬০ সালে ঘটে। পেশোয়া আহম্মদ নগর অধিকার করিয়াছিলেন ; তন্নিমিত্তে নিজাম সালাবত জঙ্গ তদ্বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। ফল উদ্গিরের মহাযুদ্ধে পেশোয়ার সম্পূর্ণ জয়লাভ ; এবং নিজাম মারহাট্টাদিগকে তাঁহার রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশ প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন।

আহম্মদ সাহ আবদালির সহিত যুদ্ধ পরবর্ত্তী প্রকরণে বর্ণিত হইবে।

§ ৫। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ। —— ১৭৫৮ অব্দে পেশোয়ার ভ্রাতা রাঘব নির্ব্বুদ্ধিতাপূর্ব্বক পঞ্জাব আক্রমণ করেন। আফগান অধিপতি আহম্মদ সাহ আবদালি মোগল সম্রাটের নিকট হইতে যে সকল প্রদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, পঞ্জাব তদন্তর্গত ছিল। নজিবউদ্দৌলা নামক একজন রোহিলাপতিকে আহম্মদ সাহ আবদালি দিল্লীতে রাখিয়া গিয়াছিলেন। সে ও অযোধ্যার মুসলমান নবাব এক্ষণে মারহাট্টাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল ; এবং অবিলম্বে আবদালি স্বয়ং তাঁহার ভীষণতম ভারতআক্রমণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। পেশোয়া নিজামকে জয় করিতে নিযুক্ত ছিলেন (পূর্ব্ব প্রকরণ দেখ) ; এজন্য আফগানদিগকে বাধা দিতে প্রথমে হোলকার ও সিন্ধিয়া যান। তাঁহাদিগের সৈন্যগণ দুইবার সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়।

পরিশেষে পেশোয়ার পুত্র বিশ্বাস রাও এবং পেশোয়ার ভ্রাতা শিবদাস রাও ভাও (সাধারণতঃ ভাও বলিয়া অভিহিত) এবং মারহাট্টাদিগের একজন প্রধান সেনাপতি মারহাট্টাদিগের বিগত কীর্ত্তি পুনরুদ্ধার করিতে এবং আফগানদিগকে আটক পার করিয়া তাড়াইয়া দিতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। উদ্গিরের জয়লাভ তাঁহাদিগকে অতিশয় গর্ব্বিত করিয়াছিল। মারহাট্টারা প্রাচীন রীতির বিরুদ্ধে, মহাআড়ম্বর সহকারে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল, ইহা একটী অবনতির লক্ষণ। সমুদয় মারহাট্টা পতিরা তাহাদিগের সহিত মিলিত হইতে আদিষ্ট হন। সমবেত মারহাট্টা সৈন্যের মোট সংখ্যা এই ৫৫,০০০ অশ্ব, ১৫,০০০ পদাতিক, এবং ২০০,০০০ পিণ্ডারী ও অনুচর-বর্গ। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগের ২০০ কামান ছিল। মুসলমানদিগের ৪৬,০০০ অশ্ব, ৩৮,০০০ পদাতিক, এবং ৭০টী কামান ছিল। ১৭৬০ সালের ২৮সে অক্টোবর হইতে ১৭৬১ সালের ৬ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ক্রমাগত ক্ষুদ্র যুদ্ধ চলিতে ছিল; কিন্তু আবদালি অবিচলিতভাবে সম্মুখ সংগ্রামে পরাঙ্মুখ ছিলেন। অদূরদর্শী মারহাট্টাদিগের খাদ্য বা অর্থ ছিল না, এবং বস্তুতঃ তাহারা দৃঢ়রূপে অবরুদ্ধ হইয়াছিল।

অযোধ্যার সুজাউদ্দৌলা আক্রমণকারী ও মারহাট্টাদিগের মধ্যে মিটমাট করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু আহম্মদ সাহ আপনার বল ও শত্রুদিগের ক্লিষ্টাবস্থা জানিতেন, এবং সন্ধি করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। পরিশেষে ১৭৬১ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে, শিবদাস রাও সুজাউদ্দৌলাকে এই মর্ম্মের এক পত্র লিখিলেন, "পাত্র এক্ষণে পরিপূর্ণ, আর এক বিন্দুও ধরে না;" এবং সমুদয় মারহাট্টা সৈন্য, জিতিতে কিংবা মরিতে প্রস্তুত হইয়া, আফগান শিবির আক্রমণ করিতে বহির্গত হইল। সূর্য্যোদয় হইতে ২টা বেলা পর্য্যন্ত "হর, হর মহাদেব" ও "দিন, দিন," প্রতিদ্বন্দ্বী ধ্বনি উঠিতে লাগিল। আফগানদিগের শারীরিক বল অধিকতর ছিল; এবং এই ভীষণ যুদ্ধে তাহাদিগের সহিষ্ণুতা শক্তি পরিশেষে মারহাট্টাদিগের ভয়ঙ্কর উৎসাহের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিল। দুইটার সময় বিশ্বাস রাও নিহত হইলেন। নৈরাশে শিবদাস রাও হস্তী হইতে নামিলেন, অশ্বে চড়িলেন, এবং তুমুল যুদ্ধ স্থানে প্রবেশ করিলেন। আর তাঁহাকে দেখা গেল না। হোলকার প্রথমেই যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন। এজন্য তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাও আরোপিত হইয়া থাকে। যুদ্ধে কত সহস্র লোক প্রাণ হারাইল, এবং অবশিষ্টাংশ পরিবেষ্টিত, বন্দীকৃত ও পরদিন প্রাতে নিষ্ঠুরতা সহকারে নিহত হইল।

এই মারাত্মক যুদ্ধের সংবাদ পাইবার অল্পকাল পরেই পেশোয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। এতদ্দ্বারা মারহাট্টাদিগের ভারতবর্ষে আধিপত্য করিবার আশা একেবারে বিনষ্ট না হউক, অনেক পরিমাণে হ্রস্ব হয়।

§ ৬। মধুরাও, চতুর্থ পেশোয়া।—— পেশোয়াদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী মধুরাও ১৭ বৎসর বয়সে তৎপিতা বালাজী বাজি রাওর উত্তরাধিকারী হইলেন। তৎপিতৃব্য উচ্চাভিলাসী ও ষড়যন্ত্রপ্রিয় রাঘব তাঁহার অভিভাবক ছিলেন; এবং রাম শাস্ত্রী নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তাঁহার শিক্ষক ও গুরু ছিলেন। এই ব্রাহ্মণ গভীর বিদ্যাবিশিষ্ট এবং সততা ও বিজ্ঞতার আদর্শ স্বরূপ ছিলেন; যত উচ্চ পদের লোক হউক না কেন, অন্যায়কারীদিগকে তিনি ভৎর্সনা করিতেন, এবং নিতান্ত স্বেচ্ছাচারীরাও তাঁহাকে ভয় করিত; অসামান্য শ্রমশীলতা, উৎসাহ ও দয়া জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন, এবং অদ্যাপি মারহাট্টারা শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া থাকে। হায়দরাবাদের নিজাম, বেরারের রাজা, এবং নবোদিত মহীসুরের সুলতান হায়দর আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁহার রাজত্বকালের অধিকাংশ অতিবাহিত হয় [২০ অধ্যায় ৪ প্রঃ দেখ]; এইসকল যুদ্ধে তিনি সাধারণতঃ বিজয়ী হইয়াছিলেন।

ইন্দোর বা হোলকার শাখার মারহাট্টাদিগের রাণী অহল্যা উৎকৃষ্টা ও ধর্ম্মশীলা শাসনকর্ত্রীর সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল। বৃদ্ধ মলহার রাও হোলকার বেয়াল্লিশ বৎসর মারহাট্টাদিগের মধ্যে একজন প্রধান সাহসী ও দুর্দমতেজা বীরপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া, ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে মানব লীলা সম্বরণ করেন; এবং তাঁহার পুত্র তৎপূর্ব্বে লোকান্তরিত ও তৎপৌত্র অল্পদিন পরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়ায়, বিধবা পুত্রবধূ মহারাণীরূপে সিংহাসনাধিরোহণ করেন ও তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (১৭৯৫) রাজ্যশাসন করেন। ভূমণ্ডলবাসিনী মহিলাকুল মধ্যে তিনি একজন অতিশয় অসামান্যা নারী ছিলেন। তিনি পেশোয়ার সম্মতিক্রমে তুকাজী হোলকার নামক একজন অভিজ্ঞ সৈনিককে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। তুকাজীর সহিত পূর্ব্ব রাজবংশের কোন সম্বন্ধ ছিলনা। তিনি সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার একজন বংশধর অদ্যাপি ইন্দোর শাসন করিতেছেন। তুকাজী সর্ব্বদা অহল্যা বাইর প্রতি পুত্রোচিত ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। অহল্যাই রাজত্ব করিতেন, তুকা সেনাপতি মাত্র ছিলেন। অহল্যা অসামান্য পরিমাণে ধর্ম্মশীলা, দয়াশীলা ও শ্রমশীলা ছিলেন, এবং

ইন্দোরকে একটী গঁওগ্রাম হইতে সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত করেন। তিনি সুশিক্ষিতা ও আশ্চর্য্যরূপ তীক্ষ্ণধীসম্পন্না ছিলেন। বিশবৎসর বয়সে তিনি বিধবা হন, এবং অল্পদিন পরে তাঁহার পুত্র উন্মাদাবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার সমস্ত জীবনে এই সকলের ফল লক্ষিত হইত। এক বিষয়ে তিনি ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ মহারাণী এলিজাবেথ অপেক্ষাও অনেক উচ্চতর ছিলেন; তিনি চাটুতায় বিমুগ্ধ হইতেন না। যত দিন জীবিতা ছিলেন, তিনি শুদ্ধাচারিণী শাসন কর্ত্রীদলের আদর্শ স্বরূপ ছিলেন; এবং অবতীর্ণা দেবী বলিয়া এক্ষণেও মালবের লোকে তাঁহার পূজা করিয়া থাকে।

§৭। নারায়ণ রাও, পঞ্চম পেশোয়া।——১৭৭২ খৃষ্টাব্দে অল্পবয়সে মধু রাওর মৃত্যু হয়, এবং তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা নারায়ণ রাও সিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু এই দুর্ভাগ্য যুবক কয়েক জন চক্রান্তকারীর হস্তে নিহত হন। ইহারা পেশোয়ার পিতৃব্য ও অভিভাবক রাঘবের পাপিষ্ঠা স্ত্রী আনন্দ বাই কর্তৃক এই পাপকার্য্য সাধনার্থে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। এদিকে মারহাট্টারা পুনর্ব্বার আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়া দিল্লী অধিকার করিয়াছিল, এবং সম্রাট্ দ্বিতীয় সাহ আলমকে সম্পূর্ণরূপে করতলস্থ করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ নানা ফর্ণাবিস নামক সুচতুর রাজনীতিবেত্তা এই সময়ে পেশোয়ার সভার একজন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

নারায়ণ রাওর হত্যার পরে রাঘব আপনাকে ষষ্ঠ পেশোয়া বলিয়া প্রকাশ করিলেন; কিন্তু তদ্বিরুদ্ধে নানা ফর্ণাবিস্ ও অন্যান্য প্রধান মারহাট্টা নেতৃবর্গের চক্রান্ত এবং নারায়ণ রাওর একটী পুত্রসন্তানের জন্ম, এই দুই কারণে তাঁহার আশা ভঙ্গ হইল (১৭৭৪)।

§৮। মধু রাও নারায়ণ, ষষ্ঠ পেশোয়া; এবং প্রথম মারহাট্টা যুদ্ধ।—— নারায়ণ রাওর মৃত্যুর পরে তৎপুত্র মধুরাও নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু রাঘব তাঁহাকে কৃত্রিম বলিয়া প্রকাশ করে, এবং ইংরাজদিগকে পেশোয়াপদে স্বীয় দাওয়ার আনুকূল্য করিতে বলে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট, তৎকালে হেষ্টিংসের কর্তৃত্বাধীনে ছিল [২২ অধ্যায় দেখ], তিনি প্রথমে রাঘবকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন; কিন্তু তৎশত্রু নানা ফর্ণাবিস ফরাসীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছে দেখিয়া পরিশেষে সম্মত হইলেন, এবং অনন্তর যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল তাহাকে প্রথম মারহাট্টা যুদ্ধ বলে। অতি অশুভ সময়েই ইংরেজেরা এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেন; কারণ তাহারা

অবিলম্বে নিজাম, মহীসুরাধিপতি হায়দর আলি, সিন্ধিয়া ও অন্যান্য মারহাট্টাদিগের কর্তৃক আক্রান্ত হন।

এই যুদ্ধের প্রধান ঘটনাগুলি নিম্নে লিখিত হইল :—

(১) প্রসিদ্ধ কর্ণেল গডার্ডের যাত্রা। তিনি অল্পসংখ্যক ইংরেজ সৈন্য লইয়া কলিকাতা হইতে ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া সুরাটে উপস্থিত হন (১৭৭৯); অনন্তর সিন্ধিয়া ও হোলকারের সমবেত সেনাদল তাড়াইয়া দেন, এবং পরে আক্রমণ করিয়া বেসিন নগর হস্তগত করেন।

(২) বরগাঁর অপমান সূচক সন্ধি; এতদ্দ্বারা বোম্বাইর একটী ক্ষুদ্র সেনাদল পরিবেষ্টনকারী মারহাট্টা সৈন্যের হস্ত হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হয় (১৭৭৯)।

সালবাইর সন্ধিদ্বারা প্রথম মারহাট্টা যুদ্ধ শেষ হয়; ইহার প্রধান প্রধান নিয়মগুলি এই, ফরাসী ও পর্ত্তুগিজ ব্যতীত অন্যান্য ইউরোপীয়েরা মারহাট্টা রাজ্য হইতে বর্জ্জিত হইবেন, এবং হায়দর আলি ইংরাজদিগের নিকট হইতে যে ভূভাগ জয় করিয়া লইয়াছিলেন তাহা ফিরিয়া দিতে তাঁহাকে বাধ্য করিতে হইবে; আর ইংরেজেরা এই নিয়মে শিশু মধু নারায়ণকে পেশোয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন, যে মারহাট্টারা রাঘবকে বৃত্তি দিবেন এবং তাঁহাকে যথা ইচ্ছা বাস করিতে দিবেন (১৭৮২)।

§ ৯। কুরদলার যুদ্ধ।—মধুরাও নারায়ণের দীর্ঘ অপ্রাপ্ত ব্যবহার কালের প্রধান ঘটনাগুলি মহাদাজী সিন্ধিয়ার অতিশয় ক্ষমতা বৃদ্ধির সহিত সংযুক্ত। দিল্লীতে তাঁহার প্রভুত্ব ছিল, এবং ক্রমশঃ তিনি মারহাট্টা রাজাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও সর্ব্বতোভাবে পেশোয়া হইতে স্বতন্ত্র হন। ১৭৯৪ সালে তাঁহার মৃত্যুর পরে পেশোয়ার মন্ত্রী নানা ফর্ণাবিস মারহাট্টাদিগের মধ্যে প্রধান শাসনকর্ত্তা হন; এবং তিনি সত্বর হায়দরাবাদের নিজামের সহিত বিবাদারম্ভ করেন, কারণ উঙ্কিারের যুদ্ধের পরে যে কর ধার্য্য হয় নিজাম তাহা নিয়মিতরূপে প্রদান করেন নাই।

১৭৯৪ অব্দের ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধারম্ভ হইল। পেশোয়ার পতাকাধীনে, শেষবার সমুদয় প্রধান মারহাট্টাভূপাল বর্গ একত্রিত হইল।

কুরদলা নামক স্থানে ১৭৯৫ অব্দের মার্চ মাসে মারহাট্টারা জয়লাভ করেন; এটী মারহাট্টাদিগের সাহস অপেক্ষা মোগলদিগের ভয়ের ফল। কিন্তু নিজামআলী সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। মাসির উলমুলুক নামক যে একজন মন্ত্রী মারহাট্টাদিগের

দাওয়ার বিরোধী হইয়া তাহাদিগের বিরাগভাজন হইয়াছিল, সে শত্রুহস্তে সমর্পিত হইল। তরুণ বয়স্ক পেষোয়াকে দুঃখিত লক্ষিত হইল; এবং নানা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিলেন, "যখন ঈদৃশ অনায়াস লব্ধ জয়ে আমাদিগের সৈন্যগণ এত গর্ব্ব করিতে পারে এবং ইহাতে মোগলেরা এরূপ নির্লজ্জভাবে বশীভূত হইতে পারে, উভয় পক্ষের অবনতি দেখিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি।" তরুণ বয়স্ক পেশোয়ার বয়স্ এসময়ে একুশ বৎসর মাত্র।

এই শুভ যুদ্ধের অল্পকাল পরেই তিনি ক্রোধবশতঃ আত্মহত্যা করেন (১৭৯৫), কারণ রাঘবের পুত্র বাজি রাওর সহিত তাঁহার অত্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল ও তাহার সহিত দেখা করিতে তিনি অনুমতি পান নাই।

§ ১০। দ্বিতীয় বাজি রাও, শেষ পেশোয়া, এবং দ্বিতীয় মারহাট্টা যুদ্ধ।—অনেক ষড়যন্ত্রের পরে বাজি রাও পেশোয়া হইলেন। সেই বৎসরই তকাজী হোলকারের [৬ § দেখ] পুত্র যশোবন্ত রাও হোলকার ইন্দোরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, এবং দৌলত রাও সিন্ধিয়া ও পেশোয়ার সহিত অনেক যুদ্ধের পর অবশেষে পেশোয়ার উপর এরূপ কঠিন চাপ দিল যে তিনি সাহায্য জন্য ইংরেজ দিগের নিকটে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। ১৮০২ সালে বাজি রাও বেসিনের প্রসিদ্ধ সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন। ইহাই দ্বিতীয় মারহাট্টা যুদ্ধের সূচনা, এবং এতদ্দ্বারা তিনি অঙ্গীকার করিলেন, (১) তাঁহার রাজ্য রক্ষার্থে তিনি একদল ইংরেজসেনা গ্রহণ করিবেন, এবং তাহাদিগের ভরণপোষণ জন্য বার্ষিক ছাব্বিশলক্ষ টাকা দিবেন; (২) তাঁহার রাজ্য মধ্যে ইংরেজদিগের শত্রুজাতীয় কোন ইউরোপীয়কে গ্রহণ করিবেন না; (৩) সুরাটের বিষয়ে তাঁহার সমুদয় দাওয়া পরিত্যাগ করিবেন, এবং নিজাম ও গুইকুবারের সহিত তদীয় বিবাদ সম্বন্ধে ইংরাজদিগকে মধ্যবর্ত্তী রাখিবেন; (৪) ইংলণ্ডের বিশ্বস্ত মিত্র থাকিবেন। ইংরেজেরা রাজ্যসহ তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে স্বীকার করিলেন।

দ্বিতীয় মারহাট্টা যুদ্ধারম্ভ সময়ে মহাত্মা লর্ড ওএলেস্‌লি ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনেরেল ছিলেন; এবং তাঁহার অধীনে দুইজন বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন,—তাঁহার ভ্রাতা সেনানী ওএলেস্‌লি (পরে ডিউক অব ওলেলিংটন, ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা), এবং লর্ড লেক। দৌলত রাও সিন্ধিয়া ও বেরারের রঘুজী ভোঁসলা তাহাদিগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

বেরার ও খান্দেসের সীমানায় আসাই নামক স্থানে সেনানী ওএলেস্‌লি প্রথম বড় যুদ্ধ করেন (১৮০৩)। সিন্ধিয়া ও রঘুজী ভোঁসলা উভয়েই যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন, এবং ইংরেজেরা সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন, কিন্তু এই যুদ্ধে সেনানী ও এলেস্‌লির সেনার এক তৃতীয়াংশ ক্ষয় হয়।

যৎকালে সংগ্রাম চলিতেছিল, ইংরেজেরা বহুসংখ্যক নগর ও দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন; কিন্তু লর্ড লেক যে যে যুদ্ধে জয়লাভ করেন তন্মধ্যে দিল্লী ও লাসোয়ারী, কেবল এই দুইটী বড় যুদ্ধের উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। দিল্লীর যুদ্ধে বৌরকিন নামক একজন ফরাসী সেনানী সিন্ধিয়া সেনার নেতা ছিলেন; তিনি লর্ড লেক কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। অনন্তর লেক দিল্লী প্রবেশ করিলেন, এবং বহুকাল মারহাট্টা দিগের ক্ষমতাধীন সম্রাট শাহ আলমের রক্ষণাবেক্ষণভার লইলেন [১৫ অধ্যায় ৬ § দেখ]। এই ঘটনা ১৮০৩ সালের সেপ্‌টেম্বর মাসে ঘটে; সেই বৎসরের নবেম্বর মাসে লর্ডলেক অবশিষ্ট মারহাট্টা সৈন্যদিগের উপরে লাসোয়ারী নামক স্থানে ফলপ্রদ জয়লাভ করেন; এবং বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বে সিন্ধিয়া ও বেরারের রাজা ইংরেজদিগের বশীভূত হইলেন, এবং তাহাদিগকে স্বীয় স্বীয় রাজ্যের অনেকাংশ প্রদান করিলেন।

§ ১১। তৃতীয় মারহাট্টাযুদ্ধ। —— পর বৎসর (১৮০৪) যশোবন্তরাও হোলকারের অধীন মারহাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। হোলকার পূর্ব্ব যুদ্ধে কোন পক্ষ অবলম্বন করেন নাই। পূর্ব্ব যুদ্ধের ন্যায়, এযুদ্ধের সময়েও বহুসংখ্যক দুর্গ ইংরেজ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল, কিন্তু তাহারা ভরতপুরের বৃহৎ দুর্গ আক্রমণ করিতে গিয়া বাধা পাইল [২৭ অধ্যায় দেখ]। যাহা হউক, ভরতপুরের রাজা হোলকারের মিত্রতা পরিত্যাগ করিতে ও ইংরেজদিগকে ২০ লক্ষটাকা দিতে বাধ্য হইলেন; এবং ১৮০৫ অব্দে হোলকার স্বয়ং পঞ্জাবে তাড়িত হইয়া সন্ধি করিলেন। এই সংগ্রামকালে যে যুদ্ধগুলি সংঘটিত হয় তন্মধ্যে দিগ্‌ নামক স্থানের যুদ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ; উহা ১৮০৪ সালে সেনানী ফ্রেসর ও কর্ণেল মনসনের অধীন ইংরেজ সেনার সহিত হোলকার সৈন্যের ঘটিয়াছিল। সাহসী সেনানী ফ্রেসর নিহত হন; কিন্তু ইংরেজেরা সম্পূর্ণ জয় লাভ করেন, এবং অন্যূন ৮৭টা কামান প্রাপ্ত হন।

§ ১২। মারহাট্টা আধিপত্যের অবনতির কারণ। —— এক্ষণে সমুদয়

প্রধান মারহাট্টা নেতৃগণ ইংরেজদিগের বশীভূত হইলেন; তাঁহাদিগের ইতিহাসের অবশিষ্টাংশ ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরলদিগের সম্বন্ধীয় পরবর্ত্তী অধ্যায় নিচয়ে প্রদত্ত হইবে। মারহাট্টাদিগের পতনের অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথম, মহাদাজী সিন্ধিয়ার অতি বৃদ্ধি, ইহাতে তাঁহাকে পেশোয়া হইতে স্বতন্ত্র এবং বস্তুতঃ তৎপ্রতিযোগী করিয়াছিল। দ্বিতীয়, নারায়ণরাওর মৃত্যু জনিত বিবাদ; রাঘব, নানা ফর্ণাবিস্, দ্বিতীয় বাজিরাও, যশোবন্তরাও হোলকার, এবং দৌলতরাও সিন্ধিয়া, ইহাদিগের কলহে ও প্রতিযোগিতায় বলসংহতি সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়। তৃতীয়, বলসংহতির মধ্যেই অনৈক্য বীজ ও তজ্জনিত দৌর্ব্বল্য ছিল। কারণ, পেশোয়া ও তাঁহার মন্ত্রীবর্গ ব্রাহ্মণ; সিন্ধিয়া, হোলকার ও রঘুজী ভোঁসলা নীচ জাতীয় ছিলেন। চতুর্থ, দ্বিতীয় সাহ আলম এক্ষণে ইংরেজদিগের হস্তে ছিলেন। নূতন চক্রবর্ত্তীর ছায়ায় মারহাট্টাদিগের উদয়ানুকূল দোষ ও গোলমাল থাকিতে পারে না।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দিগের প্রথম কুঠী সমূহ।

§ ১—পর্ত্তুগিজদিগের কর্ত্তৃক ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিবার সমুদ্রপথের আবিষ্কার। § ২—আল্বুকার্ক, পর্ত্তুগিজদিগের প্রধান ভারতবর্ষীয় রাজপ্রতিনিধি। § ৩—পর্ত্তুগিজ অধিকারের বিস্তৃতি। § ৪—ভারতে ওলন্দাজ। § ৫—ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের প্রথম আগমন। § ৬—ইংরেজ কুঠীসকলের শ্রীবৃদ্ধি। § ৭—বাঙ্গালায় ইংরেজ। § ৮—ভারতবর্ষে ফরাসীদিগের প্রথম কুঠীসমূহ।

§ ১। পর্ত্তুগিজদিগের কর্ত্তৃক ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিবার সমুদ্রপথের আবিষ্কার।—পর্ত্তুগিজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ, এবং ফরাসী এই সকল ইউরোপীয় জাতিরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে স্থায়ী কুঠী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে যে ইংরেজেরা পরিণামে ভারতবর্ষের রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছেন, তাঁহারা এবং পর্ত্তুগিজ ও ফরাসীরা এতদ্দেশের ইতিবৃত্তে প্রধান অভিনেতা মধ্যে গণ্য। এই কুঠী সকল প্রথমে বাণিজ্য জন্য স্থাপিত

হইয়াছিল, কিন্তু পর্ত্তুগিজেরা শীঘ্রই একটী ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্য সংস্থাপন চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। ভূমধ্যসাগরকূলবর্ত্তী বাণিজ্যপ্রিয় জাতিদিগের উদ্যমেই প্রধানতঃ মধ্যযুগে ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের ব্যবসায় চলিত; এবং শেষে ইহাতে ভেনিস্ ও জেনোয়া নিবাসীরাই প্রধানতঃ লিপ্ত ছিল। ইহারা সিরিয়া ও মিসরের বন্দর নিচয়ের সহিত বাণিজ্য করিত, এবং তথায় ভারতবর্ষীয় দ্রব্যজাত পারস্য বা লোহিত সমুদ্র দিয়া আনীত হইত। কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগিজেরা প্রধান নৌবাহক হন। ১৪৯৮ অব্দে ভাস্কোডিগামা নামক একজন প্রধান পর্ত্তুগিজ নাবিক আফ্রিকার উপকূল ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আসিবার সমুদ্র পথ আবিষ্কার করেন; ইহাতে ইউরোপের সহিত পূর্ব্বখণ্ডের সমস্ত বাণিজ্য পর্ত্তুগিজদিগের হস্তে যায়, এবং উহা তাহারা বহুকাল ভোগ করে। ভাস্কোডিগামা কলিকটের জামোরিন্ নামক ক্ষুদ্র ভূপালের রাজ্যে উপস্থিত হন। কলিকট্, গোয়া ও কোচীর মধ্যবর্ত্তী উপকূলে অবস্থিত; এবং স্থানীয় রাজারা বিরোধী হইলেও, পর্ত্তুগিজেরা প্রথমে এই পশ্চিম উপকূলেই কুঠী সকল স্থাপন করেন।

§ ২। আল্বুকার্ক, পর্ত্তুগিজদিগের প্রধান ভারতবর্ষীয় রাজপ্রতিনিধি। —— পরিশেষে পর্ত্তুগিজ কুঠী সকল বহুসংখ্যক হইল, এবং পর্ত্তুগালের অধিপতি এই কুঠী সকলের শাসন ও দেশীয় নৃপতিদিগের সহিত যুদ্ধ কার্য্য নির্ব্বাহার্থে একজন ভারতবর্ষীয় রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। মহাত্মা আল্বুকার্ক এই পর্ত্তুগিজ রাজপ্রতিনিধি বর্গের মধ্যে দ্বিতীয়। তিনি ১৫০৮ সালে এদেশে উপস্থিত হন, এবং গোয়া (ইহা অদ্যাপি পর্ত্তুগিজদিগের আছে) ও অন্যান্য অনেক স্থান হস্তগত করিয়া বৃদ্ধ বয়সে অকৃতজ্ঞ পর্ত্তুগাল রাজ কর্ত্তৃক কর্ম্মচ্যুত হন (১৫১৫)।

§ ৩। পর্ত্তুগিজ অধিকারের বিস্তৃতি। —— আল্বুকার্কের অধীনে পূর্ব্বখণ্ডে পর্ত্তুগিজ্ সাম্রাজ্য সর্ব্বোচ্চ প্রভাব ও চূড়ান্ত সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল; এজন্য জীবদ্দশায় তৎপতি অকৃতজ্ঞ হইলেও, তাঁহার স্বদেশবাসীরা তাঁহাকে একচিত্তে "মহাত্মা" উপাধি দিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পরবর্ত্তী সত্তর বৎসর মধ্যে কয়েকটী নগর ও কুঠী বাড়িয়াছিল; কিন্তু এ বৃদ্ধি সামান্য। পাঠক, কিন্তু স্মরণ রাখিবেন যে এ সাম্রাজ্যটী প্রায় সর্ব্বতোভাবে সামুদ্রিক। ভারতসাগরে পর্ত্তুগিজ জাহাজ

সকলের প্রভুত্বছিল; এবং তাঁহাদিগের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বন্দর ছিল। এই সকল স্থানে তাঁহারা বিস্তীর্ণ বাণিজ্য করিতেন, এবং এ গুলি তাঁহারা যুদ্ধ জাহাজ দ্বারা রক্ষা করিতেন। পশ্চিমে আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূল ও অর্মজ দ্বীপ হইতে পূর্ব্বে মালয় উপদ্বীপ ও ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত এই সকল বন্দর বহুবিস্তীর্ণ উপকূল ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল। যোড়শ শতাব্দীর অন্তে, যখন তাঁহাদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়, গোয়া ও ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের কয়েকটী ক্ষুদ্র বন্দর, সিংহল এবং মালয় উপদ্বীপস্থ মলাক্কা, এইগুলি তাঁহাদিগের অধিকার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ছিল। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালায় তাঁহাদিগের প্রয়োজনীয় কুঠী ছিল, ইহাদিগের মধ্যে হুগলী ও চট্টগ্রাম প্রধান; গুজরাটে ডিউ, ও অন্যান্য স্থানে অনেক অপেক্ষাকৃত সামান্য কুঠী ছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের প্রধানতম নগরের নিকটেও, কয়েক ক্রোশের অধিক কখনও তাঁহাদিগের অধিকারে ছিল না; এবং তাঁহাদিগের ক্ষমতা তাঁহাদিগের কুঠী বা বাণিজ্য স্থানের সীমা মধ্যেই প্রায় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকিত।

§ ৪। ভারতে ওলন্দাজ।—— ইতিপূর্ব্বে পর্তুগিজেরা যে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়াছিল, যোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে উদ্যমশীল ওলন্দাজ নাবিকেরা তাহার কিয়দংশ আপনাদিগের হস্তে লইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন; এবং পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে তাহারা ক্রমশঃ পর্তুগিজদিগকে তাহাদিগের অনেক কুঠী হইতে তাড়াইতে এবং ভারতবর্ষের উপকূলে তাহাদিগের সামুদ্রিক প্রভুত্ব হরণ করিতে সমর্থ হইল। বাঙ্গালায় চুঁচুড়া ওলন্দাজ কুঠিগুলির রাজধানী ছিল। কিন্তু শীঘ্রই পর্তুগিজদিগের অপেক্ষা পরাক্রান্ত প্রতিযোগীর সহিত তাহাদিগের সাক্ষাৎ হইল; কারণ ইংরেজেরা ইতিপূর্ব্বেই ভারতবর্ষে কুঠী স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

§ ৫। ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের প্রথম আগমন।—— উত্তর সাগরবর্ত্তী উত্তরপূর্ব্বপথ এবং আমেরিকার উত্তর উপকূলবাহী সদৃশাবস্থ উত্তর পশ্চিমপথ, এই দুইটী দিয়া, ওলন্দাজদিগের ন্যায়, ইংরেজেরাও প্রথমে ভারতবর্ষে যাইতে চেষ্টা করেন; এবং এই সকল নিষ্ফল যাত্রায় অনেক যাত্রীদল প্রেরিত, এবং অনেক জীবন ও ধন নষ্ট হয়।

লাঙ্কাষ্টার ও আর কয়েকজনের অধীনে ১৫৯১ সালে উত্তমাসা অন্তরীপ ঘুরিয়া

ইংরেজেরা প্রথমে সোজা নৌকাপথে ভারতবর্ষ যাত্রা করেন; কিন্তু বোম্বেটিয়াগিরি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা পরিণামে বিপদে পড়েন, সকল জাহাজগুলিই ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট বা পরিত্যক্ত হয়। এরূপ অশুভ ফল দৃষ্টেও, মহারাণী এলিজাবেথের সনন্দদ্বারা ১৬০০ অব্দে ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সংস্থাপিত হইল। [এস্থলে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ১৬৯৮ অব্দে আর একটী কোম্পানি স্থাপিত হয়; এবং পুরাতন ও নূতন কোম্পানিদ্বয় ১৭০৮ সালে একত্রিত হয়]। ইহাদিগের প্রথম যাত্রা ১৬০১ অব্দে ঘটে, লাঙ্কাষ্টার আবার নেতা ছিলেন, এবং বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; এবং ইহার পরে শীঘ্র শীঘ্র অন্যান্য যাত্রীদল আগমন করেন।

§ ৬। ইংরেজ কুঠী সকলের শ্রীবৃদ্ধি। —— ১৬১৩ অব্দে জাহাঙ্গীর ইংরেজদিগকে মোগল সাম্রাজ্য মধ্যে চারিটী কুঠী স্থাপন করিতে অনুমতি দেন। স্যর টমাস্ রোর দৌত্যদ্বারা ইংরেজদিগের বাণিজ্য আরও বদ্ধমূল হয় [১৪ অধ্যায় ৩ § দেখ]; এবং স্থরাটে অনেক কাল তাঁহাদিগের প্রধান কুঠী ছিল।

১৬৩৮ অব্দে সম্রাট্ সাহ জাহান তাঁহার পীড়িতা দুহিতার চিকিৎসা নিমিত্ত স্থরাটবাসী ইংরেজ ডাক্তর বৌটন সাহেবকে ডাকিয়া পাঠান। বৌটন চিকিৎসায় কৃতকার্য্য হন এবং কৃতজ্ঞ সম্রাটের নিকট হইতে বাণিজ্যসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অধিকার প্রাপ্ত হন। ব্যবসায়ে তাদৃশ ফল লাভ করিয়া, তিনি বাঙ্গালার সুবাদারের নিকট হইতে তাদৃশ সনন্দ পান; এবং ১৬৫৬ অব্দে ইংরেজেরা হুগলীতে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৬৪০ সালে তাঁহারা বিজয় নগরের রামরাজার ভ্রাতার নিকট হইতে মান্দ্রাজ নগরের জন্য স্থান প্রাপ্ত হন [৪ অধ্যায় ১৮ § দেখ]। ইংলণ্ডাধিপতি প্রথম চার্লসের আজ্ঞানুসারে সেখানে দুর্গ নির্ম্মিত হয়, এবং তাহার নাম ফোর্টসেণ্ট জর্জ হয়; ১৬৫৩ অব্দে তথায় চোলমণ্ডল উপকূলবর্ত্তী একটী প্রেসিডেন্সি স্থাপিত হয়। বোম্বাই দ্বিতীয় চার্লসের রাণী ব্রাগ্রাঞ্জা বংশীয়া কাথেরাইন যৌতুক স্বরূপ পান; এবং ১৬৬৮ অব্দে রাজা উহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দেন। অনন্তর কোম্পানি পশ্চিম উপকূলের প্রেসিডেন্সি স্থরাট হইতে তথায় উঠাইয়া লইয়া আসেন।

§ ৭। বাঙ্গালায় ইংরেজ। —— ১৬১১ সালে ইংরেজেরা মছলিপত্তনের সহিত বাণিজ্য করিয়াছিলেন; এবং ১৬২৪ সালে তাঁহারা বালেশ্বরসন্নিহিত পিপলীতে কুঠী নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি পান। ১৬৫৬ অব্দে তাঁহারা হুগলীতে কুঠী নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু

১৬৮৬ সালে তাঁহাদিগের অত্যাচার নিবন্ধন তাঁহারা ঔরঙ্গজেবের আদেশানুসারে, হুগলী, কাশিমবাজার, পাটনা, স্থরাট এবং (বোম্বাই ব্যতীত) পশ্চিম উপকূলস্থ সমুদয় অধিকার হইতে তাড়িত হন। ১৬৯৬ সালে ঔরঙ্গজেবের পৌত্র কুমার আজিমওসানের অনুমত্যনুসারে তাঁহারা জমিদারদিগের নিকট হইতে স্থতানটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই কয়েকটী গ্রাম ক্রয় করেন। একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ হইল, এবং ইংলণ্ডাধিপতি তৃতীয় উইলিয়মের সম্ভ্রমার্থে উহার নাম ফোর্ট উইলিয়ম হইল। ১৭৫৬ অব্দ পর্য্যন্ত ইংরেজ বণিকদিগের কর্ত্তৃক মুরশিদাবাদের নবাবের অর্থগ্রহণ-নিবারণ চেষ্টা বর্ণনা ব্যতীত কলিকাতার ইতিবৃত্তে আর কিছুই প্রায় দৃষ্ট হয় না। ১৭১৬ অব্দে দেশীয় রাজপুরুষদিগের নিকটে অধিকতর পরিমাণে রক্ষণাবেক্ষণ লাভার্থে সম্রাট্ ফেরক সেরের সমীপে একদল দূত প্রেরিত হন। তাঁহারা কৃতকার্য্য হন, এবং তদবধি কলিকাতা একটী স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সি বলিয়া অভিহিত হয়। প্রেসিডেন্সি শব্দ স্থরাট, (পরে বোম্বাই), মান্দ্রাজ, ও কলিকাতার প্রতি যে প্রকার প্রযুক্ত হয়, তাহাতে আদৌ এই বুঝাইত যে এই সকল কুঠীর অধ্যক্ষেরা যথাক্রমে ভারতবর্ষের তত্তৎ প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠীগুলিরও কর্ত্তা। ১৭৪২ সালে মারহাট্টারা চৌথের দাওয়া করিয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। এই সময়ে পুনর্ব্বার আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষার জন্য কলিকাতা ঘেরিয়া মারহাট্টা খাত কাটা হয়।

§ ৮। ভারতবর্ষে ফরাসীদিগের প্রথম কুঠী সমূহ। —— ১৬০৪ অব্দে ফরাসীদিগের কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে প্রথম যাত্রীদল প্রেরিত হয়; কিন্তু পরে একটী ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হয়, এবং ১৬৭৪ অব্দে ফরাসীগবর্ণর মার্টিন (বাস্তবিক ইনিই ভারতবর্ষে ফরাসীআধিপত্য সংস্থাপক) বিজাপুরাধিপতির নিকট হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলস্থ পটুচেরী ক্রয় করেন। ফরাসীদিগের নিকট হইতে পটুচেরী কাড়িয়া লইতে সাহায্য নিমিত্ত ওলন্দাজেরা সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের মোগল সেনানীদিগকে এক সময়ে উৎকোচ দিয়াছিল; কিন্তু উহা পরে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, এবং মার্টিন উহাকে অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া ও গড়বন্ধ করিয়া বাণিজ্য বিষয়ে একটী প্রধান নগর করেন। ১৬৮৮ সালে ফরাসীরা সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের অনুমতিক্রমে কলিকাতার উজান ভাগীরথীতীরে চন্দননগরের কুঠী নির্ম্মাণ করেন; এবং পরে অন্যান্য কয়েকটী স্থানে তাঁহাদিগের অধিকার হয়।

১৭৪১ অব্দে প্রধান ফরাসী রাজনীতিবেত্তা ডুপ্লে, দশ বৎসর চন্দন নগরের

অধ্যক্ষতা করিয়া পটুক্ষেরীর গবর্ণর ও ফরাসীদিগের ভারতবর্ষীয় অধিকার সমূহের গবর্ণর জেনেরল পদে নিযুক্ত হন। তিনি অবিলম্বে ইংরেজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইতে, এবং এখানে একটী ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিলেন; এবং এরূপ চেষ্টা করিবার সুযোগও শীঘ্র উপস্থিত হইল, কারণ ইউরোপে ইংরেজ-দিগের সহিত ফরাসীদিগের যুদ্ধ বাধিল, এবং উহা ১৭৪০ হইতে ১৭৪৮ অব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইল।

উনবিংশ অধ্যায়।

কর্ণাটে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের সংগ্রাম।

§ ১—বিবাদারম্ভ। § ২—ডুপ্লের অল্পকালস্থায়ী জয়লাভ। § ৩ ক্লাইব; এবং আর্কাড়ু রক্ষা। § ৪—বন্দিবাসের যুদ্ধ, এবং পরিণামে ফরাসীদিগের ক্ষমতা ধ্বংস।

§ ১। বিবাদারম্ভ।—ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ফরাসীদিগের বিবাদ প্রায় কর্ণাটেই আবদ্ধ ছিল [১ অঃ ৩ § দেখ], এবং প্রায় ১৭৪৬ অব্দ হইতে আরম্ভ হইয়া ১৭৬১ সালে পরিণামে ইংরেজদিগের কর্তৃক পটুক্ষেরী অধিকার পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। আরম্ভ সময়ে উহা ইংরেজদিগের প্রতিকূল ছিল; কারণ ফরাসীরা ১৭৪৬ অব্দে ডুপ্লে ও আর একজন প্রধান ফরাসী সেনানী লাবোর্ডনের অধীনে তৎপ্রদেশস্থ ইংরেজদিগের প্রধান নগর মান্দ্রাজ অধিকার করে।

বৃদ্ধ নিজাম উলমুলুক, যাহার বিষয়ে আমরা কয়েক বার লিখিয়াছি [১৫ অঃ ৩ §; ও ১৭ অঃ ২ § দেখ], যদিও নামে দক্ষিণাপথের মোগল স্নবাদার মাত্র, ইনি বাস্তবিক বহুকাল হায়দরাবাদে স্বাধীন ভাবে ছিলেন। কর্ণাটও উহার নবাবের অধীনে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়াছিল; কিন্তু প্রথম স্বাধীন নবাব দোস্তআলি মারহাট্টাদিগের কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন, এবং তদীয় জামাতা চন্দা সাহেব কারারুদ্ধ হন, এবং ১৭৪৩ অব্দে অনোয়ারুদ্দিন নামক নিজামের একজন কর্ম্মচারী কর্ণাটের নবাবীপদে নিযুক্ত হন।

মান্দ্রাজ অধিকারের অল্পকাল পরে, আনোয়ারুদ্দিন ফরাসীদিগের নিকটে উক্ত নগর চাহিলেন, কিন্তু ডুপ্লে আপত্তি করিলেন; এবং যখন নবাব স্বীয় পুত্রকে

১০০০০ সৈন্যসহ এই দাওয়া কার্য্যে পরিণত করিতে পাঠাইলেন, ডুপ্লে তাঁহার একজন উৎকৃষ্ট কর্ম্মচারী, পারাডি নামক সাহসী ও কার্য্যদক্ষ সেনানীকে, প্রতিবন্ধকতা করিতে আদেশদিলেন। পারাডির অধীনে কেবল ২৩০ জন গোরা ও ৭০০ সিপাহী ছিল, তথাপি এই সামান্য বলদ্বারা তিনি নবাবের সৈন্যগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। এই যুদ্ধে অতিপ্রয়োজনীয় পরোক্ষফল ফলিল; কারণ এতদ্দ্বারা ইউরোপীয় নেতৃগণ ও দেশীয় ভূপালবর্গের প্রতীতি হইল যে দেশীয় ভারতবর্ষীয় সেনা, সংখ্যায় অত্যন্ত অধিক হইলেও, ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে এক প্রকার অকর্ম্মণ্য।

পারাডি এক্ষণে মান্দ্রাজের গবর্ণর হইলেন; কিন্তু শীঘ্রই ইংরেজদিগের সাহায্যার্থে প্রবল যুদ্ধ জাহাজ উপস্থিত হইল, এবং তাঁহারা কেবল ফরাসীদিগকে মান্দ্রাজ হইতে তাড়াইতে সমর্থ হইলেন, এমন নহে; তাঁহারা তাহাদিগকে পণ্ডিচেরীতে অবরুদ্ধ করিলেন। অনন্তর, ১৭৪৮ অব্দে, একটী অল্পকালস্থায়ী সন্ধি হইল; এবং সমস্ত বস্তুই সংগ্রামারম্ভের পূর্ব্বাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

§ ২। ডুপ্লের অল্পকালস্থায়ী জয়লাভ। —— ১৭৪৮ অব্দে বৃদ্ধ নিজাম উল-মুলুকের মৃত্যু হইল, এবং অবিলম্বে তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ মুজাফরজঙ্গ ও দ্বিতীয় নাজির জঙ্গ, উভয়ের হায়দরাবাদের সিংহাসন লইয়া বিবাদ বাধিল। মুজাফর, ছোট ভ্রাতাদ্বারা আপনাকে অপসৃত দেখিয়া, মারহাট্টাদিগের সাহায্য প্রার্থনা নিমিত্ত সিতারায় গমন করিলেন; এবং সিতারায় থাকিতে থাকিতে চন্দা সাহেবের সহিত তাঁহার আশ্চর্য্যরূপ বন্ধুত্ব জন্মিল। চন্দাসাহেব তথায় কারারুদ্ধ ছিলেন, এবং দোস্ত আলির জামাতা বলিয়া আপনি কর্ণাটের প্রকৃত নবাব এইরূপ দাওয়া করিতেন। ফরাসীরা মুজাফর জঙ্গ ও চন্দাসাহেব উভয়েরই পক্ষ অবলম্বন করিলেন; এবং ডুপ্লে অর্থদ্বারা মারহাট্টাদিগের নিকট হইতে চন্দাসাহেবের উদ্ধার সাধন করিয়া অবিলম্বে মুজাফর, চন্দা ও ফরাসীদিগের মিলিত সৈন্য সঙ্গে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা আম্বুরের মহাযুদ্ধে আনোয়ারুদ্দিন ও তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। এই যুদ্ধে বিখ্যাত বুসী ফরাসীদিগের সেনানী ছিলেন। এক্ষণে অল্পকাল মুজাফরজঙ্গ দক্ষিণাপথের সুবাদার ও চন্দাসাহেব কর্ণাটের নবাব হন; কিন্তু তাঁহাদিগের জয়জয়কার বহুকালস্থায়ী হয় নাই। মহম্মদ আলি আনোয়ারুদ্দিনের আর একটী পুত্র, তিনি

পরে কর্ণাটের নবাব হন, এবং এই সময় হইতে সমর প্রাঙ্গণে একজন প্রধান অভিনেতা হইয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে ইংরেজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। উভয়পক্ষে এইরূপে এয়ীমিত্রতা ঘটিল; একপক্ষে ইংরেজেরা, নাজিরজঙ্গও মহম্মদ আলি,—অপর পক্ষে ফরাসীরা, মুজাফরজঙ্গ ও চন্দাসাহেব।

ক্রমাগত ভাগ্যপরিবর্ত্তন সহকারে সংগ্রাম চলিতে লাগিল। নাজিরজঙ্গ ও মুজাফরজঙ্গ পর্য্যায়ক্রমে দক্ষিণাপথের সুবাদারী লাভ করিয়া যথাক্রমে নিহত হইলেন। পরিশেষে ফরাসীরা বৃদ্ধ নিজামউলমুলুকের আর একটী পুত্র, সুতরাং মুজাফর ও নাজিরের ভ্রাতা, সালাবৎজঙ্গকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল। এবং নির্ভয় ফরাসীনেতা বুসীর সাহায্যে সালাবৎ ঔরঙ্গাবাদে দক্ষিণাপথের সুবাদার হইয়া বসিতে ও চন্দাসাহেবকে কর্ণাটের নবাব করিতে সমর্থ হইলেন (১৭৫১)।

এই যুদ্ধকালে ফরাসী সৈন্যেরা বুসীর অধীনে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। বুসী চব্বিশ ঘণ্টা মধ্যে কর্ণাটের সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য জিঞ্জি দুর্গ আক্রমণ করিয়া হস্তগত করেন (১৭৫০)।

ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লে ও সাহসী সেনানী বুসীর এক্ষণে জয়জয়কার। যে স্থলে নাজিরজঙ্গের সৈন্যগণ পরাজিত হইয়াছিল ডুপ্লে সেইস্থলে একটী "বিজয়-স্তম্ভ" স্থাপন করিলেন, এবং তথায় ডুপ্লে ফতাবাদ নামে একটী নগর নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিলেন। বোধ হইল ইংরেজদিগের আর আশা নাই।

§৩। ক্লাইব ও আর্কাডু রক্ষা। —— যখন ইংরেজদিগের এই প্রকার দুরবস্থা, তখন একজন সাহসী ও সুদক্ষ ইংরেজ যুবক রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং ইঁহার প্রতিভা প্রভাবে তাঁহাদিগের সৌভাগ্য ফিরিল।

ক্লাইব শ্রপসায়র নিবাসী অল্পবিষয়ী জনৈক ভদ্রলোকের সন্তান। ১৭৩৫ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়, এবং ১৭৪৩ অব্দে তিনি সিবিলিয়ান হইয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। কর্ম্মঠ ও তেজস্বী প্রকৃতি নিবন্ধন তিনি সিবিল সর্ব্বিসের যোগ্য ছিলেন না, কারণ সিবিল কর্ম্মচারিরা সাধারণতঃ বাণিজ্য কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিতেন; এই নিমিত্ত ফরাসীদিগের সহিত সংগ্রামারম্ভ হইলে, তিনি পতাকাধারী হইয়া সৈন্যদলে প্রবেশ করিলেন। পটুক্কেরীর প্রথম অবরোধ ও দেবীকোট অধিকার সময়ে (১৭৪৮) তিনি খ্যাতিলাভ করেন; এবং এক্ষণে তাঁহার সাহসে ও কৌশলে প্রায় নিশ্চিত ধ্বংসমুখ হইতে ইংরেজ প্রভাবের উদ্ধার সাধিত হইল। সণ্ডার্স সাহেব

মান্দ্রাজের গবর্ণর ছিলেন; ক্লাইব তাঁহার কাছে যাইয়া প্রার্থনা করিলেন যে শত্রুর দেশ আক্রমণ করিয়া অবরুদ্ধ ত্রিশ্চিনপল্লীর উপকার করিবেন। তিনি নবাব চন্দা সাহেবের রাজধানী আর্কাডুনগরই হস্তগত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন; এবং ২০০ ইউরোপীয় সৈন্য, ৩০০ সিপাহী, ও কয়েকটী ক্ষুদ্র কামানের সাহায্যে এই কার্য্য সমাধা করিলেন, তখন ত্রিশ্চিনপল্লী অবরোধকারী চন্দা সাহেবের সৈন্যদল হইতে বহুসংখ্যক সেনা তাঁহার বিরুদ্ধে আগমন করিল। তিনি এই আক্রমণ হইতে দুর্গ রক্ষার্থে প্রস্তুত হইলেন (১৭৫১)। ক্রমে ক্রমে তাঁহার ক্ষুদ্র শূরদল হ্রস্ব হইয়া ৩২০ সৈনিক ও চারিজন কর্ম্মচারী মাত্র অবশিষ্ট রহিল, তথাপি তিনি চন্দা সাহেবের পুত্র রাজা সাহেবের অধীন ১০,০০০ লোকের বিরুদ্ধে সাত সপ্তাহ স্বীয় স্থান রক্ষা করেন। লোকে বজ্রবিদ্যুৎ সম্বলিত ঝটিকা মধ্যে ক্লাইব ও তাঁহার সৈন্যগণকে অবিচলিতভাবে যাত্রা করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে অগ্নিতে অবিনশ্বর জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের সম্মুখ হইতে পলাইল। বীরচূড় অবজ্ঞাসহকারে রাজা সাহেবের প্রদত্ত উৎকোচ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন, এবং তাঁহার ভয় প্রদর্শনে হাস্য করিলেন। যখন অবরুদ্ধ নগরে খাদ্যের অকুলান হইল, সিপাহীরা প্রার্থনা করিল যে তাহারা ভাত রাঁধিয়া আপনারা ফেন রাখিবে ও ইংরেজদিগকে ভাত দিবে, যেহেতু, তাহারা বলিল, ইংরেজদিগের অধিকতর সারবান্ ভক্ষ্য আবশ্যক;—এরূপ স্বার্থত্যাগ ও শূরোচিত উৎসাহ ক্লাইবের গুণে তাহাদিগের চিত্তে উদ্দীপিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। গুটীর মারহাট্টাধিপতি মুরারি রাও ৬০০০ সৈন্যসমেত আম্বুরের অনতিদূরে অবস্থিত হইয়া ঘটনাস্রোত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন; তিনি এই বলিয়া ক্লাইবের সহিত মিলিত হইলেন, "যখন ইংরেজেরা এমন সুন্দররূপে আত্মসহায়তা করিতে পারে, আমরা তাহাদিগকে সাহায্য করিব"। সণ্ডার্স সাহেব সাহসী দুর্গবাসীদিগের সাহায্যার্থে যথাশক্তি যত্ন করিলেন; এবং নৈরাশ্যপ্রণোদিত আক্রমণে ৪০০ সৈনিক হারাইয়া রাজা সাহেব অবরোধ পরিত্যাগ করিলেন। এই স্মরণীয় রক্ষাকার্য্যের মানসিক ফল অগণনীয়, এতদ্দ্বারা ইংরেজ নামের গৌরব সুদৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইল।

এক্ষণে ক্লাইব বারম্বার জয়লাভ করিতে লাগিলেন; এবং ভারতবর্ষে ফরাসী প্রভাব বিনষ্ট করিলেন। ইহার চিহ্নস্বরূপ ১৭৫২ সালের মার্চ মাসে ডুপ্লেফতাবাদ নগর ও ডুপ্লের বিজয়স্তম্ভ বিনষ্ট করিলেন।

অনেক যুদ্ধের পরে চন্দা সাহেব নিহত হন, এবং ত্রিশ্চিনপল্লী সন্নিহিত শ্রীরঙ্গম্ নামক স্থানে ফরাসী সেনা ৪১টী কামান সমেত ইংরেজদিগের নিকটে আত্মসমর্পণ করিলেন (জুন ১৭৫২); এবং পরিশেষে ১৭৫৪ অব্দে সাহসী ও শৌর্য্যশালী ডুপ্লে অকৃতজ্ঞ ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অপমান সহকারে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদিষ্ট হইলেন; সর্ব্বস্বান্ত ও ভগ্নচিত্ত হইয়া তিনি দশ বৎসর পরে পারীস নগরীতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

§ ৪। বন্দিবাসের যুদ্ধ, এবং পরিণামে ফরাসী ক্ষমতা ধ্বংশ। —— ফরাসী সেনানী বুসী অদ্যাপি ঔরঙ্গাবাদের স্থবাদার সলাবৎ জঙ্গের নিকটে সর্ব্বশক্তিমান ছিলেন বটে, কিন্তু নূতন ফরাসী গবর্ণর অনেক বিষয় ইংরেজদিগকে ছাড়িয়া দিলেন, এবং কথঞ্চিৎরূপ সন্ধিবন্ধন হইয়া গেল; ইংরেজদিগের মিত্র মহম্মদ আলি কর্ণাটের নবাব বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। যাহা হউক, এই সন্ধি কেবল ১৭৫৭ অব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইল, এবং তখন শেষ বিবাদ আরম্ভ হইল। ক্লাইব মান্দ্রাজের গবর্ণরীপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু অন্ধকূপহত্যাজনিত অত্যাচারের ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ লইতে প্রায় অবিলম্বেই বাঙ্গালায় প্রেরিত হইলেন। ১৭৫৭ সালের প্রারম্ভে ফরাসী-গবর্ণমেণ্ট ইংরেজদিগের সহিত কর্ণাটে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত কাউণ্ট লালীকে পাঠান; এবং তিনি এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন যে ১৭৫৮ সালের শেষে তিনি মান্দ্রাজ নগর অবরোধ করেন, কিন্তু পরে তিনি পটুচেরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন।

পরিশেষে ১৭৫৯ সালে কর্ণেল আয়র কুটের অধীনে নূতন ইংরেজসৈন্য উপস্থিত হইল, কুটই এই রণাঙ্গণের শূরনায়ক। লালী ও বুসী সমস্ত ফরাসীসেনা সমেত বন্দীবাস নগর আক্রমণ করিলেন, এবং কুট অবিলম্বে তাহাদিগের বিরুদ্ধে নগর-রক্ষার্থে যাত্রা করিলেন। বন্দিবাসের যুদ্ধে ফরাসীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন, বীরধর্ম্মা বুসী বন্দী হইলেন, এবং ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য সংস্থাপনের সকল আশা বিনষ্ট হইল।

অল্প সময় মধ্যে ফরাসীদিগের অধিকৃত বা তাহাদিগের প্রভাবাধীন সমুদয় নগর কুট উপর্য্যুপরি হস্তগত করিলেন; এবং ১৭৬১ সালের জানুয়ারী মাসে পটুচেরীও আত্ম সমর্পণ করিল, এবং লালী রণবিজিত বন্দীরূপে মান্দ্রাজে প্রেরিত হইলেন। পরে ১৭৬৬ সালে পারীসনগরীতে তাঁহার মস্তকদণ্ড হয়। ১৭৬৯ সালে ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জীবন শেষ হয়।

বিংশতি অধ্যায়।

ক্লাইব এবং পলাসীর যুদ্ধ।

§ ১—বাঙ্গালার স্বাধীন নবাবগণ। § ২—অন্ধকূপহত্যা। § ৩—ক্লাইব কর্ত্তৃক বাঙ্গালা বিজয়।

§ ১। বাঙ্গালার স্বাধীন নবাবগণ। —— যৎকালে ইংরেজ ও ফরাসী, ইউরোপের দুইটী প্রধান পরাক্রান্ত জাতি, দক্ষিণাপথের আধিপত্য জন্য কর্ণাটে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তৎকালে মহাত্মা ক্লাইবের কৌশল ও সাহসে বাঙ্গালায় ইংরেজদিগের এরূপ প্রাধান্য লাভ ঘটিল যে অতি শীঘ্রই তাঁহারা ভারতবর্ষের রাজচক্রবর্ত্তী হইলেন। কিন্তু যতদিন দুর্ব্বৃত্ত নবাব তাঁহাদিগের প্রতি এরূপ ভয়ঙ্কর অত্যাচার করেন নাই যে কঠোর শাস্তিস্বরূপ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা আবশ্যক হয়, তত দিন তাঁহারা বাঙ্গালা বিজয়ের চিন্তাও করেন নাই। ইহা কিরূপে ঘটিল, এক্ষণে আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিব।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে মহম্মদ সাহ নামক দ্বাদশতম মোগল সম্রাটের দুর্ব্বল শাসনকালে বৃহৎ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা সুবা বা প্রদেশ পরাক্রান্ত নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর কর্ত্তৃত্বাধীনে কার্য্যতঃ স্বাধীন হয়। [১৫ অঃ ৩ § দেখ]। আলিবর্দ্দির রাজত্বের অধিকাংশ সময় মারহাট্টাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অতিবাহিত হয়। মারহাট্টারা তাঁহার রাজ্য বারম্বার আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে; এবং পরিশেষে বাঙ্গালার শান্তিলাভার্থে, তিনি প্রায় সমুদয় উড়িষ্যা বেরারের মারহাট্টা রাজাকে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন।

[টীকা। —— ১৮০৩ সালে দ্বিতীয় মারহাট্টা যুদ্ধে ইংরেজদিগের কর্ত্তৃক বিজিত হইবার পূর্ব্বে বালেশ্বরের দক্ষিণস্থ সমস্ত উড়িষ্যা মারহাট্টাদিগের হস্তে ছিল।]

রাজ্যাপহারক বলিয়া অভিহিত হইলেও, আলিবর্দ্দি গড়ে উৎকৃষ্টরূপে ও সুবুদ্ধি সহকারে রাজ্যশাসন করেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, তাঁহার উভয়বিধ প্রজা-বর্গেরই বহুল পরিমাণে ধন ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি কলিকাতাবাসী ইংরেজ বণিকদিগের নিকট হইতে অনেক অর্থ গ্রহণ করিতেন, এবং দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে তাহাদিগের ক্ষমতাপ্রাপ্তি নিবারণার্থে তিনি অত্যন্ত যত্নশীল

ছিলেন; কিন্তু তিনি যথাসাধ্য তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, এবং তাহাদিগের বাণিজ্যের উৎসাহ দিতেন, সুতরাং তাহারা উল্লাস সহকারে তাঁহার যাজ্ঞানুযায়ী অর্থ প্রদান করিত।

১৭৫৬ অব্দে আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হয়, এবং তাঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিরাজ নিষ্ঠুরতা ও লম্পটতার স্বরূপ ছিলেন। তিনি হিন্দু প্রজাদিগের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিতেন; অনেক সম্ভ্রান্ত বংশ তাঁহার লম্পটতায় হীনপ্রভ, তাঁহার অর্থ লিপ্সায় দরিদ্রদশাপন্ন, এবং তাঁহার অমানুষিক দৌরাত্ম্যে শঙ্কাযুক্ত হইয়াছিল।

§ ২। অন্ধকূপহত্যা। —— অন্যান্য দুর্ব্বৃত্তাচরণের মধ্যে তিনি রাজবল্লভ নামক ঢাকার সম্পত্তিশালী হিন্দু শাসনকর্ত্তার সমস্ত ধন হস্তগত করিতে চেষ্টা করেন; এবং যখন রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস পিতার কিয়দংশ ধন সহিত কলিকাতায় পলায়ন করিলেন, নবাব তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে ইংরেজদিগকে আদেশ করিলেন। ইংরেজ গবর্ণর নির্দ্দোষী আশ্রিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন, এবং সেই সময়েই "কলিকাতার দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে" নবাবের এই আদেশ প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করিলেন। সুতরাং সিরাজ-উদ্দৌলা রাজধানী মুরশিদাবাদ সন্নিহিত কাশিম বাজারের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠী অবিলম্বে অধিকার ও লুণ্ঠন করিলেন, এবং তত্রত্য ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগকে বন্দী করিলেন। অনন্তর তিনি কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ইংরেজেরা এরূপ আক্রমণ জন্য কোনরূপে প্রস্তুত নাই। তাঁহারা তাঁহাকে সম্প্রীত করিতে বৃথা চেষ্টা করিলেন, তিনি অবিচলিত রহিলেন; এবং মারহাট্টা খাতের নিকটে কিঞ্চিৎ বাধা প্রাপ্তির পরে, তাঁহার কামান সকল হইতে ইংরেজদিগের দুর্ব্বল আশ্রয়স্থানের উপরে গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল, এবং তাঁহারা সত্বর দুর্গ প্রাকারের মধ্যে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা এক্ষণে (১৭৫৬ সালে, ১৮ জুন) তাড়াতাড়ি বিশৃঙ্খলভাবে সমবেত হইয়া পরামর্শ করিলেন; স্ত্রীলোক ও শিশুগণ দুইজন প্রধান কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধারণে নদীস্থ একখানি জাহাজে প্রেরিত হইল; এবং নিশাগমে গবর্ণর সাহস হারাইলেন ও শেষ নৌকাযোগে জাহাজে প্রস্থান করিলেন। এক্ষণে জাহাজ সকল নঙ্গর তুলিয়া ভাটাইয়া ফল্‌তায় গেল, দুর্গের দুর্ভাগ্য সৈনিক ও কর্ম্মচারীগণের কপালে যাহা ঘটে ঘটুক।

দুর্গবাসিগণ হলওয়েল সাহেবকে নেতা মনোনীত করিলেন; তিনি পরদিন প্রাতে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন; এবং বিকালে নবাবসেনা দুর্গে প্রবেশ করিল। নবাব হলওয়েলকে আপনার সম্মুখে ডাকাইলেন, তৎপ্রতি বিদ্রোহ ও ইংরেজ কুঠীর ধন গোপন অপরাধ আরোপ করিলেন, কিন্তু অঙ্গীকার করিলেন যে বন্দীদিগের কোনরূপ হানি হইবে না। এতৎসত্ত্বে সমুদয় দুর্গরক্ষকগণ (১৪৬ জন) একটী ক্ষুদ্র কারাগৃহে আনিত হইল; উহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে আঠার ফুট, এবং বাতালোক গমন জন্য উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল। ইতিপূর্ব্বে "অন্ধকূপ" নামে ইতিবৃত্তে কুখ্যাত এই দুরবস্থ কারাগৃহ একমাত্র ব্যক্তির শাস্তিস্থানরূপে ব্যবহৃত হইত; এক্ষণে বৎসরের উষ্ণতম ঋতুর রাত্রিকালে দুর্ভাগ্য বন্দীগণ যে কষ্ট ভোগ করিল, তাহা এত ভয়ঙ্কর যে তাদৃশ ক্লেশ কোথাও বর্ণিত দেখা যায় না। তাহারা উপর্য্যুপরি ভয় প্রদর্শন ও উৎকোচদ্বারা কারাগাররক্ষকদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিল যে হয় মারিয়া ফেলিয়া, নতুবা নবাবের নিকট হইতে উৎকৃষ্টতর স্থান প্রার্থনা করিয়া, আমাদিগের যন্ত্রণার শেষ কর; কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত সিরাজ নিদ্রিত ছিলেন, এবং রক্ষকেরা তাঁহাকে জাগাইতে ভয় (অথবা তদ্রূপ ভাণ) করিতে ছিল। প্রথমে বাতায়ন সন্নিহিত স্থান জন্য এবং তাহাদিগের হস্তে অর্পিত কয়েকটী জলপূর্ণ মসক জন্য বন্দীদিগের মধ্যে ভয়ঙ্কর মারামারী হইল; কিন্তু উন্মত্ততার প্রলাপবাক্য ক্রমশঃ ক্ষীণতার অস্ফুটধ্বনিতে পরিণত হইল; এবং প্রাতে প্রায় মুমূর্ষু দশাপন্ন তেইশটী মাত্র দীনাকৃতি ব্যক্তি মারীজনক মৃত দেহরাশি হইতে বিমোচিত হইল। নবাব বস্তুতঃ কার্য্যে এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের ভাগী ছিলেন কি না, নিশ্চয় নাই; কিন্তু ইংরেজেরা ধন গোপন করিয়া রাখিয়াছে অনুমান করিয়া গুপ্তধনের আবিষ্ক্রিয়া নিমিত্ত তিনি এত চিন্তাযুক্ত ছিলেন, যে এই কাণ্ড নিবারণার্থে তিনি কোনরূপ যত্ন করেন নাই, এবং পরে এবিষয়ে তিনি আত্মগ্লানি স্পষ্টই অনুভব করেন নাই। তিনি ধর্ম্মতঃ ইহার জন্য দায়ী ছিলেন, এবং ন্যায়ানুসারেই তিনি ভয়ঙ্কর প্রতিফল প্রাপ্ত হন।

§ ৩। ক্লাইব কর্ত্তৃক বাঙ্গালা বিজয়।—— বাঙ্গালার এই সকল বিপৎপাতের সংবাদ শীঘ্রই মান্দ্রাজে পৌঁছিল, এবং কুঠীরঅধিবাসীদিগকে ভয়ব্যাকুল করিল। কিন্তু কর্ণেল ক্লাইব ও আড্‌মিরাল ওয়াটসন এক্ষণে মান্দ্রাজে ছিলেন। ৯০০ গোরা ও ১৫০০ সিপাহী সহিত তাঁহারা বাঙ্গালার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে শীঘ্র

জলপথে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন ; সৈন্য সকল কার্য্য সাধনার্থে উৎসাহে এবং নেতৃগণের প্রতি বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল। যাহা হউক, অনেক প্রকারে বিলম্ব ঘটিল ; এবং ১৭৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে তাহারা হুগলী নদীতে পৌঁছিতে পারে নাই। এক্ষণে যত্নসহকারে প্রতিশোধকার্য্য আরম্ভ হইল ; শীঘ্রই বজবজিয়া গৃহীত, কলিকাতা হস্তগত, এবং হুগলীনগরী আক্রান্ত ও অধিকৃত হইল।

অত্যাচারী নবাব কর্ণাটের যুদ্ধের কথা কিছু জানিতেন, এবং আর্কাডুরক্ষাকারীকে বিলক্ষণ ভয় করিতেন ; এজন্য ১৭৫৭ সালের ২রা জানুয়ারী ক্লাইব কলিকাতা পুনরধিকার করিলে, ইংরেজদিগকে পূর্ব্বাবস্থায় পুনঃ সংস্থাপন করিবেন অঙ্গীকার করিয়া সন্ধিজন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নবাবকে উত্তমরূপে শাস্তি দেওয়া বিধেয়, এই বলিয়া সাধু বৃদ্ধ আড্‌মিরাল ওয়াটসন অন্ধকূপহত্যাকারীর সহিত কোনরূপ সন্ধি করিতে অসম্মত ছিলেন ; কিন্তু ক্লাইব রাজনৈতিক অভি-সন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইলেন, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭। ক্লাইব এক্ষণে বাঙ্গালায় ফরাসীদিগকে জব্দ করিবার সুযোগ পাইলেন। নবাব ফরাসীদিগকে লোক ও অর্থদ্বারা সাহায্য করিলেন ; কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ সত্তেও ক্লাইব চন্দননগর আক্রমণ করিলেন এবং আড্‌মিরাল ওয়াটসনও রণতরী সমূহের সাহায্যে ১৭৫৭ সালের মে মাসে উক্ত নগর অধিকার করিলেন।

ইতিমধ্যে নবাবের হিন্দুপ্রজারা তদীয় প্রচণ্ড অত্যাচারাতিশয্যে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছিল ; এবং তাঁহার বিরুদ্ধে একটী প্রভাবশালী ষড়যন্ত্র হইল। কোষাধ্যক্ষ রাজা রায় দুর্ল্লভ এবং ভারতবর্ষীয় ধনশালী বণিকশিরোমণি জগৎ শেঠ ষড়যন্ত্রকারী-দিগের দলপতি ছিলেন ; এবং প্রধান সেনাপতি মীরজাফর ও অনেক অসন্তুষ্ট মুসলমানেরাও তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। মুরশিদাবাদের উকিল ওয়াট্‌স্ সাহেবও ইংরেজদিগের প্রতিনিধি হইয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে ষড়যন্ত্রের অন্তর্ভুত হইলেন ; এবং ক্লাইব ও বস্তুতঃ কলিকাতা কৌন্সিলের সমস্ত সদস্যগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ইংরেজ কুঠীকে নিরাপদ ও নিরুপদ্রব করিতে হইলে সিরাজউদ্দৌলার দর্পচূর্ণ করা চাই। ষড়যন্ত্রকারীগণ পণবদ্ধ হইলেন যে অত্যাচারী নবাবের আসনে মীরজাফরকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, এবং তিনি কৃতজ্ঞতা চিহ্ন-স্বরূপ ইংরেজদিগকে ক্ষতিপূরণার্থ অনেক ধন ও সাহায্য জন্য বহুমূল্য পুরস্কার দিবেন।

উমাচাঁদ নামে একজন ধূর্ত্ত বাঙ্গালী নবাবের সহিত ইংরেজদিগের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ মোক্তার ছিল; এবং সে এই ষড়যন্ত্রে বিলক্ষণ সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু সে শেষে ভয় দেখাইল যে, যদি তাহাকে ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রদান করা হইবে, ইহার প্রতিভূ স্বরূপ কিছু না পায়, তাহা হইলে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক নবাবকে সমুদয় বলিয়াদিবে। ক্লাইব ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীগণ হতাশ হইলেন; এবং পরিশেষে উপস্থিত বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাঁহারা উমাচাঁদকে প্রতারিত করিতে অবনত হইলেন। ইংরেজ ও মীরজাফরের মধ্যে দুই খানি সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইল; একখানি সাদা কাগজে লিখিত, সেইটী প্রকৃত সন্ধিপত্র, এবং তাহাতে উমাচাঁদের দাওয়ার উল্লেখ থাকিল না; অপর খানি লাল কাগজে লিখিত মিথ্যা সন্ধিপত্র, উহাতে উমাচাঁদের সমস্ত দাবির টাকার উল্লেখ ছিল, এবং উহাই উক্ত অবিশ্বাসী বাঙ্গালীকে দেখান হইল। এই প্রতারণা কার্য্যটী ক্লাইবের চরিত্রের চিরকলঙ্ক স্বরূপ রহিয়াছে। আড্‌মিরাল ওয়াটসন (যিনি নবাবের সহিত কালানুরোধী নীতি অবলম্বন করিতে আপত্তি করিয়া আপনাকে সাধু ইংরেজ ভদ্রলোকরূপে দেখাইয়াছিলেন) মিথ্যা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলেন; সুতরাং অন্যে তাঁহার স্বাক্ষর জাল করিল।

অনন্তর ক্লাইব নবাবকে এই মর্ম্মের একপত্র লিখিলেন যে ইংরেজদিগের সমস্ত ক্ষতি পূরণ করিবে, এবং যাহাতে এপ্রকার কার্য্য হয়, দেখিতে সসৈন্যে উপস্থিত হইতেছি। অনতিবিলম্বে তিনি ৬৫০ ইউরোপীয় পদাতিক, ১৫০ গোলন্দাজ, ২,১০০ সিপাহী, কয়েকজন পর্ত্তুগিজ, এবং ১০টী কামান সহিত চন্দননগর হইতে যাত্রা করিলেন। নবাব সৈন্যে ৫০,০০০ পদাতিক, ১৮,০০০ অশ্বারোহী, এবং বহুসংখ্যক গোলন্দাজ ছিল। যখন ক্লাইব্ কাশিম বাজার সন্নিহিত নবাব শিবিরের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন বোধ হয় মীরজাফরের সাহস অন্তর্হিত হইয়াছিল; কারণ তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইংরেজদিগকে পত্রাদি লেখা বন্ধ করিলেন, এবং ইহা বিদিত হইল যে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না বলিয়া প্রভুর নিকটে ঘোর শপথ করিয়াছেন। এইরূপ বিপদের সময়ে ক্লাইব, অল্পসৈন্য লইয়া ঈদৃশ বহুসংখ্যক সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবেন অথবা অনুকূল সুযোগের প্রতীক্ষা করিবেন, এই বিষয়ের নির্দ্ধারণ নিমিত্ত কর্ম্মচারীদিগকে আহ্বান করিয়া একটী সামরিক মন্ত্রীসভা করিলেন। ক্লাইব ও আর বারজন শেষোক্ত প্রণালীর

পক্ষ হইলেন; কেবল এয়ার কুট ও আর ছয়জন অবিলম্বে যুদ্ধ করিতে মত দিলেন।

সভাভঙ্গের পর ক্লাইব নিকটবর্ত্তী একটী উদ্যানে একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এবং একঘণ্টা কাল গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে কুট যথার্থ কথাই বলিয়াছেন, অবিলম্বে আক্রমণ করাই কর্ত্তব্য। সুতরাং পরদিন প্রত্যুষে তদীয় অল্প সংখ্যক সৈন্য সঙ্গে লইয়াই তিনি নদী পার হইলেন এবং প্রায় সূর্য্যোদয় সময়ে পলাশীর ক্ষেত্র ও উদ্যানে নবাবের সৈন্যদল আক্রমণারম্ভ করিলেন। দিবার প্রথম ভাগে ইংরেজেরা প্রায় আত্মরক্ষার্থেই নিযুক্ত ছিলেন, কেবল শত্রুপক্ষের অশ্বারোহীদিগের আক্রমণ নিবারণ করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটা গোলা চালাইতেছিলেন। কিন্তু পরিশেষে নবাবের কয়েকজন প্রধান কর্ম্মচারী নিহত হইলে এপর্য্যন্ত কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় মীরজাফরের সৈন্যদল নবাবের অবশিষ্ট সেনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছে, দৃষ্ট হইল; তখন ক্লাইব সমস্ত সৈন্যগণকে বিপক্ষদলের আক্রমণার্থে আদেশ দিলেন। নবাব সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। সিরাজউদ্দৌলা একটী দ্রুতগামী উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া ২,০০০ অত্যুৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সহ মুরশিদাবাদে পলাইলেন। পলাশীর মহাযুদ্ধ ১৭৫৭ সালের ২৩এ জুন তারিখে ঘটে; ইহাতে বিজয়ীপক্ষের ২২জন হত ও ৫০জন আহত হয়। এই যুদ্ধ দ্বারা বাঙ্গালার এবং পরিশেষে ভারতবর্ষের আধিপত্য বস্তুতঃ ইংরেজদিগের হস্তগত হয়।

ইংরেজদিগকে জয়ী দেখিয়া, মীরজাফর প্রকাশ্যরূপে ক্লাইবের সহিত মিলিত হইলেন; ক্লাইব তদীয় চিত্তচাপল্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভিবাদন করিলেন। সিরাজউদ্দৌলা ছদ্মবেশে মুরশিদাবাদ হইতে পলায়ন করিলেন, এবং বিজেতৃগণ তৎক্ষণাৎ উক্তনগর অধিকার করিলেন। সিরাজউদ্দৌলা পূর্ব্বে একজন হিন্দুর কাণ কাটিয়া দিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি এক্ষণে পলায়িত নবাবকে ধরাইয়া দিল। ধৃত হইয়া তিনি নূতন নবাবের নিকটে নীত হইলেন। সত্য সত্যই হউক বা ভাণ করিয়াই হউক মীরজাফর তাঁহার জীবন রক্ষা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু তৎপুত্র মীরণ সিরাজকে বধ করিলেন।

এক্ষণে সন্ধিপত্রের নিয়মানুযায়ী বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। কলিকাতালুণ্ঠন-কালে কোম্পানি, ইংরেজ বণিকগণ, এবং তত্রত্য দেশীয় ও আর্ম্মাণী বণিকগণের

যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার পূরণ স্বরূপ তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদত্ত হইল। স্থলসেনা, নৌসেনা, ক্লাইব, ওয়াট্‌সন প্রভৃতি তাহাদিগের নেতৃগণ, এবং কৌন্সিলের সদস্যগণ, সকলেই লুঠের ভাগ পাইলেন। উমাচাঁদও ত্রিশলক্ষটাকা পাইবেন আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সত্বরই প্রকৃত কথা জানিতে পারিলেন। আশাভঙ্গে তিনি প্রথমতঃ হতবুদ্ধি হন; কিন্তু পরে বোধ হয় তিনি ভাল হইয়াছিলেন, কারণ ক্লাইব তাঁহার বিষয়ে নবাবকে এই বলিয়া অনুরোধ করেন যে উমাচাঁদ অনেক কাজ করিতে পারে, তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিবেন না।

একবিংশতি অধ্যায়।

ক্লাইব এবং বাঙ্গালার দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্তি।

§১—ক্লাইব বাঙ্গালার গবর্ণর। §২—নবাব মীরজাফর। §৩—নবাব মীর কাশিম। §৪—বাঙ্গালার দেওয়ানীপদে মোগল সম্রাট্ কর্ত্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিয়োগ। §৫—ক্লাইবের শাসন প্রণালী সংস্কার।

§১। ক্লাইব বাঙ্গালার গবর্ণর।—ক্লাইব দুইবার বাঙ্গালার ইংরেজ কুঠী-সমূহের গবর্ণর হইয়াছিলেন; প্রথমবার ১৭৫৭ হইতে ১৭৬০ পর্য্যন্ত তিন বৎসর; দ্বিতীয় বার ১৭৬৫ হইতে ১৭৬৭ পর্য্যন্ত আঠার মাস। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে যখন তিনি ১৭৫৭ সালে এদেশে উপস্থিত হন, তখন তিনি দেখিতে পান যে বাঙ্গালায় ইংরেজদিগের কারবার একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে, এবং ইংরেজ বণিক ও কর্ম্মচারীগণ তাড়িত হইয়াছেন। ১৭৬৭ সালে, এতদ্দেশ হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে, তিনি নিঃসন্দেহ ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন: আর ইংরেজেরা বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সম্পূর্ণ প্রভু হইয়াছিলেন; এবং ইহা মোগল সম্রাট্ কর্ত্তৃকও প্রকাশ্যরূপে স্বীকৃত হইয়াছিল।

§২। নবাব মীরজাফর।—পলাশীর যুদ্ধের পরে বাঙ্গালার নবাবী সিংহাসনে আরোহণ সময়াবধি মীরজাফর প্রায় ক্লাইবের হস্তস্থিত যন্ত্রস্বরূপ ছিলেন এবং কেবল নামে নবাব ছিলেন। যত দিন ক্লাইব ভারতবর্ষে ছিলেন,

ততদিন এইরূপ অবস্থাই ছিল। মীরজাফরের যুদ্ধ করা আবশ্যক হইলে, ক্লাইব তাঁহার হইয়া যুদ্ধ করিতেন। একদা যখন সম্রাট্ দ্বিতীয় সাহআলম উপাধিধারী [১৫ অঃ দেখ] আলিগৌহর বিহার আক্রমণ করেন, ক্লাইব তদ্বিরুদ্ধে কর্ণেল কালিয়ডের অধীন একদল ইংরেজ সেনা প্রেরণ করেন। ইহারা পাটনার প্রথম যুদ্ধে সম্রাট্‌কে পরাস্ত করে, এবং তাঁহাকে ও তাঁহার মিত্র অযোধ্যার নবাব উজিরকে উক্ত প্রদেশ হইতে তাড়াইয়া দেয়। ক্লাইব বাঙ্গালা শাসন করিতেন, এবং মীরজাফর মুরশিদাবাদে বসিয়া ধন ও সুখ ভোগ করিতেন।

কিন্তু যখন ক্লাইব পাঁচ বৎসরের জন্য ইংলণ্ডে গমন করিলেন, নূতন গবর্ণর বান্সিটার্ট সাহেব ও তদীয় কৌন্সিলের সদস্যগণ দেখিলেন যে নবাব অত্যন্ত অমিতব্যয়ী এবং তাঁহাদিগের সমস্ত দেয় অর্থ দিতে অসমর্থ; সুতরাং তাঁহারা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত ও তাঁহার জামাতা মীরকাশিমকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এরূপ শীঘ্রই করা হইল। মীরকাশিমের রাজ্যশাসন ও তাঁহার সিংহাসনচ্যুতির বিবরণ পরবর্তী প্রকরণে প্রদত্ত হইবে।

ইহার পরে কলিকাতা কৌন্সিল কর্ত্তৃক মীরজাফর নবাবীপদে পুনরধিষ্ঠিত হন, এবং এই অনুগ্রহের জন্য তাঁহাকে বিলক্ষণ অর্থদণ্ড স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ১৭৬৫ অব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়; এই মৃত্যুর আংশিক কারণ কৌন্সিলের অতিরিক্ত ও বারম্বার অর্থপ্রার্থনা। তৎপুত্র কৌন্সিলকে অনেক অর্থ প্রদান করিয়া সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহার নাম নাজিমউদ্দৌলা। তিনিই বাঙ্গালার শেষ মোগল সুবাদার; কারণ তাঁহার সময়েই সম্রাট্ ইংরেজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানিকে এতৎ প্রদেশের দেওয়ানী প্রদান করেন; সুতরাং কোম্পানি পূর্ব্ব হইতে বস্তুতঃ যেরূপ বাঙ্গালার অধীশ্বর ছিলেন বিধিমতে এক্ষণে তদ্রূপ হইলেন।

§৩। মীরকাশিম।——যখন মীরকাশিম তদীয় শ্বশুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন, তিনি ইংরেজদিগকে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিনটী জেলা প্রদান করেন। ১৭৬০ সালে এইরূপ ঘটে।

কিন্তু নূতন নবাব চতুর ও তেজীয়ান্ শাসনকর্ত্তা ছিলেন; এবং যে ইংরেজ প্রভুরা তাঁহাকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিল, তাহাদিগের বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক স্বয়ং স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে তিনি কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি রাজধানী

মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিলেন, এবং এই আশায় মুঙ্গেরে বাসস্থল করিলেন যে কলিকাতা হইতে এতদূরে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন থাকিতে পারিবেন। অনন্তর তিনি একটী বৃহৎ সেনা সংগৃহীত ও ইউরোপীয় প্রণালীতে শিক্ষিত করিতে লাগিলেন।

প্রায় এই সময়ে সম্রাট্ দ্বিতীয় সাহ আলম চিরস্থায়ীরূপে বিহার অধিকার করিতে আবার চেষ্টা করেন; কিন্তু কর্ণেল কার্ণাক পাটনার দ্বিতীয় যুদ্ধে তাঁহাকে পুনর্ব্বার পরাজিত করেন। এই পরাজয়ের পরে সম্রাট্ বিজয়ী কর্ণেল কার্ণাকের সহিত পাটনায় গমন করেন। সেখানে মীরকাশিম তাঁহাকে সমুচিত সন্মান প্রদর্শন করেন, এবং এনিমিত্ত মোগল সম্রাট্ কর্ত্তৃক যথাবিধি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারীপদে অভিষিক্ত হন।

পরিশেষে ১৭৬৩ অব্দে কলিকাতার কৌন্সিলের সহিত প্রকাশ্যরূপে মীর কাশিমের বিবাদ বাধিল। প্রথমে মীর কাশিম যথার্থ পথেই চলিতেছিলেন এরূপ প্রতীতি হয়, কারণ কৌন্সিলের আচরণে অন্যায় ও দৌরাত্ম্য লক্ষিত হয়। কিন্তু পাটনার হত্যাদ্বারা নবাব আপনাকে কলঙ্কিত করেন। ইংরেজ সেনা অগ্রসর হওয়াতে যখন পাটনার দুর্গে অবস্থিতি করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল, তখন ক্রোধান্ধ হইয়া তিনি সমুদয় (১৪৮ জন) ইংরেজ বন্দীদিগকে বধ করিতে আদেশ দিলেন। ইংরেজ সেনা শীঘ্রই অগ্রসর হইয়া পাটনা অধিকার করিল। মীরকাশিম অযোধ্যায় পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন এবং সেখানে তত্রত্য শাসনকর্ত্তা অযোধ্যার নবাব উজির ও মোগল সম্রাট্ সাহ আলমের আশ্রিত হইলেন। এই দুই ভূপালদ্বয় মীর কাশিমকে সাহায্য করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, এবং তিনজনে পাটনার অভিমুখে যাত্রা করিলেন, ১৭৬৪। কিন্তু তাঁহারা ইংরেজ সেনা কর্ত্তৃক প্রতিহত হইলেন, এবং পরিশেষে শোণনদ তীরবর্ত্তী বকসারে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। পরে ১৭৬৪ সালের অক্টবর মাসে বক্সারের মহাযুদ্ধ ঘটে। মেজর মন্রো ইংরেজ সেনার অধিনায়ক ছিলেন। নবাব উজির সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন এবং ১৩০টী কামান হারান।

এই জয়লাভদ্বারা অতি প্রয়োজনীয় ফল লব্ধ হইল। অযোধ্যার নবাব উজির, নামে দ্বিতীয় সাহ আলমের অধীন হইলেও, বহুকাল পর্য্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রভু ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার দর্প সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ হইল; এবং পরে তিনি ইংরেজদিগের দয়ার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে ইংরেজরা

আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যপ্রদেশস্থ সমভূমির প্রকৃত প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে সম্রাট্ স্বয়ং ইংরেজ শিবিরে উপস্থিত হইলেন।

§ ৪। বাঙ্গালার দেওয়ানীপদে মোগল সম্রাট্ কর্তৃক ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির নিয়োগ। —— আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে ক্লাইব ইংলণ্ডে গমন করিলে পর তাঁহার অনুপস্থিতিকালে কলিকাতার ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়াছিল, এবং কৌন্সিলের মেম্বরেরা দেশের মঙ্গল চিন্তা অপেক্ষা কিসে আপনাদিগকে ধনশালী করিতে পারিবেন সেই চিন্তাই করিতেছিলেন। এনিমিত্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরেরা, মহোপকার প্রাপ্তি নিমিত্ত পূর্ব্বে ক্লাইবের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ না হইলেও, এক্ষণে অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিলেন যে এই সকল দোষ ও অত্যাচার নিবারণার্থ ক্লাইব পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে যান। পরিশেষে ক্লাইব সম্মত হইলেন, এবং তিনি ১৭৬৫ সালে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। ডাইরেক্টরেরা আদেশ দিয়াছিলেন যে তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীগণ উপঢৌকন গ্রহণ করিতে পারিবে না। ক্লাইব সর্ব্বপ্রথমে এই আদেশটী কার্য্যে পরিণত করিলেন। এই নিয়ম প্রতিপালন করিবে এই মর্ম্মে তিনি সকলের নিকটে নিয়ম পত্র স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। অনন্তর তিনি আলাহাবাদস্থিত ইংরেজ সেনা সন্নিধানে চলিলেন। সেখানে সম্রাট্ সাহ আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা সেনানী কর্ণাকের শিবিরে সন্ধি প্রার্থনায় উপস্থিত ছিলেন। সন্ধিবন্ধনের ফল এই হইল, ইংরেজদিগের বিশ্বাসী মিত্র হইবেন এই নিয়মে সুজা অযোধ্যা পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন; কোরা ও আলাহাবাদ এই দুইটী প্রদেশ সম্রাট্কে প্রদত্ত হইল; সম্রাট্ ইংরেজদিগকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ প্রভুত্বসূচক রাজস্ব সংগ্রহ সত্ব প্রদান করিলেন, এবং ইংরেজেরা ইহার পরিবর্ত্তে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। যদিও বহুকাল পূর্ব্ব হইতে বাস্তবিক ইংরেজদিগের এরূপ সমস্ত শক্তিই ছিল, তথাপি দেওয়ানীর বাদশাহী সনন্দলাভে অনেক উপকার হইল, কারণ ইহাতে তাঁহারা বিধিমতে (ও কার্য্যতঃ) এতদ্দেশের অধীশ্বর হইলেন। এই ঘটনা ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্ট তারিখে ঘটে। অল্পদিন মধ্যে বাঙ্গালার নবাব বহুবৃত্তি পাইয়া রাজকার্য্য হইতে অপসারিত হইলেন।

৫। ক্লাইবের শাসনপ্রণালী সংস্কার। —— ক্লাইব যে শাসনপ্রণালী সংস্কার নিমিত্ত ভারতবর্ষে প্রেরিত হন, সেই কার্য্য সাধনার্থেই তাঁহার শাসনকালের অবশিষ্ট

কয়েক মাস অতিবাহিত হয়। তিনি ইংরেজ সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের লাভ হ্রাস করেন; এবং তাঁহার ইচ্ছার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে সম্মত তাহাদিগের মধ্যে প্রায় দুইশত ব্যক্তির ষড়যন্ত্র স্থিরপ্রতিজ্ঞাসহকারে বিফল করেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত তিনি কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের স্বার্থে বাণিজ্য প্রবৃত্তি নিবারণার্থে কঠিন উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

১৭৬৭ অব্দে ক্লাইব শেষবার ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। যৎকালে তিনি ১৭৬৫ অব্দে এতদ্দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তৎকালাপেক্ষা তিনি এক্ষণে নির্ধন হইয়াছিলেন। মহাসম্মান সহকারে তিনি ইংলণ্ডে অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু তদীয় শাসন-প্রণালী সংস্কার নিমিত্ত তাঁহার অনেক শত্রু হইয়াছিল। তিনি যে সকল লোককে শাস্তি দিয়াছিলেন, অথবা যাহাদিগের দুষ্টাভিসন্ধির প্রতিবন্ধকতা করিয়াছিলেন, তাহাঁরা তাঁহার বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইল। ডাইরেক্টরদিগের সভা তাঁহার সমুচিত সহায়তা করিলেন না; কিন্তু তাঁহারা স্বীকার করিলেন যে তিনি স্বদেশের উপকার সাধক পুরস্কারযোগ্য অনেক কার্য্য করিয়াছেন। ডুপ্লের মৃত্যুর দশবৎসর পরে, ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস, ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর-জেনেরেল।

§ ১—বাঙ্গালায় দ্বিবিধ শাসনপ্রণালীর বিলয়। § ২—রোহিলা যুদ্ধ। § ৩—ওয়ারেণ হেষ্টিংস, ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনেরেল। § ৪—মহীসুরের সুলতান হায়দর আলি ও টিপু।

§ ১। বাঙ্গালায় দ্বিবিধ শাসনপ্রণালীর বিলয়।—— ক্লাইব ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিলে, বেরেলেষ্ট সাহেব বাঙ্গালার গবর্ণর হন; এবং তাঁহার পরে কার্টিয়ার সাহেব ১৭৭২ অব্দ পর্য্যন্ত গবর্ণর ছিলেন। এই সময়ে বাঙ্গালায় দ্বিবিধ শাসনপ্রণালী ছিল, অর্থাৎ শাসনভার কিয়ৎ পরিমাণে নবাবের দেশীয় কর্ম্মচারী-দিগের হস্তে এবং কিয়ৎ পরিমাণে ইংরেজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের হস্তে ছিল। এই অবস্থায় অনেক বিশৃঙ্খলা ও দোষ উপস্থিত হয়; ইহাতে

প্রজাগণের ও রাজস্বের ক্ষতি হইত, কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের লাভ ছিল। পরিশেষে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানি দ্বিবিধ শাসনপ্রণালীর অন্ত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা ১৭৭২ অব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে এই প্রকার আদেশ সহ বাঙ্গালার গবর্ণর করিয়া পাঠাইলেন যে দেওয়ানীসত্ত্বে কোম্পানির যে সমুদয় ক্ষমতা আছে সে সমুদয় স্বহস্তে গ্রহণ করিবে।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস পূর্ব্বেই বাঙ্গালার সিবিল সর্ব্বিসের অনেক প্রধান প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং মান্দ্রাজের কৌন্সিলের মেম্বর হইয়াছিলেন। গবর্ণর হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলে, তিনি অনতিবিলম্বেই মুরশিদাবাদ হইতে তন্নগরীতে রাজপাট উঠাইয়া আনিলেন; সত্বর ইষ্টি-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির ক্ষমতাধীনে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারালয় সংস্থাপনের বন্দোবস্ত করিলেন; এবং নূতন বিধিব্যূহ প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

§ ২। রোহিলা যুদ্ধ।—— ১৭৭৪ অব্দে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল হইবার পূর্ব্বে যৎকালে হেষ্টিংস বাঙ্গালার গবর্ণর ছিলেন, রোহিলা যুদ্ধ তৎকালের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। সম্রাট্ মহম্মদ সাহের রাজত্বকালের বিশৃঙ্খলা সময়ে রোহিলা নামক আফগান জাতীয় লোকে অযোধ্যার উত্তরপশ্চিমবর্ত্তী প্রদেশ জয় করিয়া তথায় বাস করে (১৫ অধ্যায় ৩ প্রকরণ দেখ); তাহাদিগের নামানুসারে উহাকে এক্ষণে রোহিলা খণ্ড বলে। ১৭৭১ অব্দে মারহাট্টারা রোহিলাখণ্ড আক্রমণ করিয়াছিল; এবং অযোধ্যার নবাব উজির বলেন যে রোহিলারা দেশরক্ষা জন্য তাঁহাকে চল্লিশ লক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছিল। ১৭৭৩ অব্দে মারহাট্টারা রোহিলাখণ্ড পরিত্যাগ করিল; নবাব এক্ষণে চল্লিশ লক্ষ টাকা দাওয়া করিলেন, কিন্তু রোহিলারা বলিল আমরা এ প্রকার অঙ্গীকার করি নাই। নবাব হেষ্টিংসের নিকটে আবেদন করিলেন। হেষ্টিংস তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন, এবং পরিণামে একটী ক্ষুদ্র ইংরেজ সেনাদল রোহিলাখণ্ডে পাঠাইলেন। ফল এই হইল; রোহিলারা বিজিত ও তাহাদিগের দেশ অযোধ্যার নবাব উজিরকে প্রদত্ত হইল; আর যে চল্লিশ লক্ষ টাকা লইয়া বিবাদ হইতেছিল, তাহা যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় সহ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে প্রদত্ত হইল।

§ ৩। ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনেরল।——প্রায় এই সময় লণ্ডনস্থ পর্লিয়ামেণ্ট মহাসভা, ভারতবর্ষীয় ইংরেজ শাসনের অনেক বিশৃঙ্খলা ও অত্যাচারের কথা শুনিয়া, উক্ত শাসনপ্রণালীর উৎকৃষ্টতর বন্দোবস্ত নিমিত্ত একটী

বিধি প্রণয়ন করিলেন। এই বিধির নাম রেগুলেটিং আক্‌ট (নিয়ামক বিধি); ১৭৭৩ অব্দে উহা প্রণীত হয়, এবং ১৭৭৪ অব্দ হইতে উহার কার্য্যারম্ভ হয়। নিয়ামক বিধি দ্বারা যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তন্মধ্যে এই আদেশ ছিল যে বাঙ্গালার গবর্ণর ভারতবর্ষীয় সমস্ত ব্রিটিশ অধিকারের গবর্ণর-জেনেরল হইবেন, এবং তদীয় কৌন্সিলের (মন্ত্রীসভার) সদস্য চারিজনের মন্ত্রণানুযায়ী এই সকল অধিকারের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। কৌন্সিলে যে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে, তাহাতে গবর্ণর-জেনেরল ও কৌন্সিলের মেম্বরগণ প্রত্যেকে এক একটী মত দিতে পারিবেন; এইরূপে কৌন্সিলের প্রত্যেক মেম্বর প্রায় গবর্ণর-জেনরলের ন্যায় ক্ষমতাশালী হইলেন। ঈদৃশ অবস্থায় শাসনকার্য্য উত্তমরূপে চলিবার সম্ভাবনা ছিল না।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস এক্ষণে ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনেরল হইলেন। কৌন্সিলের চারিজন মেম্বরের মধ্যে বারয়েল সাহেব অনেকদিন ভারতবর্ষে ছিলেন এবং সাধারণতঃ হেষ্টিংসের মতের পোষকতা করিতেন; কিন্তু অন্য তিনজন এতদ্দেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ ছিলেন, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে একজন (ফ্রান্সিস্‌ সাহেব, পরে সর ফিলিপ ফ্রান্সিস্‌) গবর্ণর-জেনেরলের অত্যন্ত শত্রু ছিলেন। সুতরাং কৌন্সিলে তর্ক বিতর্ক হইয়া গবর্ণর-জেনেরলের মত গ্রাহ্য হইত না, এবং ১৭৭৬ সালে তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের মৃত্যু হইবার পূর্ব্বে মেম্বর তিনজনই আপনাদিগের অভিমতানুসারে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

এই সময়ে সাধারণতঃ লোকে বুঝিয়াছিল যে হেষ্টিংসের ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে; এবং যাহারা কৌন্সিলের প্রবল মেম্বর দলকে সন্তুষ্ট করিতে অভিলাষী ছিল, তাহারা হেষ্টিংসের নামে অনেক অভিযোগ করিয়াছিল। অভিযোগের মধ্যে প্রধান গুলি নন্দকুমার উপস্থিত করেন। বিশ্বাসঘাতকতা ও কৃতঘ্নতা জন্য তাঁহার কুখ্যাতি ছিল। কিন্তু ফ্রান্সিস ও তদীয় সহযোগীগণ তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন, এবং গবর্ণর-জেনেরলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করিলেন। সহসা একজন প্রধান দেশীয় বণিকের অভিযোগে জাল অপরাধে নন্দকুমার ধৃত হইলেন; সর ইলাইজা ইম্পে কর্ত্তৃক সুপ্রিমকোর্টে তাঁহার বিচার হইল, জুরিরা তাঁহাকে দোষী বিবেচনা করিলেন, এবং তাঁহার ফাঁসী হইল——ফাঁসীই তৎকালে জাল অপরাধের শাস্তি ছিল। এই ফাঁসীতে চতুর্দ্দিকে হুলস্থুল পড়িয়াগেল এবং অন্যায়রূপে আপনার দোষ ঢাকিতে গিয়া হেষ্টিংস এই কার্য্য করিয়াছেন

বলিয়া লোকে তাঁহার অপবাদ দিয়া থাকে; কিন্তু নন্দকুমার যে ন্যায়ানুসারেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন, ইহা সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। নন্দকুমারের অপরাধ স্থিরীকরণ ও ফাঁসীসম্বন্ধে হেষ্টিংস যে কোনরূপে লিপ্ত ছিলেন না, ইহার এই একটী উৎকৃষ্ট প্রমাণ যে যদিও কৌন্সিলের মেম্বরেরা এতদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া ইহার মীমাংসাজন্য ইংলণ্ডে পত্র লিখিতে পারিতেন, তথাপি তাঁহারা এরূপ করিতে সম্মত হন নাই।

কলিকাতায় সংস্থাপিত সুপ্রিমকোর্টের জজেরা এতদ্দেশীয় লোকদিগকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে ও ভারতবর্ষকে ইংরেজী আইনের শুভফল প্রদান করিতে গিয়া অনেক ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। জমিদার ও রাইয়তদিগের বিষয়ে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের উকিলেরা সর্ব্বত্রই বিবাদ বাধাইতে ছিল। এইরূপ বিরক্তিকর হস্তক্ষেপ হইতে জমিদারদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত হেষ্টিংস এবিষয়ে হাত দিলেন, এবং এপ্রণালী পরিবর্ত্তন জন্য পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন হইল; আর ইতিমধ্যে ইহার ঔষধ আবিষ্কৃত হইল। সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি পদে গবর্ণর-জেনেরল স্বয়ং ও তাঁহার কৌন্সিলের সদস্যগণ নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু এই পদের কার্য্য করিতে তাঁহারা পরিতেন না। হেষ্টিংস এক্ষণে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সর ইলাইজা ইম্পেসাহেবকে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতির পদ দিতে চাহিলেন। ইহাতে উভয় দলের মিলন হইল, এবং ইম্পেসাহেব এতদ্দেশীয় লোকের সরল আচার ব্যবহারের অনুযায়ী বিচার প্রণালী সংস্থাপন বিষয়ে মনোযোগ করিতে পারিলেন। যদিও ইহা তৎকালে ডাইরেক্টর সভার অভিমত হইল না, প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে সুপ্রিমকোর্টের সহিত কোম্পানির পুরাতন আপিল আদালত মিলিত হইয়া এক্ষণে এই প্রণালীই পুনঃ প্রচলিত হইয়াছে।

তদীয় শাসনকালের শেষভাগে হেষ্টিংস অনেক মহা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী প্রকরণে ইহাদিগের কিয়দ্বিবরণ প্রদত্ত হইবে। এই সকল সংগ্রামের অর্থ সংগ্রহ নিমিত্ত, তিনি কএকটী কঠোর উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ বারাণসীর রাজা চৈতসিংহ ও অযোধ্যার বেগমদিগের প্রতি অন্যায়াচরণ হইয়াছিল। এই সকল ও অন্যান্য আর কএকটী কার্য্য জন্য তিনি পরে ইংলণ্ডবাসিদিগের নিকটে অত্যন্ত নিন্দিত হন।

বারাণসী পূর্ব্বে অযোধ্যার নবাব উজিরের অধীন ছিল; কিন্তু ১৭৭৫ অব্দে ইংরেজ কৌন্সিলের প্রবল দল, হেষ্টিংসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ইংরেজদিগকে বারাণসী প্রদেশ প্রদান করিতে নবাবকে বাধ্য করেন। অনন্তর তাঁহারা এই প্রদেশ তত্রত্য হিন্দু জমিদারকে দেন। জমিদার এই নিয়মে ইংরেজদিগের আশ্রিত করদ রাজা হইলেন, যে তিনি বার্ষিক সাড়ে বাইশলক্ষ টাকা কর দিবেন। ১৭৮০ অব্দে মহীশূরের সুলতান ও মারহাট্টাদিগের সহিত সংগ্রাম চালাইবার নিমিত্ত অধিকতর অর্থের অত্যন্ত প্রয়োজন হওয়ায়, গবর্ণর-জেনেরল চৈতসিংহকে জানাইলেন যে সাড়ে বাইশলক্ষ অপেক্ষা তাঁহাকে অধিকতর কর দিতে হইবে, এবং ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থে তাঁহাকে কিয়ৎসংখ্যক সৈন্যও যোগাইতে হইবে। এরূপ করিতে রাজার অত্যন্ত অনিচ্ছা ছিল; সুতরাং প্রধানতঃ তদ্দ্বারা আজ্ঞা প্রতিপালন করাইয়া লইবার অভিপ্রায়েই ওয়ারেণ হেষ্টিংস বারাণসী যাত্রা করিলেন। পরিশেষে রাজার অকৃতজ্ঞতায় হেষ্টিংস এত বিরক্ত হইয়াছিলেন, যে তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত তিনি কয়েকজন সিপাহীকে আদেশ দেন। কিন্তু রাজা চৈতসিংহকে বারাণসীর লোকে এত শ্রদ্ধা করিত, যে এই আদেশের কথা শুনিয়া তাহারা অবিলম্বে বিদ্রোহী হইল এবং যে সিপাহীরা আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে গিয়াছিল তাহাদিগকে হত্যা করিল; অনন্তর তাহারা আসিয়া হেষ্টিংসের বাসস্থল পরিবেষ্টন করিল। রাজা নগরী হইতে পলায়ন করিলেন। গবর্ণর-জেনেরল অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন, কারণ তাঁহার অল্পসংখ্যক রক্ষক ছিল; তথাপি তিনি তাঁহার ধৈর্য্য বা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হারান্ নাই, এবং পরিণামে চুনার দুর্গে পৌছিতে সমর্থ হন। এক্ষণে চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার নিকটে সৈন্য সকল সমাহৃত হইল; রাজার ২০,০০০ সৈন্য পরাজিত হইল, এবং যে বীজগড়ে তিনি আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহা হস্তগত হইল। কিন্তু বীজগড়ে প্রাপ্ত চৈতসিংহের ধনরাশি সৈন্যগণে লুঠ করিল, এবং রাজা গোয়ালিয়রে পলায়ন করিলেন। সুতরাং হেষ্টিংস দুইদিকে নিরাশ হইলেন। তিনি চৈতসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বারাণসীর রাজা করিলেন, এবং অনন্তর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

পরবৎসর অযোধ্যার বেগমদিগের নিকটে অনেক অর্থ গ্রহণ করিতে তিনি অপেক্ষাকৃত কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ১৭৭৫ অব্দে অযোধ্যার প্রাচীন নবাব উজিরের মৃত্যু হয়, এবং তাঁহার মাতা ও বিধবা স্ত্রী, এই বেগমদ্বয়, বলিলেন যে অযোধ্যা

রাজ্যের সমস্ত সঞ্চিত ধনরাশি তিনি তাঁহাদিগকে উইল করিয়া দিয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় ইংরেজ কৌন্সিল, হেষ্টিংসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, নূতন নবাবকে আদেশ দিলেন যে বেগমদিগকে এই সমস্ত অর্থ রাখিতে দাও; এবং এইরূপে, সৈন্যগণের বেতন দিতে, কি ইংরেজদিগের ঋণ পরিশোধ করিতে, নূতন নবাবের কিছুমাত্র অর্থ রহিল না। ১৭৮১ অব্দে নবাব বলিলেন যে বেগমদিগের গৃহীত অর্থ ব্যতিরেকে এই ঋণ পরিশোধ করিতে আমি অসমর্থ; এবং চৈতসিংহকে অর্থ ও সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া বেগমদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইল। সুতরাং হেষ্টিংস ইংরেজদিগকে দেয় ঋণ পরিশোধ নিমিত্ত নবাবকে বেগমদিগের নিকট হইতে ৭৬ লক্ষ টাকা বলপুর্ব্বক গ্রহণ করিতে অনুমতি দিলেন। একার্য্যটী কতদূর ন্যায়ানুগত হইয়াছিল, এবিষয়ে অত্যন্ত সন্দেহ আছে; কিন্তু এই সমুদয় অর্থ গ্রহণ করিতে আদৌ বেগমদিগের কিরূপ সত্ব ছিল ইহা স্থির করা যায় না। সে যাহা হউক, বেগমদিগের প্রতি ও চৈতসিংহের প্রতি আচরণ জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লণ্ডনস্থ ডাইরেক্‌টরেরা হেষ্টিংসকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করেন; সুতরাং তিনি গবর্ণর-জেনেরলি পদ ত্যাগ করিতে সংকল্প করিলেন। ১৭৮৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করেন। তিনি ইংলণ্ডে পৌছিবার অল্পদিন পরেই, তাঁহার শত্রুগণ তাহার ভারতবর্ষীয় আচরণের বিচার নিমিত্ত কৃত-সংকল্প হইল; এবং বার্ক নামক প্রসিদ্ধবক্তা হেষ্টিংসের নামে মোকর্দ্দমা করিতে বিশেষ জিদ প্রদর্শন করেন। লর্ডস্‌ সভায় মোকর্দ্দমার বিচার হয়, কমন্স সভা অভিযোক্তা ছিলেন। এরূপ বিচারকে "ইম্পিচমেণ্ট" বলে। ১৭৮৮ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ইহার আরম্ভ হয়; এবং ১৭৯৫ সালের ২৩এ আপ্রিল পর্য্যন্ত বিচার চলিয়াছিল। শেষ তারিখে তিনি সম্পূর্ণরূপে ও সম্মান সহকারে মুক্তিলাভ করেন। মোকর্দ্দমায় তাঁহার দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইল। এইরূপে অপেক্ষাকৃত দৈন্যদশাপন্ন হইলেও, তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (১৮১৯ খৃষ্টাব্দ) ডেল্‌স্‌ফোর্ডে শান্তভাবে বাস করেন। পুনরায় একবার মাত্র তিনি সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং সেবার (১৮১৩ অব্দে) তিনি কমন্স সভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতে আহূত হইয়াছিলেন। সেসময়ে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনার্থে সভাস্থ সমস্ত লোকে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

১৭৮৪ অব্দে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী সম্বন্ধে ইংলণ্ডে ও এতদ্দেশে কয়েকটী প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন করেন। প্রধান কথা এই

যে ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিয়ামক শক্তি সমস্ত আবশ্যক বিষয়ে, ইংলণ্ডাধিপতির একজন মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত হইল; ইঁহার নাম "বোর্ড অব কণ্ট্রোলের" প্রেসিডেণ্ট, এবং ইনি গবর্ণর-জেনেরল নিয়োগ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। পার্লিয়ামেণ্টের যে বিধি দ্বারা এই সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, তাহাকে পিটসাহেবের ভারতবর্ষীয় বিল বলে, কারণ ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী পিটসাহেব ইহার পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন। ফক্স নামে পিটসাহেবের একজন প্রধান প্রতিযোগী পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে আর একটী বিধি প্রণয়ন নিমিত্ত পার্লিয়ামেণ্ট সভার মত করিবার চেষ্টা করেন; ইহাতে ভারতবর্ষীয় ইংরেজ অধিকার সকল, এক্ষণে যেরূপ আছে, প্রায় তদ্রূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংলণ্ডাধিপতির শাসনাধীন হইত। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্ট এই বিধি মঞ্জুর করেন নাই।

§ ৪। মহীসুরের সুলতান হায়দরআলি ও টিপু।—— যে অত্যন্ত অর্থাভাবে হেষ্টিংস বারাণসীর রাজা ও অযোধ্যার বেগমদিগের প্রতি কঠোরাচরণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ এই যে প্রায় এই সময়ে তিনি অনেক মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মারহাট্টাগণ, মহীশূরের সুলতান, করাসী ও ওলন্দাজদিগের সহিতই এই সকল যুদ্ধ হইতেছিল। প্রথম মারহাট্টা সংগ্রাম নামে অভিহিত মারহাট্টা-দিগের সহিত সংগ্রাম ১৭ অধ্যায়ের ৮ প্রকরণে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে; এবং আমরা দেখিয়াছি যে অন্যত্র ইংরেজেরা যেরূপ নানাবিধ বিপদে পড়িয়া-ছিলেন এবং বিশেষতঃ মহীশূরের সহিত তাঁহাদিগের যেরূপ যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহাতে তাঁহারা প্রথমে রাঘবকে যে সাহায্য দিতে চাহেন তাহা বিফল হয়।

হায়দরআলি নামক প্রসিদ্ধ যুদ্ধকুশল সেনানীর অসামান্য শক্তি প্রভাবে দক্ষিণাপথে মহীশূর রাজ্য প্রাধান্য ও আধিপত্য লাভ করে। এই ব্যক্তি মহীশূরের হিন্দুরাজার একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন; এবং ১৭৬১ অব্দে রাজা ও মন্ত্রীকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া স্বয়ং ইহার সুলতান হন। তিনি পূর্ব্বেই বহুসংখ্যক সৈন্য ও অনেক ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এবং সিংহাসনে আরোহণ করিবার অনতিদীর্ঘ কালপরেই, তিনি বল পূর্ব্বক বিদ্নোর দুর্গ হস্তগত করেন এবং সেখানে অপরিমেয় ধনরাশি প্রাপ্ত হন্। ইহাতে ভবিষ্যৎ যুদ্ধ সমূহে তাঁহার আনুকূল্য হইয়াছিল।

১৭৬৫ অব্দে চতুর্থ পেশোয়া মধুরাওর অধীনে মারহাট্টারা হায়দরের রাজ্য আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার সৈন্যগণকে পরাস্ত করিল; এ নিমিত্ত তিনি উত্তর সীমানায় যে সকল প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন, সে সকল ৩২ লক্ষ টাকা সহ তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। কিন্তু পরবৎসর তিনি আপনার অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে সংশোধন করেন, কারণ পশ্চিমাভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা পূর্ব্বক তিনি উত্তর মলবর প্রদেশ আক্রমণ করিয়া তাহার অধিকাংশ জয় করেন। এখানে তিনি অতিশয় লজ্জাকর বিশ্বাসঘাতকতা দোষে দোষী হইয়াছিলেন; কারণ যদিও কলিকট্টের ক্ষুদ্র রাজা জামোরিন আসিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তথাপি তিনি সহসা উক্ত নগর আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করেন। জামোরিন, ভাগ্যে আর কি ঘটিবে ভাবিয়া, রাজপ্রাসাদে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক তাহাতে প্রাণ ত্যাগ করেন।

ক্লাইব শেষবার ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার অনতি দীর্ঘকাল পূর্ব্বে হায়দার আলির সহিত মান্দ্রাজের ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রথম মহীশূর যুদ্ধ বাধে, ১৭৬৬। প্রথমে মধুরাওর অধীন মারহাট্টারা এবং হায়দরাবাদের নিজামের সৈন্যগণ ইংরেজদিগের সহায় ছিল; কিন্তু হায়দর তাহাদিগকে উৎকোচ দিলেন, এবং পরিণামে নিজামের সৈন্যগণ মহীশূরের সৈন্যগণের সহিত যোগ দিল। কর্ণেল স্মিথ ইংরেজদিগের সেনানী ছিলেন; এবং এক সময়ে তিনি অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছিলেন, কারণ তাঁহার সঙ্গে কেবল ৭,০০০ লোক ও ১৬টী কামান ছিল, এবং তদ্বিরুদ্ধে হায়দর ও নিজামের ৭,০০০০ লোক ও ১০০টী কামান ছিল। কিন্তু পরিণামে তিনি চাঙ্গামা নামক স্থানে তাহাদিগের আক্রমণ নিবারণ করেন, এবং অনতিবিলম্বে ত্রিনকমলীতে তাহাদিগকে পরাস্ত করেন, ১৭৬৭ খৃঃ অঃ। এই দুইটী স্থানই দক্ষিণ আর্কাড্ প্রদেশের অন্তর্গত। ভাগ্যপরিবর্ত্তন সহকারে দুই বৎসর যুদ্ধ চলে; এবং এক সময়ে হায়দরের উপর এত চাপাচাপি হইয়াছিল, যে তিনি সন্ধি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হন। কিন্তু পরিশেষে, ১৭৬৯ অব্দে কৌশলী মহীসুরাধিপতি, কর্ণেল স্মিথ সাহেবের সেনার পার্শ্ব কাটাইয়া, বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে দ্রুত যাত্রা করিয়া মান্দ্রাজের কয়েক মাইল মধ্যে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে মান্দ্রাজের কৌন্সিল অবিলম্বে তাঁহার সহিত এই নিয়মে সন্ধি করিলেন, যে যুদ্ধারম্ভ কালে যাহার যাহা ছিল তাহার তাহাই থাকিবে। এই মান্দ্রাজের সন্ধিদ্বারা প্রথম মহীশূর যুদ্ধ সমাপ্ত হয়।

১৭৬৯ অব্দে হায়দর মধুরাও ও মারহাট্টাদিগের দ্বারা আক্রান্ত হন। পরে যে সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাতে তিনি বারম্বার পরাজিত ও প্রায় ধ্বংসোন্মুখ হন; এবং পরিশেষে ১৭৭২ অব্দে, (প্রায় যে সময়ে হেষ্টিংস বাঙ্গালার গবর্ণর হন,) মহীশূরের দুর্ভাগ্য স্থলতান মারহাট্টাদিগকে তাঁহার রাজ্যের উত্তরভাগ প্রদান করিয়া এবং বহু অর্থ দিতে স্বীকার করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তিনি যাহা যাহা হারাইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী ছয় বৎসরে তাহা অপেক্ষাও অধিক পুনঃ প্রাপ্ত হন; ইহার কারণ মধুরাওর মৃত্যু ও মারহাট্টাদিগের গৃহবিচ্ছেদ [১৭ অধ্যায় ৭ প্রকরণ দেখ]।

১৭৮০ সালে হায়দরের সহিত ইংরেজদিগের দ্বিতীয় মহীশূর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। ইংরেজেরা প্রথম মারহাট্টা সংগ্রামের দায়ে ঠেকিলে, মহীশূরের স্থলতান এই সুযোগে কর্ণাটের ইংরেজ রাজ্য জয় করিতে তাঁহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত মারহাট্টাদিগের ও হায়দরাবাদের নিজামের মত করান। ১৭৮০ সালের জুলাই মাসে ৯০,০০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে তিনি কর্ণাট আক্রমণ করেন, এবং প্রথমে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হন। তিনি ইংরেজদিগের অনেক দুর্গ হস্তগত করেন, এবং পরিশেষে কর্ণেল বেলির অধীন ইংরেজসেনাদলকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন। বেলি স্বয়ং প্রায় ২০০ লোক সহিত বন্দী হন। সর হেক্‌টর মনরো ইংরেজদিগের প্রধান সেনাপতি ছিলেন; এবং তিনি এক্ষণে মান্দ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে এবং কলিকাতাস্থ গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। হেষ্টিংস অবিলম্বে কিয়ৎসংখ্যক সৈন্য সমেত সর এয়ার কূটকে সমুদ্র পথে মান্দ্রাজে প্রেরণ করিলেন; এবং এই সাহসী ও কৌশলী সেনানী ১৭৮১ সালেই পোর্টনবো, পল্লিলোর, ও সলিংগড় এই তিন স্থানের মহাযুদ্ধে হায়দরকে পরাজিত করিলেন। কিন্তু পরবৎসর পীড়াবশতঃ সর এয়ার কূট কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হন; এবং বিভিন্ন ফল সহকারে সমস্ত বৎসর যুদ্ধ চলে, পরিশেষে সহসা ১৭৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে হায়দরের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র টিপু এক্ষণে মহীশূরের স্থলতান হইলেন। ইংরেজদিগের প্রতি টিপুর মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ ছিল। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় নিষ্ঠুর ও ক্রদ্ধস্বভাব ছিলেন, এবং রণকৌশলে প্রায় তত্তুল্যই ছিলেন; আর সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানে তদপেক্ষা অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত আর একবৎসর যুদ্ধ চালাইলেন; এবং পরিশেষে,

১৭৮৪ অব্দে, যখন কর্ণেল ফুলার্টনের অধীন একদল ইংরেজসেনা তাঁহার রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ নিমিত্ত যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, তিনি মান্দ্রাজ-গবর্ণমেণ্টের সন্ধি করিলেন। এ সন্ধিবন্ধন গবর্ণর-জেনেরলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটে। এতদ্দ্বারা উভয়পক্ষে সম্মত হন যে যিনি যাহা জয় করিয়া লইয়াছিলেন, তিনি তাহা ফিরাইয়া দিবেন। ইহাতে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অনেক ক্ষতি হইল, কারণ ইংরেজেরা টিপু অপেক্ষা অনেক স্থান জয় করিয়াছিলেন। যে সন্ধিদ্বারা দ্বিতীয় মহীশূর সংগ্রাম সমাপ্ত হয়, তাহাকে মাঙ্গালোরের সন্ধি বলে (১৭৮৪)। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে (১৭৯০) তৃতীয় মহীশূর সংগ্রামের কথা শুনা যাইবে। কিন্তু মহাত্মা মার্কুইস ওয়েলেস্‌লীর শাসন কালে, চতুর্থ মহীশূর সংগ্রামে শেষ মহীশূর বিজয় কার্য্য সমাধা হয় (১৭৯৮-১৭৯৯)।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ঃ—তৃতীয় মহীশূর সংগ্রাম ; এবং বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।
১৭৮৬ ইহাতে ১৭৯৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত।

§ ১—শাসন প্রণালী সংস্কার। § ২—তৃতীয় মহীশূর সংগ্রাম। § ৩—বাঙ্গালার রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। § ৪—বিচারালয় সংস্কার। § ৫—সর জন সোর গবর্ণর-জেনেরেল।

§ ১। শাসন-প্রণালী সংস্কার।—— ১৭৮৫ সালে ওয়ারেণ হেষ্টিংস গবর্ণর-জেনেরলী পদ পরিত্যাগ করিলে পর, উক্ত উচ্চ পদে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল; এবং এই অবসরে কৌন্সিলের সিনিয়র মেম্বর সর জন ম্যাকফারসন সাহেব গবর্ণর-জেনেরলের কার্য্য করেন। পরিশেষে লর্ড কর্ণওয়ালিস নিযুক্ত হইলেন। তিনি সম্ভ্রান্তবংশীয় এবং অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও তেজস্বী ছিলেন; এবং রাজত্বারম্ভেই তিনি সতেজ শাসন প্রণালী সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্লাইব ও ওয়ারেণ হেষ্টিংসের চেষ্টা সত্ত্বেও উহা অন্যায়াচরণ ও উৎকোচ গ্রহণদ্বারা দূষিত হইয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারী ও অন্যান্য চাকরগণ এপর্য্যন্ত অল্পমাত্র বেতন পাইতেন; এবং উৎকোচ গ্রহণ ও অন্য অসৎ

পথাবলম্বনদ্বারা আপনাদিগকে ধনশালী করিবার বিলক্ষণ সুযোগ থাকাতে, তাঁহারা অনেক সময় প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিতেন না। লর্ড কর্ণওয়ালিস এক্ষণে আদেশ দিলেন যে গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে এত উচ্চ বেতন দেওয়া হইবে যে বাণিজ্য বা অসদুপায়দ্বারা অর্থোপার্জ্জন চেষ্টা করিবার কিঞ্চিন্মাত্র কারণ থাকিবে না। এই সদয় আদেশ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা সহকারে দুষ্কৃতকারীদিগকে শাস্তিপ্রদান এতদুভয়দ্বারা শীঘ্রই শুভফল উৎপন্ন হইল।

§২। তৃতীয় মহীশূর সংগ্রাম।——১৭৮৪ সালে মাঙ্গালোরের সন্ধি ও দ্বিতীয় মহীশূর সংগ্রামের সমাপ্তি হইলে পর, টিপুর প্রভাব ও ঐশ্বর্য্য সত্বর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ১৭৮৪ হইতে ১৭৯০ অব্দ পর্য্যন্ত ছয় বৎসর মধ্যে তিনি মারহাট্টাদিগের ও হায়দরাবাদের নিজামের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আক্রমণ নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং তিনি কানাড়া, কুর্গ ও মলবার প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। অনেক সময়ে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার সহকারে তিনি এই জয় কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের অনেক মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলেন, এবং যত লোককে পারিয়াছিলেন বলপূর্ব্বক মুসলমান করেন। অবশেষে তিনি ভারতবর্ষের অতি দক্ষিণ প্রান্তস্থিত ত্রিবাঙ্কোড় প্রদেশের রাজাকে আক্রমণ করিলেন। ত্রিবাঙ্কোড়ের রাজা স্বদেশ রক্ষার্থে যে প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা প্রথমবার আক্রমণ করিতে গিয়া টিপু বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত ও স্বয়ং বিপদগ্রস্ত হইয়া তাড়িত হন। এই নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ গ্রহণার্থে কৃতসংকল্প হন; এবং যে ক্ষুদ্র রাজ্য তাঁহাকে পরাজয় করিতে সাহসী হইয়াছিল, তদ্বিজয় জন্য তিনি মহা আয়োজন করেন কিন্তু ত্রিবাঙ্কোড়ের রাজা ইংরেজদিগের মিত্র ছিলেন; এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস সংকল্প করিলেন যে টিপুর অভিলাষ সিদ্ধ করিতে দিবেন না।

এই সময়ে (১৭৮৮-৮৯) হায়দরাবাদের নিজাম একটী পুরাতন অঙ্গীকার প্রতিপালন করিয়া কৃষ্ণানদীর দক্ষিণবর্ত্তী গণ্টুর প্রদেশ ইংরেজদিগকে প্রদান করেন; এবং বিজিত প্রদেশের কিয়দংশ প্রাপ্ত হইবেন, এই নিয়মে তিনি এক্ষণে টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজদিগকে সাহায্য দিতে সম্মত হইলেন। নানা ফর্নাবিস্ নামক সুচতুর মন্ত্রীর কর্ত্তৃত্বাধীনে [১৬ অধ্যায় ৮ প্রঃ দেখ] পুনার মারহাট্টারাও ঐ নিয়মে সাহায্য করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইল। ১৭৯০ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ যুদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহার্থে স্বয়ং মান্দ্রাজে গমন করিলেন। ১৭৯১ সালের মার্চ্চ মাসে তিনি বাঙ্গালোর

অধিকার করিলেন। আয়তন ও প্রাধান্য অনুসারে বাঙ্গালোর টিপুর রাজ্যের নগরসমূহ মধ্যে দ্বিতীয় গণনীয়। দুই মাস পরে আরিকেরার মহাযুদ্ধে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ টিপু ও তদীয় সমস্ত সেনাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। মারহাট্টারা লর্ড কর্ণওয়ালিসকে যেরূপ সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিল, তদনুসারে যদি তাহারা নিকটে উপস্থিত থাকিত তাহা হইলে এই ঘটনার পরেই রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনও হস্তগত হইত, কিন্তু তাহাদিগের সেনানী হরিপন্থ কেবল লুণ্ঠন করিতে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন ; এ নিমিত্ত যাত্রা করিতে তাঁহার এত বিলম্ব হইয়াছিল যে পরিশেষে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ রসদের অভাবে মান্দ্রাজে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। বৎসরের অবশিষ্ট ভাগ তিনি ভাবী আক্রমণের আয়োজন করিতে এবং টিপুর অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত করিতে নিযুক্ত ছিলেন। ১৭৯২ সালের প্রারম্ভেই তিনি পুনর্ব্বার শ্রীরঙ্গপত্তনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যখন এই মহাদুর্গ পতনোন্মুখ হইল, এমন কি, যখন ইহার বহিঃ প্রাকার গৃহীত হইয়াছিল, তখন লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রস্তাবিত নিয়মানুসারে সন্ধি করিতে টিপু সম্মত হইলেন। নিয়মগুলি এই, তিনি অর্দ্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া দিবেন, ইংরেজদিগকে ৩ কোটি ও মারহাট্টাদিগকে ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন, এবং তাঁহার দুই পুত্রকে প্রতিভূস্বরূপ ইংরেজদিগের হস্তে ন্যস্ত করিবেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস নিজামকে ও মারহাট্টাদিগকে বিজিত প্রদেশের এক এক অংশ দিয়া বিশ্বস্তরূপে আপনার অঙ্গীকার পালন করিলেন। বাস্তবিক তাহাদিগের সেনাগণ যুদ্ধে কিছুই করে নাই, এমন কি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক টিপুকে পত্রাদি লিখিত। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরেজেরা দিন্দিগল, বারমহল ও মলবার প্রদেশ প্রাপ্ত হইলেন ; আর কুর্গ প্রদেশ সাবেক রাজাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। তৃতীয় মহীশূর সংগ্রামের সমাপ্তিকালে এই যে সকল চূড়ান্ত বন্দোবস্ত হয়, এ সকল ১৭৯২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সম্পূর্ণ হয়।

§৩। বাঙ্গালার রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।—টিপুর সহিত সংগ্রামে জয়লাভদ্বারা লর্ড কর্ণওয়ালিসের বিলক্ষণ সুখ্যাতি হইয়াছিল ; এবং নূতন প্রদেশ গ্রহণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনভিপ্রেত হইলেও, ইহার জন্য তিনি মার্কুইস্-উপাধি প্রাপ্ত হন। কিন্তু ১৭৯৩ অব্দে তিনি বাঙ্গালার ভৌমিক রাজস্বের যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন, তাহাই তাঁহার খ্যাতির প্রধান ভিত্তি।

প্রত্যেক রাজবংশের শাসনকালে ভূমিই এদেশের রাজস্বের প্রধান অবলম্বন

ছিল। মোগল সম্রাট্‌দিগের সময়ে যাঁহারা বাঙ্গালার রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে আপনাদিগকে জমিদার করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের সৈনিক ও বিচারালয় সম্বন্ধীয় ক্ষমতা ছিল। জমিদারদিগের মধ্যে অনেকে আবার স্থানীয় প্রাচীন সম্ভ্রান্ত তন্ত্রের স্থানাভিষিক্ত ছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রথমে ইহাদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু ১৭৮৬ অব্দে ডাইরেক্টরেরা লিখিয়া পাঠান যে রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধ্যর্থ জমিদারদিগের সহিতই সমস্ত বন্দোবস্ত করিবে। এই বন্দোবস্ত দশবৎসরের জন্য করিতে হইবে; এবং যদি এতদ্দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, এই রাজস্ব সংগ্রহের বন্দোবস্তটীই চিরস্থায়ী করিতে হইবে। ১৭৯১ অব্দের বিধিব্যূহদ্বারা লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ জমিদারদিগকে ভূমির সম্পূর্ণ সত্ত্ব পাকা করিয়া দিলেন। তাহারা বিধিমতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন ভূস্বামী হইল; এবং কৃষকেরা তাহাদিগের প্রজা বলিয়া স্বীকৃত হইল। প্রজারা জমিদারদিগের ক্ষমতার নিতান্ত অধীন থাকিল, এই বন্দোবস্তের এইটী দুর্ব্বলাংশ। ইহা চিরস্থায়ী করিতে সোর সাহেবের আপত্তি ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস ও ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা ইহা চিরস্থায়ী করাই স্থির করিলেন।

§ ৪। বিচারালয় সংস্কার।——দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারালয়ের সংস্কারের দিকে অনন্তর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সর জর্জ বার্লো সাহেব সর ইলাইজা ইম্পে সাহেব প্রণীত নিয়মগুলি বাড়াইয়া একখানি বিধি পুস্তক প্রস্তুত করিলেন; এবং দেওয়ানী আদালত সমূহ ও তাহাদিগের কার্য্যপ্রণালী সংস্থাপিত হইল। এই প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া অদ্যাপি প্রচলিত আছে। এই প্রণালীর প্রধান দোষ এই যে ইহাতে পুলিশের লোকেরা প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। দেশীয় লোকের হস্তে বিচার কার্য্যের ভার থাকিল না, এবং তাঁহারা অতিনীচ পদ ব্যতিরিক্ত সমস্ত সরকারী কার্য্য হইতে বর্জ্জিত হইলেন। উত্তরকালে এই দোষ নিবারিত হয়।

§ ৫। সর জন সোর, গবর্ণরজেনেরল।——সর জন সোর নামা প্রসিদ্ধ সিবিল কর্ম্মচারী লর্ড কর্ণওয়ালিসের পরে গবর্ণরজেনেরলী পদে নিযুক্ত হন; এবং ১৭৯৩ হইতে ১৭৯৮ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজ্য শাসন করেন। কিন্তু তাঁহার শাসন সময়ে অনেক প্রধান ঘটনা লক্ষিত হয় না; এবং দেশীয় রাজাদিগের বিবাদে হস্তক্ষেপ

করিবে না, ইষ্টি-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির ডাইরেক্‌টরদিগের এই আদেশ লর্ড কর্ণওয়ালীসের ন্যায় আপনিও পালন করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিতেন। এজন্য একই অধ্যায়ে লর্ড কর্ণওয়ালিসের ও তাঁহার রাজত্বকালের বিবরণ প্রদান করা অন্যায় হইতেছে না। এই "হস্তক্ষেপ বর্জ্জিত নীতিতে" মহীশূরের টিপুর ও মারহাট্টাদিগের উর্দ্ধাকাংক্ষা অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছিল। ইহাতে সাহসপ্রাপ্ত হইয়া মারহাট্টারা হায়দরাবাদের নিজামকে আক্রমণ করে, এবং কুর্দ্দলার যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করে, ইহা ১৭ অধ্যায়ের ৯ প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে। এই সময়ে পেসোয়ার প্রধান মন্ত্রী রাজনীতিজ্ঞ নানা ফর্ণাবিস্‌ মারহাট্টাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন।

যাহা হউক, এই উপলক্ষে সর জন সোর দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৭৯৭ অব্দে অযোধ্যার নবাব উজির আজফউদ্দোলার মৃত্যু হয়। স্বরাজ্যের মঙ্গলসাধনার্থে কিঞ্চিৎ মনোযোগকরিতে তাঁহাকে বৃথা উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। জীবনে মরণে তিনি বুদ্ধিতে বালক ও জঘন্য ইন্দ্রিয়ের দাস ছিলেন। মৃত নবাবের পুত্র বলিয়া খ্যাত উজির আলি সিংহাসনে আরোহণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার জারজতা ও দুশ্চরিত্রতা সপ্রমাণ হইলে সর জন সোর তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন, এবং মৃত নবাবের ভ্রাতা সাদত আলিকে তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন। চেরী সাহেব বারাণসীতে রেসিডেণ্ট ছিলেন; এবং তিনি তৎকালে বারাণসীবাসী সাদত আলির সহিত সন্ধি স্থির করিলেন। অনতিবিলম্বে নূতন নবাব লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলেন। সেখানে সর জন সোর শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। উজির আলির নিরঙ্কুশ সেনাদলের কুব্যবহারে গবর্ণর জেনেরল অত্যন্ত বিপদে পড়েন; কিন্তু তিনি অতিশয় স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্যসহকারে আপন সম্ভ্রম রক্ষা করেন, এবং উজির আলিকে বারাণসীতে পাঠাইয়া নূতন নবাবকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭৯৯ অব্দে উজির আলি বারাণসীতে চেরীসাহেবকে হত্যা করে, এবং অল্পকাল স্থায়ী একটী বিদ্রোহ উপস্থিত করে; কিন্তু সে পরাজীত ও বন্দী হয়।

সর জন সোর, লর্ড টেনমৌথ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, ১৭৯৮ অব্দের মার্চ্চ মাসে জলপথে ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

মার্কুইস ওয়েলেস্‌লী:—মহীশূর বিজয় ও মারহাট্টাদিগের পরাজয়।

১৭৯৮ হইতে ১৮০৫ পর্য্যন্ত।

§ ১—সৈনিক সাহায্য প্রণালী। § ২—চতুর্থ এবং শেষ মহীশূর সংগ্রাম. § ৩—কর্ণাট ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ প্রকাশ্যরূপে গ্রহণ। § ৪—মারহাট্টাদিগের পরাজয়।

§ ১। সৈনিক সাহায্য প্রণালী। —— এই স্থলে সৈনিক সাহায্য প্রণালী শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক হইতেছে। অযোধ্যার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া হেষ্টিংস প্রথমে এই প্রণালীর সৃষ্টি করেন, এবং দেশীয় রাজাদিগের সহিত ব্যবহারে ইহাই মার্কুইস ওয়েলেসলীর রাজনীতির মূলসূত্র ছিল। যখন কোন রাজা সন্ধিদ্বারা এই প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত হইতে সম্মত হইতেন, তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ভারতবর্ষের সর্ব্বেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতেন; এবং ইহার পরিবর্ত্তে উক্ত গবর্ণমেণ্ট, তাঁহার রাজ্য নিরাপদ্ ও অখণ্ড রাখিবেন, অঙ্গীকার করিতেন। রাজা আরও পণ করিতেন যে সর্ব্বেশ্বরের অনুমতি ব্যতিরেকে সন্ধি বিগ্রহ করিবেন না, এবং সহকারীবল স্বরূপ একদল সেনা রাখিবেন, এবং প্রয়োজন হইলে তদ্দ্বারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিবেন। এই রাজনীতির সাধারণ নিয়মগুলি এই প্রকার ছিল; অবস্থাভেদে কিছু বিভিন্নতা ঘটিত। লর্ড কর্ণওয়ালিস ও সর জন সোরের সময়ে যে রাজনীতি প্রচলিত ছিল, যে রাজনীতির মূলে প্রধানতঃ এই উন্মত্ত কল্পনাটী ছিল যে দেশীয় রাজাদিগের মধ্যে এরূপে ক্ষমতা সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে যেন কেহই অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইতে না পারে। সে রাজনীতি এই প্রণালীদ্বারা অধিকারচ্যুত হইল।

§ ২। চতুর্থ এবং শেষ মহীশূর সংগ্রাম। —— যৎকালে লর্ড ওয়েলেস্‌লী এদেশে উপস্থিত হন, তৎকালে বহুসংখ্যক দেশীয় ভূপালবর্গের ষড়্‌যন্ত্রে ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। ইহারা পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণরজেনেরলদ্বয়ের হস্তক্ষেপ-বিবর্জ্জিত রাজনীতি এবং ফরাসীদিগের সাহায্য ও অর্থে প্রোৎসাহিত হইয়া ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করে। ফরাসীদিগের সহিত বহুদিন হইতে ইংরেজ-দিগের সমর চলিতেছিল। মহীশূরের স্থলতান টিপু, হায়দরাবাদের নিজাম, ও

মারহাট্টা নৃপালবর্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী সিন্ধিয়া, ইঁহারা সকলেই ফরাসীদিগের প্রভাবাধীন ছিলেন এবং ইঁহাদিগের সেনাদলের অধিকাংশ কর্ম্মচারীই ফরাসীজাতীয় ছিল। এদিকে যে ভয়ঙ্কর আহম্মদসাহ আবদালি বারম্বার ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন [১৫ অঃ ৫ § দেখ], তাঁহার পৌত্র, পঞ্জাব ও আফগানিস্থানের দুরাণী অধীশ্বর, জামন সাহ, টিপু সুলতানের মিত্ররূপে আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণ করিবার ভয় দেখাইতেছিলেন। কিন্তু লর্ড ওয়েলেস্‌লী, তদীয় অসামান্য তেজস্বিতা ও দক্ষতা দ্বারা, এবং তদধীন যোদ্ধাবর্গের (বিশেষতঃ তদ্ভ্রাতা কর্ণেল ওয়েলেস্‌লীর, অর্থাৎ উত্তরকালীয় মহাত্মা ডিউক অব ওয়েলিংটনের) সমরকৌশল ও সাহসদ্বারা, পরিণামে এই সকল বিপদ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তিনি প্রথমে পূর্ব্ব প্রকরণে বর্ণিত সৈনিক সহায্য প্রণালীর নিয়মানুসারে হায়দরাবাদের নিজামের সহিত সন্ধি করিলেন। সন্ধি অনুসারে নিজাম মহীশূর সংগ্রামে ইংরেজদিগকে বহুসংখ্যক সৈন্য দিয়া সাহায্য করেন। কর্ণেল ওয়েলেস্‌লী এই সেনার অধিনায়ক হন। অনন্তর গবর্ণর-জেনেরল টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত মান্দ্রাজে যান। টিপু উন্মত্তভাবে আপনাকে "ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রজা" স্বীকার করিয়াছিলেন এবং ইংরেজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইবার নিমিত্ত মিসরে প্রধান ফরাসী সেনানী নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নিকটে প্রকাশ্যরূপে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দুইটী সেনাদল মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হইল। একটী দল প্রধান সেনাপতি জেনেরল হারিসের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল, ইহারা কর্ণাটসেনা বলিয়া অভিহিত, এবং মান্দ্রাজের পার্শ্ব হইতে টিপুকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়। অপর দল জেনেরল ইষ্টুয়ার্টের অধীন বোম্বাই সেনা, এবং তাহারা মলবারের দিকে অগ্রসর হইল। টিপু পর্য্যায়ক্রমে দুইটী সেনাদলদ্বারাই পরাজিত হইলেন, জেনেরল ইষ্টুয়ার্টের সেনাদ্বারা সেদাশিরের যুদ্ধে, এবং জেনেরল হারিসের সেনাদ্বারা মল্লাবেল্লীর যুদ্ধে (১৭৯৯)। পরিশেষে উভয় ইংরেজ সেনাদলই টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং শ্রীরঙ্গপত্তনের মহাবরোধ আরম্ভ হইল।

বোধহয় এই সময়ে টিপুর সমুদয় মানসিক শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল, এবং তিনি ভয়ে ও নৈরাশ্যে হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন। তিনি দৈবজ্ঞ ও ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন; এবং পূর্ব্বে হিন্দুদিগের প্রতি যে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরাচরণ

করিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইয়া হিন্দু দেবালয় ও মুসলমানদিগের মসজিদে প্রার্থনা করিতে আদেশ দিলেন। তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, এবং তদনন্তর জেনেরল হারিসের প্রস্তাবিত সর্তগুলি শুনিতে চাহিলেন না। তিনি রণকৌশল, নীতিকৌশল, এমন কি সামান্য বুদ্ধি পর্য্যন্ত হারাইয়াছিলেন, এরূপ প্রতীতি হয়। এদিকে জেনেরল হারিস্ প্রকাণ্ড দুর্গ প্রাকারের উপরে গোলা বর্ষণ করিতেছিলেন; এবং ১৭৯৯ সালের ৩রা মে তারিখে ভগ্নস্থলে প্রবেশ করা যাইবে, বিজ্ঞাপিত হইল। ৪টা তারিখের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে জেনেরল বেয়ার্ড, যিনি উক্ত নগরে চারি বৎসরকাল বন্দীরূপে কারারুদ্ধ ছিলেন, সৈন্যগণ লইয়া আক্রমণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সাত মিনিটে ব্রিটিশ পতাকা ভগ্নস্থলের শিরোদেশে সংস্থাপিত হইল। আক্রমণকারীরা দুইটী দলে বিভক্ত হইলেন, এবং অনেক বাধা পাইয়া ও একটী ক্ষুদ্রদল মহীশূর সেনার সাহসিক প্রতিরোধ অতিক্রম করিয়া পুর্ব্বদ্বারে মিলিত হইলেন। নগর হস্তগত হইল।

শবরাশির নিম্নে একটী দ্বার দেশে শিবিকা মধ্যে সুলতানের মৃতদেহ লক্ষিত হইল। উহা পরদিন লালবাগের সুন্দর সমাধি মন্দিরে যোদ্ধার উপযুক্ত সম্মান সহকারে সমাহিত হইল। ইহা নিশ্চিতরূপে জানা গেল যে টিপু অবরোধসময়ে গৃহীত প্রত্যেক ইউরোপীয় বন্দীকে নিহত করেন; ইহাতে এই অত্যাচারীর প্রতি আর করুণার উদ্রেক হইতে পারে না।

লর্ড ওয়েলেসলী এক্ষণে টিপুর রাজ্যের একভাগ হায়দরাবাদের নিজামকে দিলেন, এবং ইংরেজদিগের জন্য কানাড়া, কোইম্বাটুর, ও বৈনাদ প্রদেশ রাখিলেন। তিনি মহীশূর রাজ্যের সিংহাসনে পুরাতন হিন্দু রাজ বংশের বিধানানুযায়ী উত্তরাধিকারী একটী বালককে পুনরধিষ্ঠিত করিলেন; এবং দেশ শাসন ও বন্দোবস্ত নিমিত্ত তাঁহার ভ্রাতা জেনেরল ওয়েলেস্লীকে কর্তৃত্বভার প্রদান করিয়া গেলেন। মহীশূর বিজয়দ্বারা দক্ষিণাপথে ইংরেজেরা নিঃশংসয়ে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী হইলেন।

§ ৩। কর্ণাট্ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ প্রকাশ্যরূপে গ্রহণ। —— ১৭৯৫ সালে বৃদ্ধ মহম্মদ আলির মৃত্যু হয়। তৎপুত্র কর্ণাটের নবাব শ্রীরঙ্গপত্তন পতনের দুই বৎসর পরে, ১৮০১ অব্দে, বহু বৃত্তিভোগী হইয়া প্রকাশ্যরূপে ইংরেজদিগের হস্তে কর্ণাট প্রদেশ সমর্পণ করেন; এবং এই সমর্পিত প্রদেশ যোগে বর্দ্ধিত হইয়া মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি ইহার বর্ত্তমান আয়তন প্রাপ্ত হয়।

গবর্ণর-জেনেরল প্রায় এই সময়ে (১৮০১) অযোধ্যার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। নবাব-উজির সাদত আলি ও তাঁহার মন্ত্রী অযোধ্যায় ভয়ঙ্কর দুঃশাসন ও দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন। অধিকন্তু সৈনিক সাহায্য প্রণালী সম্মত সন্ধিতে সৈন্য-গণকে যেরূপ কার্য্যদক্ষ ও শিক্ষিত অবস্থায় রাখার অঙ্গীকার ছিল, তাঁহারা তাহাদিগকে সেরূপ অবস্থায় রাখিতে যত্ন করেন নাই। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ [ওয়েলেস্‌লী] এক্ষণে নবাবকে ইহার সংশোধন করিতে বাধ্য করিলেন, এবং এই সৈন্যগণের ভরণপোষণার্থ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে কয়েকটী প্রদেশ সমর্পিত হইল। এক্ষণে যাহাকে উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ বলে, এই সমর্পিত প্রদেশ গুলি তাহার অনেক অংশ।

§ ৪। মারহাট্টাদিগের পরাজয়। —— ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টর-দিগের সহিত গবর্ণর-জেনেরলের অনেক বিবাদ ঘটে। তিনি যে প্রকার বিস্তীর্ণ দেশ জয় করিতেছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য দ্বার উদ্‌ঘাটন বিষয়ে তাঁহার যেরূপ উদার ইচ্ছা ছিল, অর্থাৎ সমুদয় বাণিজ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে বদ্ধ করিয়া না রাখিয়া যে কেহ ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বাণিজ্য করিতে চাহে তাহাকে উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দিতে তাঁহার যেরূপ অভিপ্রায় ছিল, তাহাতে ডাইরেক্টরদিগের অসম্মতি ছিল। পরিশেষে ১৮০২ অব্দে লর্ড ওয়েলেসলী স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে একপ্রকার কৃতসংকল্প হন, কিন্তু উপরুদ্ধ হইয়া তিনি আর কিছু কালের জন্য গবর্ণর-জেনেরেল থাকেন; এই ঘটনা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অতি সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে, কারণ এই সময়েই বেসিনের সন্ধি হয় (১৮০২), অনন্তর সিন্ধিয়া ও বেরারাধিপতির সহিত দ্বিতীয় মারহাট্টা সংগ্রাম ঘটে (১৮০৩-১৮০৪), এবং তৎপরে হোলকার ও ভরতপুরের রাজার সহিত তৃতীয় মারহাট্টা সংগ্রাম বাধে (১৮০৪—১৮০৫)। শেষ সংগ্রামে মারহাট্টাদিগের দর্পচূর্ণ হয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চক্রবর্ত্তিত্ব ভারতবর্ষে সংস্থাপিত হয়। ফলসহ এই সকল সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে ১৯ অধ্যায়ের ১০, ১১ ও ১২ প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে। এই সময়ে ইংরেজেরা মারহাট্টাদিগের নিকট হইতে এককালে উড়িষ্যা গ্রহণ করেন, ১৮০৩—১৮০৪।

অত্যন্ত মহিমা ও জয়জয়কার সহকারে রাজ্যশাসন করিয়া লর্ড ওয়েলেস্‌লী ১৮০৫ সালের আগষ্ট মাসে কলিকাতা পরিত্যাগ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির

রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া তিনি দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিকতর বিস্তীর্ণ করেন, এবং এই বিশাল সাম্রাজ্য দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল করেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

আবার লর্ড কর্ণওয়ালিস্; সর জর্জ্জ বার্লো; লর্ড মিণ্টো। ১৮০৫—১৮১৩।

§ ১— মারহাট্টাদিগের সহিত সন্ধি। § ২—ভেলোরের বিদ্রোহ। § ৩—পঞ্জাবে শিখপ্রভাবের অভ্যুদয়।

§ ১। মারহাট্টাদিগের সহিত সন্ধি। —— যে যুদ্ধপ্রিয় লর্ড ওয়েলেস্লী এত রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, তাঁহার পরে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আসেন, কিন্তু এতদ্দেশে উপস্থিত হইবার কয়েকমাস মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। অনন্তর সর জর্জ্জ বার্লো গবর্ণর জেনেরলী পদে নিযুক্ত হন। যে সকল শত্রুদিগের সহিত লর্ড ওয়েলেস্লী যুদ্ধ করিতেছিলেন, লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ও সর জর্জ্জ বার্লো তাহাদিগের সহিত অবিলম্বে সন্ধি করিতে কৃতসংকল্প হন। ইহার ফল এই হইল যে মারহাট্টা দলপতি হোলকার সহজ নিয়মে সন্ধি প্রাপ্ত হইলেন [১৯ অধ্যায় ১২ § দেখ]; এবং সর জর্জ্জ বার্লো তাড়াতাড়ি সন্ধি করিতে গিয়া এই একটী বিশেষ লজ্জার কার্য্য করিলেন যে ইংরেজদিগের বিশ্বাসী মিত্র রাজপুতদিগের উপরে মারহাট্টাদিগের প্রতিবিধিৎসা চরিতার্থ করিতে দিলেন; যে হেতু গবর্ণর জেনেরল বলিলেন, যে দেশীয় রাজাদিগের বিবাদে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

§ ২। ভেলোরের বিদ্রোহ। —— সর জর্জ্জ বার্লোর অল্পকাল স্থায়ী শাসনকালে (১৮০৫—১৮০৭) ভেলোরস্থ মান্দ্রাজী সিপাহীদিগের মধ্যে একটী বিদ্রোহ ঘটে। তাহারা ভ্রান্ত হইয়া বিশ্বাস করিয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের শিরস্ত্রাণের আকার পরিবর্ত্তন করিতে যে আদেশ দেন, তাহাদিগের জাতিনাশ করিয়া তাহাদিগকে খ্রীষ্টান করাই সে আদেশের উদ্দেশ্য। বিদ্রোহী সিপাহীরা একেবারে বিচ্ছিন্ন বা নিহত হয়; কিন্তু তাহারা পূর্ব্বেই কয়েকজন সহযোগী ইউরোপীয় সৈনিককে নিদ্রিতাবস্থায় আক্রমণ করিয়া বধ করিয়াছিল। ইহার পরে সর জর্জ্জ

বার্লো গবর্ণর জেনেরলীপদ হইতে বিচ্যুত হইয়া মান্দ্রাজের গবর্ণর হন। লর্ড মিণ্টো গবর্ণর জেনেরল হন, এবং ১৮০৭ হইতে ১৮১৩ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন।

§ ৩। পঞ্জাবে শিখপ্রভাবের অভ্যুদয়।——কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ফরাসীদিগের সহিত ইউরোপে ইংরেজদিগের যে সংগ্রাম চলিতেছিল, লর্ড মিণ্টোর রাজত্বকালে তাহা অত্যন্ত তেজ সহকারে চলে। পূর্ব্বখণ্ডে ফরাসীরা এবং তাহাদিগের মিত্র ওলন্দাজেরা যে সকল উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়, বিশেষতঃ ওলোন্দাজদিগের অধিকৃত সমৃদ্ধিশালী যাবাদ্বীপ, ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ সৈন্যগণ হস্তগত করিলেন। প্রায় সেই সময়েই এইরূপ আশঙ্কা জন্মে যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজ্য অস্থির করিবার আশায় ফরাসীরা ও রুসেরা পঞ্জাব, সিন্ধু, আফগানিস্থান ও পারস্যের অধিপতিদিগকে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে উত্তেজিত করিতেছে। যাহা হউক, লর্ড মিণ্টো আফগানিস্থান ও পারস্যের অধিপতিদিগকে ও সিন্ধুপ্রদেশের আমিরদিগকে বুঝাইয়া তাহাদিগের সহিত সন্ধি করিতে সমর্থ হইলেন; এতদ্দ্বারা তাহারা অঙ্গীকারবদ্ধ হইল যে অন্য ইউরোপীয় জাতিদিগের সহিত কোন সংস্রব রাখিবে না। তিনি পঞ্জাবের শিখদলপতি মহাত্মা রণজিৎ সিংহকেও তাদৃশ সন্ধি করিতে প্রবৃত্তি দিলেন। পঞ্জাবে শিখদিগের প্রভাবের অভ্যুদয় বর্ণনা নিমিত্ত এস্থলে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বকথা বলা আবশ্যক হইতেছে।

আমরা ১৫ অধ্যায়ের ২ প্রকরণে দেখিয়াছি যে শিখেরা প্রথমে নিরীহ ধর্ম্ম সম্প্রদায় মাত্র ছিল, এবং ক্রমে দিল্লীর মুসলমান সম্রাট্‌গণের নিষ্ঠুরাচরণে তাহারা যুদ্ধপ্রিয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় হইয়া উঠে। সম্রাট্ ফেরকসের তাহাদিগকে প্রায় নির্ম্মূল করেন (১৭১৩-১৭১৯); কিন্তু অনতিবিলম্বেই পঞ্জাবে তাহাদিগের সংখ্যা ও প্রভাব বৃদ্ধি হইয়া তাহারা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ১৭৩৮ অব্দে নাদির সাহের অধীন পারসিকেরা এপ্রদেশ বশীভূত করে; এবং আফগানদলপতি আহম্মদ সাহ আবদালী বা দুরাণী বারম্বার উহা হস্তগত করেন, ১৭৪৭-১৭৫৯ [১৫ অধ্যায় ৪ ও ৫ § দেখ]। ১৭৫১ অব্দ হইতে উহা মোগল সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং আহম্মদ সাহের উত্তরাধিকারীদিগের সময়ে কাবুলের দুরাণী সাম্রাজ্যের সহিত অল্প বা অধিক ঘনিষ্টরূপে সংযুক্ত ছিল।

রণজিৎসিংহ ১৭৮০ সালের ২রা নবেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। ঝিলম নদীতে মগ্ন কয়েকটী কামান উদ্ধার করিয়া তিনি আহম্মদ সাহের পৌত্র জামন সাহ দুরাণীর

[৬২ প্রঃ দেখ] চিত্তাকর্ষণ করেন। অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমে ১৭৯৮ অব্দে তিনি জামন সাহ কর্ত্তৃক লাহোরের শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে রণজিৎসিংহ তাঁহার মহাশক্তি তদীয় সেনার উন্নতি ও রাজ্যের বৃদ্ধি কার্য্যে নিয়োজিত করেন।

১৮০৯ অব্দে রণজিতের পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তি হইতে রক্ষাপ্রাপ্তি নিমিত্ত শতদ্রুর দক্ষিণতীরবর্ত্তী পাতিয়ালা ও ঝিন্দ রাজ্যের অধিপতিরা লর্ড্ মিণ্টোর নিকটে আবেদন করেন।

মেটকাফ্ সাহেব (পরে সর চার্লস্ মেটকাফ, তদনন্তর লর্ড মেটকাফ) দূতরূপে লাহোরে প্রেরিত হন; এবং উভয় পক্ষের সন্ধি হয়। এতদ্দ্বারা রণজিৎসিংহ শতদ্রু নদীর দক্ষিণতীরবর্ত্তী রাজ্যনিচয়ের সত্ত্ব সকল মান্য করিতে এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতা রাখিতে সম্মত হন। কেবল একবিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবক মেটকাফের আচরণে রণজিৎ সিংহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং ইংরেজ চরিত্রের অনুকূলে তাঁহার এমন সংস্কার জন্মিয়াছিল, যে পরে এই সন্ধি ভঙ্গ করিতে কেহ তাঁহাকে কখনও প্রবৃত্তি দিতে পারে নাই।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

মার্কুইস অব হেষ্টিংস: — নেপাল ও পিণ্ডারী সংগ্রাম।

খৃঃ অঃ ১৮১৩——১৮২৩।

§ ১—নেপাল সংগ্রাম। § ২—পিণ্ডারী সংগ্রাম।

§ ১। নেপাল সংগ্রাম।—— আর্ল অব ময়রা (পরে মার্কুইস অব হেষ্টিংস্) লর্ড মিণ্টোর পরে তৎপদে নিযুক্ত হন, এবং ১৮১৩ সালের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় পৌঁছেন। তিনি দেখিলেন যে রাজস্ব গোলযোগগ্রস্ত, এবং দেশীয় রাজাদিগের সহিত অনেক বিবাদ উপস্থিত। দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও জয়জয়কার সহ তিনি নয় বৎসর রাজত্ব করেন, এবং সাম্রাজ্যকে উন্নতিশীল অবস্থায় রাখিয়া যান। তিনি একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা, অভিজ্ঞ রাজনীতিবেত্তা, এবং উন্নতপ্রকৃতি ও প্রিয়াচারী মনুষ্য ছিলেন।

গোরক্ষ নামক পরাক্রমশালী ও যুদ্ধপ্রিয় জাতি অল্পদিন পূর্ব্বে নেপালে আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিল। ক্রমে বিজয় পতাকা বিস্তৃত করিয়া, তাহারা হিমাচলতলস্থ উপত্যকাগুলি সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে, এবং এক্ষণে দক্ষিণবর্ত্তী আর্য্যাবর্ত্তবাসীদিগের সন্তাপহরণ বাসনা দেখাইতেছিল। নেপালপতি ভুটোয়ালের জমিদারকে বন্দী করিয়া তাহার অধিকার হস্তগত করিয়াছিলেন; এবং তৎপ্রদেশে আঠারজন ব্রিটিশ পুলিশ কর্ম্মচারী হত হইয়াছিল। গবর্ণর-জেনেরল গোরক্ষদিগকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিতে কৃতসংকল্প হইলেন, এবং চারিদলে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন পূর্ব্বক নেপাল আক্রমণ করিতে ব্রিটিশ সেনার প্রতি আদেশ দিলেন (১৮১৪)। জেনেরল অক্টরলনী ও জেনেরল জিলেস্পি ব্রিটিশ সেনার অধিনায়ক ছিলেন। কিন্তু জিলেস্পি সাহসপূর্ব্বক কালুঙ্গা দুর্গ অধিকার করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য ও নিহত হইলেন, এবং ইংরেজ সৈন্যগণ কয়েকবার পরাজিত হইল। অমর সিংহ গোরক্ষদিগের সেনানী ছিলেন। পরিশেষে জেনেরল অক্টরলনী অতিশয় দুর্ভেদ্য রামগড়ের শৈলশিখর হইতে তাঁহাকে দূরীকৃত করিতে সমর্থ হইলেন; বিলাসপুরের রাজা নেপালের পক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন; এবং কুমায়ুঁ প্রদেশ অধিকৃত হইল। পরিণামে অমরসিংহ মালুন দুর্গে অবরুদ্ধ হইলেন; এবং ১৮১৫ সালের মে মাসে জেনেরল অক্টরলনীর সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। যমুনা ও সতদ্রুর মধ্যবর্ত্তী দুর্গ সমুদয় ইংরেজদিগকে সমর্পিত হইল, এবং গাড়য়াল প্রদেশ পরিত্যক্ত হইল। নেপাল দরবার এই সকল পরাজয়ে ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু টেরাইর অন্তর্গত কয়েকটী প্রদেশ পরিত্যাগ করিতে নেপালের রাজপুরুষদিগের ইচ্ছা না থাকাতে, প্রস্তাব ভঙ্গ হইয়াগেল। ১৮১৬ সালের জানুয়ারী মাসে জেনেরল অক্টরলনী পুনর্ব্বার সংগ্রাম কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং আবার কয়েকবার জয় লাভ করিলেন। পরিশেষে যখন নেপাল দরবার বুঝিতে পারিল যে তাহারা ইংরেজদিগকে প্রতিরোধ করিতে অক্ষম, তখন তাহারা সমস্ত বিজিত প্রদেশ সমর্পণ করিতে সম্মত হইল, এবং সন্ধি হইয়া গেল (১৮১৬)।

§২। পিণ্ডারী সংগ্রাম।—— পিণ্ডারীরা উচ্ছৃঙ্খল ও লুণ্ঠনপ্রিয় দস্যুদল। তাহারা বহুকাল শৃগালের ন্যায় মারহাট্টা দলপতিদিগের, বিশেষতঃ সিন্ধিয়া ও হোলকারের, সেনাদলের অনুগমন করিত। নর্ম্মদাতীরে তাহাদিগকে নির্দিষ্ট

ভূমিখণ্ড সকল প্রদত্ত হইয়াছিল; এবং কয়েকবৎসর ধরিয়া তাহারা মধ্য-ভারতবর্ষের কণ্টকস্বরূপ হইয়াছিল। মনুষ্যজাতির এইসকল শত্রুদিগকে দমন করিতে গবর্ণর-জেনেরল এক্ষণে কৃতসংকল্প হইলেন; এবং নেপালের যুদ্ধ দর্শনে উৎসাহিত হইয়া যে সকল মারহাট্টা নৃপতিগণ চক্রান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাদিগের উপরে এই সুযোগে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আধিপত্য প্রকাশ করিতেও তাঁহার সংকল্প ছিল। পুনা নগরীর পেশোয়া বাজিরাও এই চক্রান্তের দলপতি ছিলেন; এবং নাগপুরস্থ বেরারাধিপতি আপ্পা সাহেব একজন প্রধান চক্রান্তকারী ছিলেন।

সিন্ধিয়া ইংরেজদিগের বশীভূত হইলেন, এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ অদ্যাপি গোয়ালিয়রের মহারাজা রহিয়াছেন। পিণ্ডারীদিগের প্রধান সর্দ্দার আমির খাঁও বশ্যতা স্বীকার করিলেন; এবং তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি টঙ্কের নবাব আছেন। বাজি রাও বিরুদ্ধাচরণ করেন, এবং এমন কি পুনাস্থ ইংরেজ রেসিডেণ্টের বাটী আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করেন, নবেম্বর ১৮১৭; কিন্তু তিনি অনতিবিলম্বেই পলাইতে বাধ্য হন, এবং ইংরেজদিগকে প্রতিরোধ করিতে অনেকবার ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া সিংহাসনচ্যুত হন। তাঁহার রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়, কেবল সিতারার নিকটবর্ত্তী অল্প স্থান শিবজীর প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে প্রদত্ত হয়, ১৮১৮। পুনায় বাজিরাও বিফলপ্রযত্ন হইলে পর, আপ্পাসাহেব অনতিবিলম্বে নাগপুরস্থ ইংরেজ-দিগকে আক্রমণ করেন; কিন্তু তিনি সহজেই পরাস্ত ও বন্দীকৃত হইলেন, এবং পরিণামে পঞ্জাবে পলায়ন করেন; তথায় শিখদিগের মধ্যে অজ্ঞাতাবস্থায় কিছু কাল থাকিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

আমির খাঁ বশ্যতা স্বীকার করিলে পর অন্য সমস্ত পিণ্ডারী নেতৃগণ ক্রমে ক্রমে বিজিত হইলেন। ইহাদিগের মধ্যে শেষবিজিত চিতু। তিনি এক সময়ে হোলকারের সৈন্যগণের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারা তাহাদিগের রাণী তুলসীবাইকে ইংরেজদিগের অনুকূল সন্দেহ করিয়া হত্যা করিয়াছিল; এবং ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল। মহিদপুরে মহাযুদ্ধ হয় (ডিসেম্বর ১৮১৭); ইহাতে মারহাট্টা ও পিণ্ডারীদল সংগঠিত হোলকারসেনা ইংরেজসেনানী হিস্লপ ও মালকোম কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। ইহার পরে তরুণবয়স্ক মলহর রাও হোলকার ইংরেজদিগের সহিত সৈনিক সাহায্য প্রণালী সম্মত সন্ধি [২৪ অঃ ১ § দেখ] করেন। পিণ্ডারীদলপতি চিতু, ক্রমশঃ অনুচর-

বর্গকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে পলাইতে লাগিলেন; পরিশেষে খান্দেশ প্রদেশে আসিরগড় সন্নিহিত জঙ্গলে তিনি একটা ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক ভক্ষিত হন, ১৮১৯।

এই সংগ্রাম সময়ে সমুদয় মারহাট্টা দেশ,* এবং বাস্তবিক সমস্ত মধ্য-ভারতবর্ষ বশীভূত ও সুশৃঙ্খল হয়। সকলের প্রশংসাধ্বনি সহকারে ১৮২৩ অব্দে মার্কুইস অব হেষ্টিংস ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

লর্ড আমহার্ষ্ট, প্রথম ব্রহ্মদেশীয় সংগ্রাম, এবং ভরতপুর অধিকার।

খৃঃ অঃ ১৮২৩—১৮২৮।

§ ১—প্রথম ব্রহ্মদেশীয় সংগ্রাম। § ২—ভরতপুর অধিকার।

§ ১। প্রথম ব্রহ্মদেশীয় সংগ্রাম।—— লর্ড হেষ্টিংস প্রস্থান করিবার কয়েক মাস পরে লর্ড আমহার্ষ্ট গবর্ণর-জেনেরল হইয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন; এবং তিনি অনতিবিলম্বে ব্রহ্মদেশাধিপতির অজ্ঞতা ও প্রমত্ততা জনিত অসম্মান প্রদর্শনাশঙ্কা হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ প্রভাব রক্ষা করা আবশ্যক দেখিলেন। ব্রহ্মদেশ দূরে বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্ব ভাগে অবস্থিত; চট্টগ্রাম ও বাঙ্গালার অতি পূর্ব্বাংশ অতিক্রম করিলে তথায় যাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশবাসীরা কোন অংশে হিন্দুদিগের ন্যায় নহে, কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে চীনদিগের সদৃশ। ব্রহ্মদেশের অনেকাংশ, বাস্তবিক সমুদ্রতীর হইতে দূরবর্ত্তী প্রদেশ নিচয় ব্যতীত সমস্ত ভাগই, এক্ষণে ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত এবং ব্রিটিশ ব্রহ্মপ্রদেশ নামে অভিহিত; এবং আমরা এই প্রকরণে (ও ৩২ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রহ্মদেশীয়যুদ্ধ সম্বন্ধীয় ২ প্রকরণে) দেখিব কিপ্রকারে ব্রিটিশ ব্রহ্মপ্রদেশ ইংরেজদিগের অধীন হয়।

ব্রহ্মাধিপতি বঙ্গসাগরের উত্তর পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী দেশসমূহে [মানচিত্র দেখ] বহুল পরিমাণে স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ আরাকান ও আসাম জয় করিয়াছিল; এবং এক্ষণে তাঁহার রাজ্যের পশ্চিম সীমায় ইংরেজ-

দিগের অধীন বাঙ্গালা প্রদেশ পড়িল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনিবার্য্য শক্তি সম্পূর্ণরূপ অবগত না থাকায়, লর্ড হেষ্টিংসের রাজত্বকালে ইংরেজেরা পিণ্ডারী সংগ্রামে লিপ্ত হইলে, তিনি এক সময়ে ভাবিয়াছিলেন যে এই সুযোগে বাঙ্গালা প্রদেশের কিয়দংশ অক্লেশে হস্তগত করিতে পারিবেন। এমন কি উক্ত প্রদেশের কিয়দংশ প্রাচীন আরাকান রাজ্যের অংশ বলিয়া দাওয়া করিয়া তিনি দুঃসাহসিকতা সহকারে লর্ড হেষ্টিংসকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠান। কিন্তু হেষ্টিংস পত্রখানি জাল বলিলেন; এবং যখন ব্রহ্মাধিপতি দেখিলেন যে ইংরেজেরা কি নেপালী, কি অন্য, সমুদয় ভারতবর্ষীয় শত্রু-দিগকে পরাস্ত করিয়াছেন, তখন তিনি বাস্তবিক পত্র পাঠাইয়াছিলেন বলিতে সাহস পাইলেন না। কিন্তু ১৮২৩ অব্দে তিনি ইংরেজদিগের মিত্র কাছাড় রাজকে আক্রমণ করেন, এবং অন্যান্য রূপে দেখান যে ইংরেজদিগের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নাই। এনিমিত্ত ব্রহ্মাধিপতিকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত লর্ড আমহার্ষ্ট ব্রহ্মদেশে সেনা প্রেরণ করিতে কৃতসংকল্প হন। সর আর্চিবল্ড কাম্বেল এই সেনার অধিনায়ক ছিলেন (১৮২৪); এবং তিনি ব্রহ্মরাজ্যের সৈন্যগণের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে পরাজয় করেন। শেষ যুদ্ধটীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। উহা পগহন নামক স্থানে ঘটে। ইহাতে দুইহাজার ইংরেজ সৈন্য ১৮ হাজার ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যকে পরাস্ত করে। পরিশেষে যখন ইংরেজ সেনা রাজপ্রাসাদ পরিশোভিত তাৎকালিক ব্রহ্মদেশীয় রাজধানী অমরাপুরের সন্নিহিত হইল, তখন ব্রহ্মাধিপতি বশীভূত হইলেন, এবং "ইয়াণ্ডাবুর সন্ধি" নামে অভিহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধিদ্বারা তিনি ইংরেজদিগকে এককোটি টাকা এবং আরাকান ও অপর কয়েকটী উর্ব্বর প্রদেশ প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। তিনি আরও অঙ্গীকার করিলেন যে আসাম, কাছাড় ও জৈন্তিয়া সম্বন্ধে পুনরায় কখন কোনরূপ সত্ত্বের দাওয়া করিবেন না।

§ ২। ভরতপুর অধিকার। —— ১৮২৬ অব্দে প্রধান সেনাপতি লর্ড কম্বারমিয়রের অধীনে ব্রিটিশ সৈন্যগণ ভরতপুরের দুর্গ আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। ইহাতে একটী ফললাভ হয়। ভারতবর্ষীয় ইংরেজ রাজত্বের শত্রুগণ বিশ্বাস করিতেন অথবা এরূপ বিশ্বাসের ভাণ করিতেন যে ভরতপুরের দুর্ভেদ্য দুর্গ গ্রহণ করা ইংরেজদিগের অসাধ্য। একথাটী বলিবার আর পথ থাকিল না।

১৮২৭ অব্দে লর্ড আমহার্ষ্ট দিল্লী যান এবং প্রাচীন মোগল সম্রাট্‌দিগের উত্তরাধিকারী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী দিল্লীশ্বরকে স্পষ্টাক্ষরে বলেন যে ইংরেজেরাই এক্ষণে ভারতবর্ষের সর্ব্বেশ্বর। যদিও মোগল সম্রাট্‌দিগের ক্ষমতা বহুকাল পূর্ব্ব হইতে ইংরেজদিগের হস্তে গিয়াছিল, তথাপি মোগল সম্রাট্‌দিগের উত্তরাধিকারীই একাল পর্য্যন্ত নামে ভারতবর্ষের সর্ব্বেশ্বর বলিয়া গণিত হইতেন।

১৮২৮ অব্দের মার্চ্চমাসে লর্ড আমহার্ষ্ট এতদ্দেশ হইতে প্রস্থান করেন। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে তিনি তাদৃশ বিখ্যাত নামা নহেন। নূতন লোক নিযুক্ত হইয়া না আসা পর্য্যন্ত বটরওয়র্থ বেলী সাহেব গবর্ণর-জেনেরলের কার্য্য করেন। বেলী মার্কুইস্‌ ওয়েলেসলীর কর্ত্তৃত্বাধীনে শিক্ষিত প্রসিদ্ধ রাজনীতিবেত্তাদিগের মধ্যে একজন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক। শান্তিও সংস্কার সাধন। খৃঃ অঃ ১৮২৮—১৮৩৫।

§ ১—এই শাসন সময়ের শান্তি প্রধান ভাব। § ২—মহীশূরও কুর্গের বন্দোবস্ত। §৩—আয়ব্যয়বিষয়ক ও সামাজিক সংস্কার সাধন।

§ ১। এই শাসন সময়ের শান্তি প্রধান ভাব।——লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক পূর্ব্বে মান্দ্রাজের গবর্ণর ছিলেন। এবং ১৮০৭ অব্দে তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাহূত হন। এনিমিত্ত তিনি ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনেরল হইয়া স্বনামের কলঙ্কোদ্ধার করিতে অত্যন্ত অভিলাষী ছিলেন; এবং তাঁহার বাঞ্ছা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইয়াছিল; কারণ তাঁহার শাসন সময় ভারতবর্ষে শান্তি, উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সময় হইয়াছিল। এই সময়ের আরম্ভ ১৮২৮ অব্দের জুলাই মাসে, এবং অন্ত ১৮৩৫ অব্দের মার্চ্চ মাসে; এবং উহা যদিও রণকীর্ত্তিতে সমুজ্জ্বল নহে, তথাপি রণজয়াপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় ও উপকারক বহু সংখ্যক আয়ব্যয়বিষয়ক, বিচারকার্য্য সম্বন্ধীয় এবং সামাজিক সংস্কার সাধন জন্য সুপ্রসিদ্ধ।

§ ২। মহীশূর ও কুর্গের বন্দোবস্ত।—— এস্থলে এই শাসন] সময়ে সংঘটিত একটী সংগ্রামের উল্লেখ করিতে হইতেছে। এতদ্দ্বারা দক্ষিণাপথে মহীশূর

সন্নিহিত ক্ষুদ্র কুর্গ রাজ্য অধিকৃত হয়। কুর্গের রাজা উন্মত্ত ও অত্যাচারপ্রিয় ছিলেন। তিনি রাজবংশের প্রত্যেক ব্যক্তিকে বধ করিয়াছিলেন, এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেন। তিনি স্বভাব সংশোধন করিতে আদিষ্ট হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন; এনিমিত্ত তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা স্থির হইল। নামমাত্র সংগ্রাম হইল, কেবল দশদিন স্থায়ী। রাজা বন্দী হইয়া বারাণসীতে প্রেরিত হইলেন, এবং রাজ্য মধ্যে সর্ব্বত্র ব্রিটিশ শাসন সংস্থাপিত হইল, ১৮৩৩।

পূর্ব্ব বৎসর (১৮৩২) আবশ্যক বোধ হওয়ায় মহীশূর রাজ্যও একজন ব্রিটিশ কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল, কারণ রাজার মন্ত্রীগণ রাজ্যশাসন সম্বন্ধে অতিশয় অন্যায়াচরণ করিতেছিলেন। পরে মহীশূরের আশ্চর্য্যরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। রাজা পরলোক গত হইয়াছেন, এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার দত্তক পুত্র ও উত্তরাধিকারীর উত্তরাধিকারীসত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

§ ৩। আয়ব্যয়বিষয়ক ও সামাজিক সংস্কার সাধন।——সৈনিক ও অন্যান্য বিভাগে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক আয়ব্যয়বিষয়ক অনেকগুলি প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করেন। এতন্মধ্যে যুদ্ধকালে সৈন্যগণকে নির্দ্দিষ্ট বেতনের অতিরিক্ত "ডবলি ভাতা" নামে যে অর্থ প্রদত্ত হইত, তাহা উঠাইবার সময়ে তাঁহাকে অনেক বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। বিচার কার্য্য সম্বন্ধেও এই সময়ে যে সকল সংস্কার সাধিত হয়, সে গুলিও অতীব প্রয়োজনীয়; তদ্দ্বারা দেশীয় বিচারকদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি ও পদোন্নতি বিহিত হয়।

কিন্তু সতীদাহ নিবারণ করিয়াই লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সমধিক প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এতদ্দেশীয় বিধবাগণ মৃতপতির চিতায় জীবন বিসর্জ্জন করিতেন। এই ভয়ঙ্কর দেশাচার অনেক পণ্ডিতের মতে শাস্ত্রসম্মত না হইলেও, বহুকাল ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। বটরওয়র্থ বেলী ও সর চার্লস মেটকাফ নামক কৌন্সিলের সদস্যদ্বয়ের সহযোগে গবর্ণর-জেনেরল ১৮২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এই নিয়ম করেন যে, কোন ব্যক্তি সতীদাহের সহায়তা করিলে বিধিমতে দণ্ডিত হইবে। এই কুসংস্কারমূলক নিষ্ঠুর প্রথা এক্ষণে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

১৮২৯ অব্দে গবর্ণর-জেনেরল ঠগী নিবারণার্থে মেজর স্লীমানকে [যিনি পরে সর উইলিয়ম স্লীমান হন] কমিসনর করিয়া পাঠান। ঠগেরা অর্দ্ধ দস্যু, অর্দ্ধ

ধর্ম্মোন্মত্ত দল। তাহারা অসহায় পথিকদিগকে ভুলাইয়া বিপথে লইয়াগিয়া বধ করিত। মধ্য-ভারতবর্ষের অরণ্যে তাহাদিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। এই হত্যা ব্যবসায়কে তাহারা কেবল অর্থোপার্জ্জনের উপায় জ্ঞান করিত না, ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপও ভাবিত। কিন্তু স্লীমান প্রায় সম্পূর্ণরূপে এই ভয়ঙ্কর পাপাচারের নিবারণ করিতে সমর্থ হন।

এই সময়ে বাঙ্গালা দেশে সমাজসংস্কারক এক মহাত্মা সুপ্রসিদ্ধ হন। তাঁহার নাম রামমোহন রায়। তিনি বিদ্বান্ ও সচ্চরিত্র ছিলেন, এবং স্বদেশ বাসীদিগের অবস্থা উন্নত করিতে যথাসাধ্য যত্ন করেন। পরিশেষে দিল্লীশ্বর লর্ড আমহার্ষ্টের বাক্য জনিত [২৭ অধ্যায় প্রঃ দেখ] স্বীয় দুর্দ্দশা বিলোকনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকটে উৎকৃষ্টতর সর্ত্ত ও অধিকতর বৃত্তি প্রাপ্তি চেষ্টা জন্য রামমোহন রায়কে আপনার উকিল করিয়া ইংলণ্ডে পাঠান। এই মহানুভাব বাঙ্গালী ১৮৩৩ অব্দে ব্রিষ্টল নগরে মানবলীলা সংবরণ করেন।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৫ সালের মে মাসে ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করেন; এবং ১৮৩৬ সালের মার্চ্চমাসে নূতন গবর্ণর জেনেরলের আগমন পর্য্যন্ত সর চার্লস মেটকাফ গবর্ণর-জেনেরলের কার্য্য করেন। মেকলে সাহেবের পরামর্শে মেটকাফ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা খর্ব্বকারী বিরক্তিকর নিয়ম সমুদয় উঠাইয়া দেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

লর্ড অকূলাণ্ড। আফগান সংগ্রাম।

§ ১—আফগানিস্থানের অবস্থা। § ২—আফগান সংগ্রাম।

§ ১। আফগানিস্থানের অবস্থা।—১৮৩৬ অব্দে লর্ড অকূলণ্ড গবর্ণর জেনেরল হন। আফগানিস্থান ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম সীমার অপর পারবর্ত্তী অত্যন্ত পার্ব্বত্য দেশ। উহা পঞ্জাবের নিকটবর্ত্তী এবং পঞ্জাব হইতে উচ্চ পর্ব্বতমালা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এই পর্ব্বতমালায় দুরারোহ ও বিপজ্জনক পথ সকল আছে, তাহাদিগকে গিরিসঙ্কট বলে। যে সকল বিদেশীয় আক্রমণকারী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে

ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই এই সকল পথ দিয়া আফগানিস্থানের পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলেন; যথা, গজনবী মামুদ, মহম্মদ ঘোরী, তৈমুর, বাবর, ও নাদির সাহ। বস্তুতঃ সমুদ্রপথে না আইলে আক্রমণকারীগণ কেবল এই দিক দিয়া ভারতবর্ষে আসিতে পারেন।

এই নিমিত্ত যে পর্য্যন্ত ইংরেজেরা ভারতবর্ষের সর্ব্বেশ্বর হইয়াছেন, তদবধি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা এই যে আফগানিস্থান ইংরেজদিগের মিত্ররাজবর্গের হস্তে থাকে; কারণ তাহা হইলে আফগানেরা বিদেশীয় শত্রুর পক্ষে ভারতবর্ষের শান্তি ভঙ্গ করা অধিকতর আয়াসসাধ্য করিবে।

লর্ড অকলণ্ডের সময়ের কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আফগানিস্থান আহম্মদ সাহ আবদালী বা দুরানীর [১৫ অঃ ৫ § দেখ] বংশীয় দুরাণীরাজাদিগের শাসনাধীন ছিল। ১৮০৯ অব্দে লর্ড মিণ্টো আহমদ সাহের পৌত্র সাহ সুজার সহিত বন্ধুত্বস্থাপক সন্ধি করেন। কিন্তু অল্পদিনপূর্ব্বে, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের রাজত্বকালে, সাহ সুজা তদ্ভ্রাতা মামুদ কর্ত্তৃক দেশ হইতে দূরীকৃত হন; মামুদও বারকজাইজাতীয় আফগানদিগের হস্তে হত হন। এইরূপে যৎকালে লর্ড অকলণ্ড গবর্ণর-জেনেরল হইয়া ভারতবর্ষে আসেন, তৎকালে বারকজাই আফগানদিগের দলপতি দোস্ত মহম্মদ আফগানিস্থানের অধিকাংশের শাসনকর্ত্তা। লর্ড অকলাণ্ড প্রথমে দোস্ত মহম্মদের সহিত সদ্ভাব করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন যে দোস্ত ইংরেজদিগের সহিত মিত্রতা করিতে অভিলাষী নহেন, তখন আফগানিস্থানের সিংহাসন পুনরধিকার নিমিত্ত সাহ সুজাকে সাহায্যদান করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। সাহ সুজা চিরদিন ইংরেজদিগের বন্ধু ছিলেন, এবং এক্ষণে ইংরেজদিগের বৃত্তিভোগী হইয়া ভারতবর্ষে বাস করিতেছিলেন।

§ ২। আফগানিস্থান সংগ্রাম।—লর্ড অকলাণ্ড এই ভ্রান্তিকর সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সাহ সুজার পক্ষ অবলম্বন করেন যে তিনি দোস্ত মহম্মদ অপেক্ষা আফগানিস্থানবাসীদিগের প্রিয়তর। এনিমিত্ত গবর্ণর-জেনেরল আফগানিস্থান আক্রমণ করিতে প্রবল সেনাদল প্রেরণ করেন নাই। "পঞ্জাবসিংহ" নামে অভিহিত বৃদ্ধ রণজিৎ সিংহ [২৫ অঃ ৩ § দেখ] সাহ সুজাকে শিখ সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করেন; কিন্তু অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইল, এবং শিখ রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল।

সর জন কীন আক্রমণকারী ইংরেজসেনার নেতা ছিলেন, এবং মাক্‌নেটন সাহেব [যিনি পরে সর উইলিয়ম মাক্‌নেটন হন] সঙ্গে ছিলেন। প্রথমে তাঁহারা কাণ্ডাহারে যান। কাণ্ডাহার আফগানিস্থানের একটী রাজধানী, এবং তথায় সাহ সুজা যথাবিধি সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা গজনিতে গেলেন, এবং উক্ত নগরী দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত দেখিলেন। কিন্তু তাঁহারা বারুদদ্বারা একটী সিংহদ্বার উড়াইয়া দিলেন, এবং অনন্তর আক্রমণ করিয়া দুর্গ অধিকার করিলেন (১৮৩৯)। তদনন্তর তাঁহারা কাবুল যাত্রা করিলেন। কাবুল আফগানিস্থানের প্রধান রাজধানী, এবং ১৮৩৯ সালের আগষ্ট মাসে তাঁহারা তথায় প্রবেশ করেন। এক্ষণে তাঁহাদিগের সাহ সুজাকে সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত করা কার্য্য সম্পন্ন হইল, কারণ দোস্ত মহম্মদ আফগানিস্থানের উত্তরবর্ত্তী বন্য প্রদেশে পলায়ন করিলেন। সেনার অধিকাংশই এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, কিয়দংশমাত্র দেশবন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত সাহ সুজার নিকটে রহিল; এবং পর বৎসরের অন্তে (১৮৪০) সর উইলিয়ম মাকনাটনের নিকটে দোস্ত মহম্মদ বন্দীরূপে আত্মসমার্পণ করিলেন।

ইহার পরে প্রায় একবৎসর সমুদয় শান্তিময় বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু ১৮৪১ অব্দের ডিসেম্বর মাসে সমস্ত আফগানেরা বিদ্রোহী হইয়া দুর্গস্থ ক্ষুদ্র ভারতবর্ষীয় সেনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল; এবং পরিশেষে উক্ত সেনাগণ অগণ্য সমরপ্রিয় শত্রুকর্ত্তৃক এরূপে পরিবেষ্টিত হইল, যে অতি অপমানসূচক অঙ্গীকার ও ত্যাগস্বীকার দ্বারা তাহারা নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুমতি ক্রয় করিতে বাধ্য হইল। আকবর খাঁ নামক দোস্ত মহম্মদের একপুত্র আফগানদিগের প্রধান দলপতি ছিলেন; এবং তিনি অত্যন্ত নীচতা ও বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে পরামর্শসভায় সর উইলিয়ম মাক্‌নেটনকে গুলি করিয়া বধ করেন। ভারতবর্ষীয় সৈন্যগণ অনতিদূরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না করিতে, আফগানেরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। ব্রিটিশ সৈন্যগণ, কি গোরা, কি সিপাহী, সকলেই যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করিতে লাগিল; এবং তুষারাবৃত গিরিসঙ্কটের তীব্র শৈত্য, আহারপরিচ্ছদের অভাব, পথের ভয়ঙ্কর দুর্গমতা, এইরূপ অত্যন্ত কষ্টের মধ্যেও যুদ্ধ করিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু এই সকল গিরিসঙ্কটের উভয়পার্শ্বস্থিত শৈলমালা বিশ্বাসঘাতক ও নিষ্ঠুর আফগানদিগেরদ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল, এবং তাহারা নিম্নস্থ নিরাশ্রয় সৈন্যগণের উপরে মারাত্মক অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল। পরিণামে, যে কয়েকজন

বিবি ও বিবাহিত কর্ম্মচারী বন্দীরূপে আকবর খাঁর নিকটে আত্ম সমার্পণ করেন, এবং যে ব্যক্তি এই সংবাদ লইয়া জেলালাবাদে পলায়ন করে, তদ্ব্যতীত এই ক্ষুদ্র সেনার অন্তর্গত একব্যক্তিও জীবিত রহিল না।

এত গোরা ও সিপাহীর মৃত্যুজনক এই শোচনীয় দুর্ঘটনায় ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মুখ ম্লান হইল; এবং পরবর্ত্তী গবর্ণর-জেনারলের সময়ে জেনেরল পলকের সমুজ্জ্বল জয়লাভ ও কাবুল বিজয়দ্বারা যত দিন না রণজনিত ইংরেজ মহিমার পুনরুদ্ধার হয়, তত দিন এই ম্লানতা তিরোহিত হয় নাই। এই মেঘে না ঢাকিলে লর্ড অকলাণ্ডের যশোরাশি নির্ম্মল হইত। তিনি মহাশক্তিসম্পন্ন ছিলেন; এবং আফগান সংগ্রামারম্ভের পূর্ব্বে পরিমিত ব্যয়দ্বারা তিনি এতদ্দেশের রাজস্ব অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধিসূচক অবস্থায় সংস্থাপিত করেন। ১৮৪২ অব্দের মার্চ্চমাসে তিনি ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করেন।

ত্রিংশ অধ্যায়।

লর্ড এলেন্‌বরা; কাবুল বিজয় ও সিন্ধু অধিকার। খৃঃ অঃ ১৮৪২-১৮৪৪।

§ ১—কাবুল বিজয়। § ২—সিন্ধু বিজয়। § ৩।—গোয়ালিয়র সংগ্রাম।

§ ১। কাবুল বিজয়।—— লর্ড অকলাণ্ডের পরে লর্ড এলেন্‌বরা গবর্ণর-জেনেরল হন, এবং ১৮৪২. অব্দের মার্চ মাসে কলিকাতায় উপস্থিত হন। এই সময়ে স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইল যে আফগানিস্থানের লোকে সাহ সুজা অপেক্ষা দোস্ত মহম্মদকে রাজা করিতে অভিলাষী; বস্তুতঃ অনতিবিলম্বে আফগানেরা কাবুলে সাহ সুজাকে গুলি করিয়া মারিল, এবং তাঁহার মৃত দেহ একটা গর্ত্তে ফেলিয়া দিল। এনিমিত্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সংকল্প করিলেন, যে ব্রিটিশ সেনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও শত্রুতা জন্য আফগানদিগকে কঠিন শাস্তি দিতে হইবে, কিন্তু ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ হইতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া তাহাদিগকে মনের মত রাজা নির্ব্বাচন করিতে অনুমতি দিতে হইবে।

যৎকালে পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত ব্রিটিশ সেনা দুর্দ্দশা সহকারে কাবুল হইতে

প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তৎকালে ও তৎপরবর্ত্তী বসন্তকালে (১৮৪২) সেল নামক সাহসী সেনানীর অধীনে একটী ক্ষুদ্র শূরদল হত্যাকারী আকবর খাঁর অসংখ্য সৈন্যগণের বিরুদ্ধে জেলালাবাদের জীর্ণ দুর্গে আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে অগণ্য বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, কারণ তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে দুর্গসংস্কার করিলে পর ভূমিকম্পে আবার তাহা পড়িয়া যায়। কিন্তু "উজ্জ্বল কীর্ত্তি দুর্গ রক্ষকেরা," [অনেক বার তাঁহারা এই নামে অভিহিত হইয়াছেন,] পুনর্ব্বার ভগ্ন প্রাচীরগুলি সংস্কার করিলেন; এবং তাঁহারা যে কেবল দুর্গ রক্ষা করিলেন এমন নহে। তাঁহারা বহির্গত হইয়া আক্রমণপূর্ব্বক আকবর খাঁ ও তদীয় সহস্র সহস্র আফগানদিগকে পরাস্ত করিলেন, এবং তাহাদিগের শিবির অগ্নিসাৎ করিলেন। জেনেরল নটের অধীন আর একটী ক্ষুদ্র ব্রিটিশ সেনাদল এইরূপে কাণ্ডাহার নগরে সারা শীতকাল ও বসন্তকাল আত্মরক্ষা করিল। পরিশেষে, যখন গ্রীষ্মের উত্তাপ প্রত্যাবর্ত্তন সহকারে গিরিসঙ্কট নিচয়ের তুষার গলিতে আরম্ভ হইল এবং ভারতবর্ষ হইতে আফগানিস্থানে সৈন্য প্রেরণ সাধ্যায়ত্ত হইল, তখন জেনেরল পলক কিয়ৎ-সংখ্যক ইংরেজ সৈন্য ও ভারতবর্ষীয় সিপাহী লইয়া "খাইবার" গিরিসঙ্কট দিয়া বলপূর্ব্বক আফগানিস্থানে প্রবেশ করিলেন। পঞ্জাবস্থ পেশোয়ার ও আফগানিস্থানস্থ জেলালাবাদ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতমালায় "খাইবার" গিরিসঙ্কট নামক অতি দুরারোহ ও বিপজ্জনক বর্ত্ম অবস্থিত। জেনেরল পলক সত্বর জেলালাবাদের "উজ্জ্বল কীর্ত্তি দুর্গরক্ষকদিগকে" মুক্ত করিলেন, এবং অনন্তর কাবুলের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। আর একটী সেনাদল বেলুচিস্থানের উত্তরবর্ত্তী ও আফগানিস্থানের দক্ষিণবর্ত্তী পর্ব্বতস্থ "বোলান" গিরিসঙ্কট দিয়া কাণ্ডাহারস্থিত জেনেরল নট ও তদীয় সৈন্যগণের উদ্ধারার্থে ভারতবর্ষ হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। জেনেরল নট এই নূতন সেনার সহিত যুক্ত হইয়া গজনি অধিকার করিলেন ও তত্রত্য দুর্গ একেবারে বিনষ্ট করিলেন, এবং অনন্তর কাবুলে জেনেরল পলকের সহিত মিলিত হইতে চলিলেন। আফগানদিগের বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিস্বরূপ কাবুলের প্রসিদ্ধ বাজার সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইল; এবং যখন তদ্দেশে সর্ব্বত্র প্রতিকূলাচরণ নিবারিত হইল, প্রত্যেক প্রধান দুর্গ হস্তগত হইল, এবং ইংরেজ বন্দীসমূহ বিমুক্ত হইল, তখন তদ্দেশ পরিত্যাগ করা স্থির হইল। সৈন্যগণ শান্তভাবে শিখরাজ্য দিয়া ব্রিটিশরাজ্যস্থ ফিরোজপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাহারা সম্পূর্ণ ব্রিটিশ মহিমার

পুনরুদ্ধার করিয়াছিল, এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সম্ভ্রম বজায় করিয়াছিল। দোস্ত মহম্মদ ও অন্যান্য আফগান বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল।

§ ২। সিন্ধু বিজয়।—— আফগান সংগ্রামের সঙ্কট সময়ে সিন্ধু প্রদেশের আমিরেরা ইংরেজদিগের প্রতি অনেক শত্রুতার লক্ষণ দেখাইয়া ছিলেন। এনিমিত্ত লর্ড এলেনবরা এক্ষণে তাহাদিগকে এরূপ আচরণের নির্ব্বুদ্ধিতা শিক্ষা দিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

টীকা।—পশ্চিম সীমাবর্ত্তী বেলুচিস্থানের পর্ব্বতবাসী একদল ভীষণ-প্রকৃতি বেলুচি ১৭৮৬ অব্দে সিন্ধু প্রদেশ [১ অঃ ৩ প্রঃ দেখ] জয় করিয়াছিল। সিন্ধুর আমিরেরা এই বেলুচি বিজেতাদিগের বংশধর। তাহারা দুর্গে বাস করিত, এবং বিজিত প্রকৃতিপুঞ্জের উপরে অত্যন্ত অত্যাচার করিত। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর তাহাদিগের চিরবিদ্বেষ ছিল, এবং তাহারা সিন্ধুপ্রদেশের সহিত ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা করিতে চেষ্টা করিত।

সর চার্লস নেপিয়র প্রধান সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইয়া সিন্ধু প্রদেশে প্রেরিত হইলেন, এবং তাঁহার প্রতি এই আদেশ রহিল যে তিনি স্পষ্ট প্রমাণ লইয়া স্থির করিবেন আমিরেরা প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদিগের সপক্ষ কি বিপক্ষ হইতে অভিলাষী। কিন্তু অনতিবিলম্বে সিন্ধুদেশীয় একটী বৃহৎ সেনাদল মেজর আউট্রামের (যিনি পরে সর জেম্‌স আউট্রাম হন) বাসগৃহ আক্রমণ করিল, এবং এইরূপে অল্পকাল স্থায়ী সিন্ধু সংগ্রামের আরম্ভ হইল। সর চার্লস নেপিয়র আমিরদিগকে সমস্ত সৈন্য সমেত দুইটী মহাযুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন, প্রথম মিয়ানীতে এবং পরে হায়দরাবাদে [এ দুইটীই সিন্ধু প্রদেশস্থ নগর]। অনন্তর স্থিরীকৃত হয় যে সিন্ধুপ্রদেশ ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হইবে, এবং আমিরগণ রাজবন্দীরূপে বারাণসীতে প্রেরিত হইবেন। এই গুরু দণ্ড অনেকে অত্যন্ত অন্যায় জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং ইহা বিবেচিত হইয়াছিল যে বিশ্বাসঘাতকতা জন্য শাস্তি দিয়া আমিরদিগের আধিপত্য পুনঃ সংস্থাপন করা লর্ড ইলেনবরার উচিত ছিল। সিন্ধু প্রদেশের নিরুপায় প্রজাবর্গের কথা ভাবিতে গেলে বলিতে হইবে যে, এ পরিবর্ত্তনটী নিঃসংশয়ে অতি শুভকর হইয়াছিল, এবং সেই সময় হইতে তৎপ্রদেশের সমৃদ্ধি ও শ্রী বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

§ ৩। গোয়ালিয়রের সংগ্রাম।—আফগান ও সিন্ধু সংগ্রাম সময়ে গোয়ালিয়রের মারহাট্টারা কলহপ্রিয় হইয়া উঠিতেছিল। গোয়ালিয়রে একটী বহুসংখ্যক ও সুশিক্ষিত সেনা ছিল এবং নূতন সিন্ধিয়া [গোয়ালিয়রের প্রত্যেক মহারাজাকেই সিন্ধিয়া বলে] অল্পবয়স্ক বালক মাত্র ছিলেন। কে সিন্ধিয়ার অভিভাবক ও গোয়ালিয়রের রাজপ্রতিনিধি হইবে, এই বিষয় লইয়া বিবাদ ঘটাতে আশঙ্কা হইতে লাগিল যে মধ্য-ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রীয় গৃহ-যুদ্ধের ভীষণ রঙ্গভূমি হইবে। এনিমিত্ত লর্ড এলেন্‌বরা এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সংকল্প করিলেন, এবং মারহাট্টারা অবিলম্বেই বশ্যতা স্বীকার করিবে এই আশায় গোয়ালিয়রের অভিমুখে দুইটী সেনাদল পাঠাইলেন। কিন্তু গোয়ালিয়র সেনা দুইদল, আপনাদিগের সংখ্যাধিক্য ও উৎকৃষ্ট কামানের উপর নির্ভর করিয়া, বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইল; এবং একদিনেই (১৮৪৩ সালের ২৯এ ডিসেম্বর) দুইটী মহাযুদ্ধ হইল, একটী মহারাজপুরে, একং অপরটী পানিয়ার নামক স্থানে। এই দুই যুদ্ধেই ইংরেজেরা সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিলেন; এবং মারহাট্টাদিগের সমুদয় কামান, যুদ্ধোপকরণ, ও ধনরাশি হস্তগত হইল। সেইসময় হইতে গোয়ালিয়রের মহারাজা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রভুভক্ত সামন্ত হইয়া আছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরদিগের সহিত লর্ড এলেন্‌বরার অনেক মতভেদ ঘটে; এবং ১৮৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি সহসা ইংলণ্ডে প্রত্যাহৃত হন।

একত্রিংশ অধ্যায়।

লর্ড হার্ডিঞ্জ; এবং প্রথম শিখ সংগ্রাম। খৃঃ অঃ ১৮৪৪-১৮৪৮।

§ ১—প্রথম শিখ সংগ্রাম। § ২—সামাজিক সংস্কার সাধন।

§ ১। প্রথম শিখ সংগ্রাম।—১৮৩৯ সালে রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হইলে পর, পঞ্জাবে ভয়ঙ্কর অরাজকতা ও গোলমাল উপস্থিত হয়। রণজিতের পরিবার ও মন্ত্রীবর্গের মধ্যে অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটে, এবং অনেক রাজবিপ্লব সংঘটিত হয়। পরিশেষে রণজিতের প্রিয়পত্নী চাঁদ কুমারীর গর্ভজাত দলিপ সিংহ মহারাজারূপে

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রধান শিখ সর্দ্দারেরা সমবেত হইয়া একটী মন্ত্রীসভা করেন, এবং সমুদয় গবর্ণমেণ্টকে "খাল্‌সা" অর্থাৎ পবিত্র এই নামটী প্রদত্ত হয়। কিন্তু ১৮৪৫ অব্দে পূর্ব্বের ন্যায় গোলমাল চলিতেছিল; মহারাণী চাঁদকুমারী ও অন্যান্য শিখ সর্দ্দারেরা সর্ব্বপ্রধান ক্ষমতা লাভ জন্য ষড়যন্ত্র করিতে ছিলেন; এবং প্রবল ও সুশিক্ষিত শিখ সেনা দুর্দ্দমনীয় ও যুদ্ধাভিলাষী হইয়া উঠিয়াছিল।

ইতিমধ্যে সর হেন্‌রী হার্ডিঞ্জ [যিনি পরে ভাইকৌণ্ট হার্ডিঞ্জ হন] গবর্ণর-জেনেরলী পদে নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৪৪ অব্দে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, এবং ১৮৪৭ অব্দে এতদ্দেশ হইতে প্রস্থান করেন। তিনি ইউরোপখণ্ডে ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, বিশেষতঃ স্পেন উপদ্বীপের সংগ্রামে, এবং উয়াটারলুর মহাযুদ্ধে, অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করেন। উয়াটারলুতে তাঁহার একখানি হাত কাটা যায়। নূতন গবর্ণর-জেনেরল পঞ্জাবের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকার করেন, এবং শিখদিগের সহিত সন্ধি রাখিতে অত্যন্ত ব্যগ্র ছিলেন। ইতিমধ্যে সহসা শিখ সেনা ১৮৪৫ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ইংরেজ ও শিখরাজ্যের সীমাবর্ত্তী শতদ্রু নদী পার হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে ইংরেজ রাজ্য আক্রমণ করিল। অনেকের বিশ্বাস এই যে শিখ সৈন্যগণের বিগ্রহপ্রিয়তাজনিত আশঙ্কা হইতে আপনাদিগকে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত শিখ নেতৃগণ তাহাদিগকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করান।

প্রধান সেনাপতি সর হিউ গফ [পরে গবর্ণর-জেনেরল তাঁহার সহিত মিলিত হন] অবিলম্বে শিখদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন; এবং স্বীয় সৈন্য সংখ্যা কম হইলেও, এক পক্ষ গত না হইতে হইতে পঞ্জাবের সীমার নিকটবর্ত্তী ও ফিরোজপুর সন্নিহিত মুদ্‌কি ও ফিরোজসহর নামক স্থানদ্বয়ে দুইটী রক্ত-স্রোতবাহী যুদ্ধের পরে শত্রুদিগকে শতদ্রুপারে দূরীকৃত করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরেজ সেনার সঙ্গে যুদ্ধোপকরণ কামান, ও সর্ব্বপ্রকার সঞ্চিত সামগ্রী কম ছিল। এ নিমিত্ত সর হিউ গফ ফিরোজসহরের গৌরবান্বিত জয়লাভের পরে সম্পূর্ণরূপে ইহার উপকার লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। ইতিমধ্যে শিখেরা অনেক সৈন্য ও ৭০টী কামান সহিত আবার শতদ্রু পার হইল। কিন্তু পরিশেষে সর হারী স্মিথ অল্পসংখ্যক সৈন্য সহিত অগ্রে প্রেরিত হইলেন। গোলাপ সিংহের অধীন একদল প্রবল শিখসেনার সহিত বাদিবল নামক স্থানে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু তিনি গোলাপসিংহকে আক্রমণ করিতে পারিলেন না, আর

ব্রিটিশ সৈন্যগণ শিখদিগের অগ্নিবর্ষণে পীড়িত হইলেন। ইহাকে শিখেরা জয়লাভ জ্ঞান করিল; এ নিমিত্ত সর হারী স্মিথ, কিয়ৎ সংখ্যক নূতন সৈন্য প্রাপ্ত হইয়া, ১৮৪৬ সালের ২৮এ জানুয়ারী তারিখে আলিওয়াল নামক স্থানে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতে বহির্গত হইলেন। ব্রিটিশ পদাতিকগণ অবিচলিত ভাবে অগ্রসর হইয়া শিখদিগকে নদীর জল পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়াগেল। শিখেরা ৫৬টী কামান, রাশি রাশি যুদ্ধোপকরণ, এবং সর্ব্বপ্রকার সঞ্চিত সামগ্রী হারাইল। এতদিন পরিণামে শিখদিগের জয় লাভ সম্বন্ধে গোলাপ সিংহের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি এক্ষণে হতাশ হইলেন, এবং ইংরেজ সেনানীদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাবারম্ভ করিলেন; আর শতদ্রুর দক্ষিণতীরবর্ত্তী রাজাগণ অবিলম্বে ইংরেজদিগের পক্ষ অবলম্বন করিল।

সর হারী স্মিথ এক্ষণে সর হিউ গফের সহিত মিলিত হইলেন; এবং সর হিউ বল পূর্ব্বক শতদ্রু অতিক্রম করিয়া পঞ্জাব অধিকার করিতে কৃত সংকল্প হইলেন। ফিরোজপুরের উজান সোব্রাওঁ নামক স্থানে শতদ্রুর উভয় তীরে শিখেরা দুর্ভেদ্য শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। প্রধান সেনাপতি দিল্লী হইতে অবরোধের উপকরণ ও যথেষ্ট যুদ্ধ সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া, শিখদিগের সম্মুখে অর্দ্ধচন্দ্রাকার ব্যূহ রচনা করিলেন, এবং ১৮৪৬ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আক্রমণারম্ভ করিলেন। উভয় পক্ষই তিন ঘণ্টাকাল ভয়ঙ্কর গোলাবর্ষণ করিলেন; এবং অনন্তর সর হিউ গফ শত্রুদিগের শিবির আক্রমণ করিতে ব্রিটিশ সৈন্যগণকে আদেশ দিলেন। তেজসিংহ পলায়ন করিলেন; কিন্তু শ্বেত-বস্ত্রধারী বৃদ্ধ শ্যাম সিংহ মৃত্যু পণ করিয়া গুরুর আদেশ পালনে রত হইলেন, এবং পরিশেষে নিহত স্বদেশবাসিদিগের শবস্তূপোপরি নিপতিত হইলেন। বহু সহস্র শিখ সৈন্য সাহস সহকারে যুদ্ধ করিতে করিতে নিপতিত হইল; এবং দুই ঘণ্টা হাতাহাতী যুদ্ধের পরে খালসা সেনার বিচ্ছিন্ন অবশিষ্টাংশ ইংরেজদিগের কামানের ভয়ঙ্কর অগ্নিবর্ষণমুখে নিরুপায় ও বিশৃংখল ভাবে শতদ্রুপার হইয়া পলায়ন করিল।

তিনদিন পরে (১৮৪৬ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী) সমস্ত ব্রিটিশ সেনা শতদ্রু পার হইল; এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সর হেন্‌রী হার্ডিঞ্জ ইংরেজদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া একটী ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। এ অভিপ্রায় গুলি অতি

পরিমিত ছিল। খালসা সেনার ও প্রধান শিখ সেনানীদিগের মনোনীত প্রতিনিধি গোলাপ সিংহের সহিত কাসুর নামক স্থানে সাক্ষাৎ হইল; এবং পরিণামে তরুণবয়স্ক দলিপ সিংহ স্বয়ং আসিয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন, লাহোরের দুর্গ ব্রিটিশ সৈন্যগণের হস্তে ন্যস্ত হইল, এবং বিজেতাদিগের প্রস্তাবিত নিয়মে দেশ বশীভূত হইল। সমুদয় যুদ্ধের ব্যয় পরিশোধার্থ অর্থের সমাগম হইল না, এজন্য ইংরেজেরা কাশ্মীর ও হাজারা রাখিলেন। পরিণামে জম্মুর গোলাপ সিংহের অধীনে কাশ্মীর একটী স্বতন্ত্র রাজ্য হইল, এবং তিনি ক্ষতি পূরণার্থ ইংরেজদিগকে এক কোটি টাকা দিলেন।

§ ২। সামাজিক সংস্কার সাধন। —— এই সকল রক্তস্রোতবাহী মহা সংগ্রামে সিন্ধুপ্রদেশের, গোয়ালিয়রের, ও শিখদিগের সৈন্যগণ উপর্য্যুপরি বিনষ্ট হইলে পর, ভারতবর্ষে প্রায় দুই বৎসর শান্তি বিরাজিত ছিল; এবং যে সকল নিষ্ঠুর দেশাচার নিবারণ চেষ্টা জন্য লর্ড হার্ডিঞ্জের বিশেষ সুখ্যাতি আছে তিনি সেই সকল বিষয়ে মনোযোগ করিতে সমর্থ হইলেন। ঠগী, শিশুহত্যা, সতীদাহ, নরবলি প্রভৃতি ভয়ঙ্কর দুষ্ক্রিয়া একাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের অনেক স্থানে প্রচলিত ছিল। গুমসরের "মরিয়া" বলি শেষোক্ত প্রকারের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ছিল; উহা উড়িষ্যা, গন্দয়ানা, এবং মধ্য-ভারতবর্ষের জঙ্গল ও পাহাড়বাসী খন্দ ও অন্যান্য আদিম জাতিদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। উহা এক্ষণে নিবারিত হইল। ভারতবর্ষের কোন কোন নগরে আহার্য্য ও অন্যান্য বণিজ দ্রব্য আমদানী করিতে হইলে যে কর দিতে হইত, তাহা এই সময়ে উঠিয়া যাওয়াতে স্বাধীন বাণিজ্য বর্দ্ধিত হয়।

১৮৪৮ সালের প্রারম্ভে লর্ড হার্ডিঞ্জ কলিকাতা হইতে প্রস্থান করেন। অল্পকাল রাজত্ব করিয়াই তিনি সকল শ্রেণীর অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। কৌশলী ও সাহসী যোদ্ধা, এবং সুদক্ষ ও সদয় রাজনীতিবেত্তা বলিয়া তাঁহার নাম লোকে শ্রদ্ধা সহকারে চিরকাল স্মরণ করিবে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

লর্ড ড্যালহৌসী:—দ্বিতীয় শিখ সংগ্রাম। খৃঃ অঃ ১৮৪৮—১৮৫৬।

§ ১—দ্বিতীয় শিখসংগ্রাম। § ২—পেগু, নাগপুর ও অযোধ্যা গ্রহণ। § ৩—লর্ড ড্যালহৌসীর সময়ে ভারতবর্ষে সামাজিক উন্নতি।

§ ১। দ্বিতীয় শিখ সংগ্রাম।—আর্ল অব ড্যালহৌসী লর্ড হার্ডিঞ্জের পরে এই আশয়ে গবর্ণর-জেনেরলী পদে নিযুক্ত হন যে, তদানীন্তন রক্তবাহী সংগ্রাম নিচয়ের পরে তিনি ভারতবর্ষকে শান্তিসুখ দিতে পারিবেন। তিনি ১৮৪৮ হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন, এবং পঞ্জাব, ব্রহ্মদেশান্তর্গত পেগু, অযোধ্যা, তাঞ্জোর, নাগপুর, সিতারা ও ঝান্সী ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্য সংযুক্ত করিয়া উক্ত সাম্রাজ্যের কলেবর বৃদ্ধিদ্বারা স্বীয় শাসনকাল প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। অন্যান্য রাজ্য ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সংযুক্ত করিয়া তৎসাম্রাজ্যবর্দ্ধন রাজনীতি যদিও লর্ড ড্যালহৌসী কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত নহে, তথাপি তৎকর্ত্তৃক উহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অনুসৃত হয়। সংযুক্ত রাজ্য সমূহের অত্যাচারপীড়িত অধিবাসী-দিগের প্রতি দয়া প্রযুক্তই এই রাজনীতি সাধারণতঃ অবলম্বিত হইত; কিন্তু বহুকাল হইতে গবর্ণমেণ্ট এ নীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

শিখদিগের বিগ্রহপ্রিয়তা সন্দর্শন করিয়া নূতন গবর্ণর-জেনেরল স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে আর একটী শিখ সংগ্রাম অনিবার্য্য; এবং তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে সতেজে যুদ্ধ চালাইয়া পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করিয়া লইবেন। তাহা হইলে শিখসৈন্যগণ আর পুনরায় ভারতবর্ষের শান্তি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না। এই সিদ্ধান্ত করিবার সময়ে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহা অতি প্রসিদ্ধ। তিনি বলেন, "আমি শান্তিজন্য বাঞ্ছা করিয়াছি; আমি ইহার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি; আমি ইহার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু যদি ভারতবর্ষের শত্রুগণ যুদ্ধ চাহে, তাহারা যুদ্ধই পাইবে; এবং আমি শপথ করিতেছি, তাহারা উহা প্রতিশোধ সহকারে পাইবে।"

প্রথমে মুলতানে শিখেরা অস্ত্রধারণ করে, এবং তত্রত্য দুইজন ব্রিটিশ কর্ম্মচারীকে বধ করিয়া দুর্গরক্ষার্থে আয়োজন করে। অনতিবিলম্বে বিদ্রোহাগ্নি সমস্ত পঞ্জাব প্রদেশে বিস্তৃত হয়। লেপ্টেনেণ্ট এড্‌ওয়ার্ডস [যিনি পরে সর হার্বার্ট এড্‌

ওয়ার্ডস্ হন] নামক একজন তরুণ বয়স্ক ইংরেজ মুলতানের নিকটে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি অবিলম্বে কিয়ৎসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মুলতান আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন; এবং প্রধান সেনাপতি লর্ড গফ্ সত্বর বহুসংখ্যক সেনা সমভিব্যাহারে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। মুলতান আক্রান্ত ও অধিকৃত হইল; এবং চিলিয়ানওয়ালা নামক স্থানে রক্তবাহী ও নিষ্ফল যুদ্ধের পরে লর্ড গফ চন্দ্রভাগা ও বিতস্তার মধ্যবর্ত্তী দোয়াব প্রদেশান্তর্গত গুজরাট নগরের যুদ্ধে শিখসেনাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন (ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৯)। ইংরেজদিগের পুরাতন শত্রু দোস্ত মহম্মদ কর্ত্তৃক সাহায্যার্থ প্রেরিত একটী প্রবল আফগান অশ্বারোহীদল শিখদিগের সহিত সমবেত হইয়াছিল। গুজরাটের যুদ্ধ এইজন্য প্রসিদ্ধ, সে উহাতে প্রায় কেবল ইংরেজদিগের কামানের ভয়ঙ্কর অগ্নিবর্ষণ দ্বারাই জয় লব্ধ হয়। দুই দিন ধরিয়া শিখসৈন্যগণের উপরে ভয়ঙ্করবেগে গোলা পতিত হইতে লাগিল, এবং সহস্র সহস্র নির্ভীক্ শিখগণ নিহত হইল; পরিশেষে ইংরেজ যোধগণের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া সমস্ত শিখসেনা পলায়ন করিল। যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা পঞ্জাবের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে বন্দীরূপে ইংরেজদিগের নিকটে আত্মসমার্পণ করিতে বাধ্য হইল। যাহারা আত্মসমর্পণ করিল, তাহাদিগের মধ্যে শিখদিগের প্রধান সেনানী সের সিংহ একজন। গিল্বার্ট নামক একজন সাহসী ইংরেজ সেনানী লর্ড গফের অধীনে একজন উৎকৃষ্ট সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি দোস্ত মহম্মদের আফগান অশ্বারোহীগণকে সিন্ধু নদ পার করাইয়া খাইবার গিরি-সঙ্কটের মুখ পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিলেন।

এক্ষণে শিখেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে দেখিয়া লর্ড ড্যালহৌসী পঞ্জাব প্রদেশ ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সংযুক্ত করিতে সঙ্কল্প করিলেন; কারণ তিনি দেখিলেন যে এই সাহসী জাতি যতদিন দুঃশাসনাধীন থাকিবে, ততদিন পঞ্জাবে ও ভারতবর্ষে ক্রমাগত একটা গোলযোগের কারণ বর্ত্তমান থাকিবে। মহারাজা দলিপ সিংহ পূর্ণদরবারে একটী সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। এতদ্দ্বারা বহু বৃত্তি প্রাপ্ত হইবার নিয়মে ইংরেজদিগের হস্তে রাজত্ব সমর্পণ করিলেন; এবং সেই সময় হইতে তিনি ইংরেজ ভূম্যধিকারী হইয়া ইংলণ্ডে শান্তভাবে ও হিতকর কার্য্যে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। একদল ইংরেজ কমিসনরের হস্তে পঞ্জাবের শাসনভার ন্যস্ত হইল; সর হেন্‌রীলরেন্স ইহাদিগের দলপতি

ছিলেন, এবং তাঁহার ভ্রাতা জন লরেন্স [যিনি পরে লর্ড লরেন্স ও ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনেরল হন] পদমর্য্যাদায় দ্বিতীয় ছিলেন। সেই সময় হইতে পঞ্জাব সুচারু-রূপে ও ন্যায়ানুসারে শাসিত হইয়াছে; শিখেরা ব্রিটিশ রাজ্যের অতি প্রভুভক্ত প্রজা মধ্যে গণ্য হইয়াছে; এবং অল্পকাল মধ্যে পঞ্জাব ধনে মানে বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে।

§২। পেগু, নাগপুর এবং অযোধ্যা গ্রহণ। —— পঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সংযুক্ত হইবার পরে, অপরাপর কয়েকটী রাজ্য গৃহীত হয়। দ্বিতীয় ব্রহ্মদেশীয় সংগ্রাম ১৮৫২ অব্দে আরব্ধ হয়। ইহার কারণ এই। আবাধিপতি গর্ব্বোন্মত্ত হইয়া ভাবিয়া ছিলেন যে তিনি অবাধে ব্রিটিশ প্রজাদিগের অপমান ও ক্ষতি করিতে পারেন। ফল এই হইল যে পেগুনামে অভিহিত ব্রহ্মদেশের সমুদয় সমুদ্রসন্নিহিত প্রদেশগুলি বিজিত হইল, এবং প্রথম ব্রহ্মদেশীয় সংগ্রামে যে সকল প্রদেশ ইংরেজদিগের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল, সেই সকল প্রদেশের সহিত ১৮৫২ অব্দে সংযুক্ত হইল। পেগু এক্ষণে শ্রীবৃদ্ধিশালী ব্রিটিশ ব্রহ্ম প্রদেশের এক অংশ। ১৮৫৩ অব্দে নাগপুরের মারহাট্টা রাজা উত্তরাধিকারী না রাখিয়া ও দত্তক পুত্র গ্রহণ না করিয়া পরলোক গত হইলে, নাগপুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সংযুক্ত হইল।

১৮৫৬ অব্দে জনাকীর্ণ অযোধ্যা মহারাজ্যও গৃহীত হইল। ১৮০১ অব্দের সন্ধিদ্বারা উহা ইংরেজদিগের আশ্রয়ে সংস্থাপিত হয়; এবং রাজা যতদিন সুচারুরূপে ও শান্তভাবে রাজ্যশাসন করিবেন, ততদিন নিরাপদে থাকিতে পারিবেন, এরূপ আশ্বাস পাইয়াছিলেন। কিন্তু শাসন কার্য্য ক্রমেই মন্দ হইতে মন্দতর হইয়াছিল; এবং অযোধ্যায় এরূপ অরাজকতা ও অত্যাচার হইয়াছিল, যে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ইংরেজাধীন প্রদেশে শান্তিরক্ষা করা ভার হইয়া উঠিয়াছিল। প্রজাদিগের ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা হইতেছিল; কেবল ইংরেজাশ্রিত রাজ্য বলিয়া বিফলপ্রযত্ন হইবার আশঙ্কায় তাহারা বিদ্রোহী হইতে পারিতেছিল না। দয়া ও দূরদর্শিতা উভয়েই অযোধ্যা গ্রহণ করিতে বলিতেছিল; এবং লর্ড ড্যালহাউসী ও কৌন্সিলের সমুদয় সভ্যগণ একমত হইয়া এইরূপ পরামর্শ দেন। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষেরা উক্ত প্রদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে আদেশ দিলেন; এবং সিংহাসনচ্যুত ভূপাল বৃত্তিভোগী হইয়া কলিকাতায় প্রেরিত হইলেন।

§৩। লর্ড ড্যালহৌসীর শাসন সময়ে ভারতবর্ষের সামাজিক উন্নতি। —— লর্ড ড্যালহৌসীর শাসন সময়ে সভ্যতা ও বাহ্যিক শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি

লক্ষিত হয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথমে রেলওয়ে খুলে; এবং শীঘ্র শীঘ্র দেশের সর্ব্বত্র রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হয়। প্রকাণ্ড শিক্ষা প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়; বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে আদেশ হয়; এবং ১৮৫৫ অব্দে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কালেজ সংস্থাপিত হয়। বৃহৎ বৃহৎ হিতকর পূর্ত্তকার্য্য, যথা বড় বড় সরকারী বাটী, রাস্তা ও খাল, প্রস্তুত করিবার কল্পনা হয়, এবং এই নিমিত্ত অনেক টাকা ঋণ করা হয়। আসামীকে যন্ত্রণা দিয়া তাহার নিকট হইতে প্রমাণ সংগ্রহরূপ অন্যায় কার্য্যটী কঠিন শাসন সহকারে নিবারিত হয়; এবং যাহাতে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের সকল শ্রেণীর লোকে সম্পূর্ণরূপ বিচার প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য অত্যন্ত যত্ন করা হয়। বস্তুতঃ ১৮৪৮ অব্দ হইতে ১৮৫৬ অব্দ পর্য্যন্ত আট বৎসর স্থায়ী লর্ড ড্যালহৌসীর সমুজ্জ্বল ও সতেজ শাসন সময়ে কেবল প্রজাদিগের সুখ ও শ্রীবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভারতবর্ষ শাসন করিবার ন্যায়ানুগত ও সততাসম্মত প্রণালী সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্ত্তী প্রত্যেক গবর্ণর-জেনেরল অকপট হৃদয়ে এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন।

লর্ড ড্যালহৌসী ১৮৫৬ সালের ৬ই মার্চ তারিখে কলিকাতা হইতে প্রস্থান করেন। চিন্তায় ও পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভঙ্গ হইয়াছিল, এবং অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়; কিন্তু ব্রিটিশ ভারতবর্ষের একজন অতি প্রধান গবর্ণর-জেনেরল বলিয়া চিরকাল তাঁহার যশঃ থাকিবে।

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়।

লর্ড ক্যানিংঃ সিপাহী বিদ্রোহ। খৃঃ অঃ ১৮৫৬-১৮৬২।

§ ১—সিপাহী বিদ্রোহ। § ২—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব শেষ। § ৩—উপসংহার।

§ ১। সিপাহী বিদ্রোহ।—লর্ড ড্যালহৌসীর পরে লর্ড ক্যানিঙ্ গবর্ণর-জেনেরলী পদে নিযুক্ত হন; এবং ১৮৫৬ সালের ২৯এ ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি কলিকাতায় পৌঁছেন। তাঁহার শাসনসময়ের প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা সিপাহী

বিদ্রোহ। ১৮৫৭ সালে ঐ বিদ্রোহের আরম্ভ হয়, এবং উহাতে পরিণামে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব যায়, এবং গ্রেট্‌ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের রাণী ভারতবর্ষের রাজরাজেশ্বরী মহামহিমান্বিতা শ্রীমতী ভিক্‌টোরিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এই মহা বিদ্রোহের ঘটনাগুলি এত অল্প দিন হইল ঘটিয়াছে, যে আমরা অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণের অতিরিক্ত কিছু লিখিতে চেষ্টা করিব না। এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে পাঠক পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী প্রধান কথা স্মরণ রাখিবেন। (১) অযোধ্যা ব্যতীত সর্ব্বত্র এই বিদ্রোহে কেবল দেশীয় বাঙ্গালা বিভাগস্থ সেনার বিশ্বাসঘাতক সিপাহীরাই লিপ্ত ছিল; বল বা আশঙ্কার অধীন না হইলে অপর প্রজাবর্গ তাহাদিগের সহিত প্রায়ই যোগ দেয় নাই। (২) এই বিপত্তি সময়ে ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভূপাল ও সর্দ্দারগণ উন্নত স্বদেশপ্রিয়তা ও ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অনেক স্থলে বিদ্রোহীদিগের অত্যাচার নিবারণার্থে তাঁহারা স্বীয় অনুচরবর্গকে সশস্ত্র করিয়াছিলেন ও কর্ত্তৃপক্ষদিগকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিয়াছিলেন। এইসকল প্রভুভক্ত নৃপতিদিগের মধ্যে গোয়ালিয়রের মহারাজা সিন্ধিয়া, জয়পুরের মহারাজা, কপূর্রতলার মহারাজা, পাতিয়ালার মহারাজা, এবং অন্যান্য অনেক শিখ রাজা ও সর্দ্দারেরাই সর্ব্বপ্রধান। (৩) ব্রিটিশ আধিপত্য বিনষ্ট হইলে অরাজকতা ও বিশৃংখ্খলার সময়ে যাহাদিগের লাভের আশা ছিল, তাহারাই বিদ্রোহী সিপাহীদিগের প্রধান নেতা হইয়াছিল, ও তাহাদিগকে অনেক নিষ্ঠুর কার্য্য সাধন করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে শেষ পেশোয়ার দত্তক পুত্র, উত্তরকালে কানপুরের হত্যাকাণ্ডের বিধাতা, দুরাত্মা ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেব সর্ব্বাপেক্ষা উদ্যোগী ছিল। তাহার আশা ছিল যে মারহাট্টাদিগের পূর্ব্বাধিপত্য পুনঃসংস্থাপন করিবে। এদিকে বৃদ্ধ দিল্লীশ্বর ও তাঁহার পুত্রগণ উন্মত্তবৎ আশা করিতেছিলেন যে মোগল বংশের মহিমা পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইবেন।

এই সকল দুর্ব্বৃত্ত ও ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সিপাহীদিগের মধ্যে ও দেশীয় অজ্ঞ লোক-দিগের মধ্যে অতি অসঙ্গত জনরব রটাইয়া দিয়া স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করিতেছিল। তাহারা ছলপূর্ব্বক প্রচার করে যে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সমুদয় ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে, এবং সমুদয় দেশীয় রাজাদিগকে অধিকারচ্যুত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। সর্ব্বোপরি তাহারা এই কথা ছলপূর্ব্বক প্রচার করে যে

গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক খৃষ্টান করিবেন। কোন শিক্ষিত ব্যক্তি এরূপ উন্মত্ত হইতে পারে না যে এই সকল অমূলক প্রলাপবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিবে। কিন্তু অজ্ঞ ও অশিক্ষিত সিপাহীরা সহজেই এ সকল সত্য বলিয়া গ্রহণ করিল। ১৮৫৭ অব্দের প্রারম্ভে ভারতবর্ষীয় সৈন্যগণকে নুতন রকমের বন্দুক প্রদত্ত হইল। এই সকল বন্দুক বোঝাই করিবার পূর্ব্বে টোটা গুলিতে চর্ব্বি মাখাইতে হইত। পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্বৃত্ত বিশ্বাসঘাতকেরা মিথ্যা করিয়া সিপাহীদিগকে বলিয়াছিল যে টোটাগুলিতে গো ও শূকরের চর্ব্বি মাখান ছিল, সুতরাং তদ্ব্যবহারে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। পরিশেষে ১৮৫৭ সালের ১০ই মে তারিখে সহসা ভীষণতাসহকারে মিরাটে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল, এবং সত্বরে আর্য্যাবর্ত্ত ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ নিচয়ে পরিব্যাপ্ত হইল। বিদ্রোহের প্রধান ঘটনাগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) বিদ্রোহারম্ভ, এবং মিরাট, দিল্লী, কাণপুর ও অন্যত্র সিপাহীদিগের কর্ত্তৃক ইউরোপীয় দিগের হত্যা, ১৮৫৭ সালের মে, জুন, ও জুলাই মাসে।

(২) দিল্লী অবরোধ (জুন হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত), এবং ব্রিটিশ সেনা কর্ত্তৃক উক্ত দুর্গের অধিকার (সেপ্টেম্বর ১৮৫৭)।

(৩) ইংরেজ অধিবাসীদিগের কর্ত্তৃক লক্ষ্ণৌ রক্ষা, এবং ১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হ্যাভলক্ ও আউট্রামের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক ইহার প্রথমবার উদ্ধার সাধন।

(৪) সর কলিন ক্যাম্বেল (উত্তরকালীন লর্ড ক্লাইড্) কর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার লক্ষ্ণৌর উদ্ধার সাধন, এবং ১৮৫৭ সালের শেষভাগে অযোধ্যা ও নিকটবর্ত্তী আর্য্যাবর্ত্তান্তর্গত প্রদেশে সম্পূর্ণরূপে বিদ্রোহশান্তি।

(৫) ১৮৫৮ অব্দের প্রারম্ভে সর হিউ রোজ কর্ত্তৃক মধ্যভারতবর্ষস্থ বিদ্রোহীদিগের দমন।

যে অল্পসংখ্যক ইংরেজগণ বিচ্ছিন্নভাবে এতদ্দেশে বাস করিতেছিলেন, এ "সিপাহী সংগ্রামের" উপাখ্যান অনেক স্থানে তাঁহাদিগের অসামান্য স্বার্থত্যাগ, ভয়ঙ্কর কষ্টকালীন অত্যুন্নত সাহস ও সহিষ্ণুতা, ও অত্যাশ্চর্য্য সামরিক শৌর্য্যদ্বারা অলঙ্কৃত। যে সকল দেশীয় লোকে বিপত্তিকালে গবর্ণমেণ্টের প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহারাও ইউরোপীয়দিগকে সাহায্য করিতে অসাধারণ অনুরাগ দেখাইয়াছিল, এবং অনেক সময়ে স্বকর্ত্তব্য সাধনার্থে অনেক কষ্ট সহ্য

করিয়াছিল। অপর পক্ষে আবার এই উপাখ্যান অনেক অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্তদ্বারা কলঙ্কিত। সিপাহীরা অনেক সময়ে অতিশয় নিষ্ঠুরতা সহকারে কেবল পুরুষ নহে, বহুসংখ্যক নিরুপায়া অবলা ও নির্দ্দোষী শিশুগণকেও হত্যা করিয়াছিল; এবং ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে এই নিষ্ঠুর হত্যাকারীদিগকে উচিত শাস্তি দিতে গিয়া, বিজেতাগণ কখন কখন (আশা করি, অনেক সময়ে নহে) ভীষণ প্রতিহিংসা ও অনাবশ্যক নিষ্ঠুরতা দোষে দোষী হইয়াছিলেন। এই সময় আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ লোকের পক্ষে অতি দুঃখের সময় হইয়াছিল। যে মহানুভব নীতিবেত্তা ও যোধদল সর জন লরেন্সের অধীনে পঞ্জাব শাসন করিতেছিলেন, সৌভাগ্য ক্রমে তাঁহাদিগের সতর্কতা ও অধ্যবসায়ে উক্ত প্রদেশ এই সকল যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। এই দলের মধ্যে বোধ হয় নিকলসন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি পরে নেতা হইয়া দিল্লী অধিকার করিবার সময়ে নিহত হন; এবং তাঁহার বিষয়ে টেম্পল সাহেব [যিনি এক্ষণে সর রিচার্ড টেম্পল ও বাঙ্গালার লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর] এই কথা বলিয়াছেন, " জন্ নিকলসন ব্যতিরেকে দিল্লী পতিত হইত না।"

দিল্লী বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। সেখানে বহুসংখ্যক বিদ্রোহী সিপাহীরা সমবেত হইয়াছিল, এবং যুদ্ধোপকরণ ও প্রয়োজনীয় সঞ্চিত সামগ্রীর অক্ষয়ভাণ্ডার সমেত তাহারা তত্রত্য প্রকাণ্ড দুর্গে কিছুকাল আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এজন্য যখন শুনা গেল যে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লীর দুর্গ অধিকৃত হইয়াছে, তখন ভারতবর্ষস্থ প্রত্যেক রাজভক্ত ব্যক্তিই সন্তুষ্ট হইল; এবং ১৮৫৭ সালের ২০এ সেপ্টেম্বর সমুদয় নগরী হস্তগত হইল। যে বহুসহস্র যোধগণ ব্রিটিশ আধিপত্য রক্ষার্থে ইংলণ্ড হইতে সত্বর আসিতেছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজনও ভারতবর্ষে পদার্পণ না করিতে করিতে এইরূপে এতদ্দেশীয় ইংরেজসৈন্যগণ কয়েকটী সাহসী শিখসেনাদলের সাহায্যে এই মহাবরোধে সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ দিল্লীশ্বর বন্দীকৃত হইলেন, এবং বিচারান্তে সমুদ্রপারে ব্রিটিশ ব্রহ্মপ্রদেশে আজীবন নির্ব্বাসিত হইলেন। তথায় পরে তাঁহার মৃত্যু হয়, এবং তজ্জন্য কেহই শোক প্রকাশ করে নাই। তাঁহার দুই পুত্র ও এক পৌত্রকে গুলী করিয়া মারা হয়; এবং বিদ্রোহীদিগের নেতাদিগের অধিকাংশকেই গুলী করিয়া মারা হয় অথবা ফাঁসী দেওয়া হয়।

এই সময়ে লক্ষ্ণৌতে যে যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহাই বোধ হয় এই সংগ্রাম মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত। যে সকল লোক ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, তাহাদিগের

মধ্যে সর হেনরী লরেন্স একজন অত্যুত্তম, অতি উদার, ও অতি বীরধর্ম্মা ব্যক্তি। তিনি একটী ক্ষুদ্র ইউরোপীয় ও রাজভক্ত দেশীয় দলের সাহায্যে অগণ্য বিদ্রোহীসেনার বিরুদ্ধে লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সি রক্ষা করেন। ২রা জুলাই তারিখে একটী বোম ভাঙ্গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়; কিন্তু তৎপরেও অতিশয় সাহস সহকারে রক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছিল। পরিশেষে হ্যাভলক্, তিনবার গঙ্গা পার হইয়া ও অসংখ্য যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, আক্রমণকারী সৈন্যদিগের মধ্যে দিয়া বলপূর্ব্বক রাস্তা করিলেন, এবং ২৫এ সেপ্টেম্বর তারিখে লক্ষ্ণৌনগরে প্রবেশ করিলেন। বীরধর্ম্মা সর জেম্স্ আউট্রাম উদ্ধারসাধিকা সেনার নেতৃত্ব গ্রহণার্থে প্রেরিত হইয়াছিলেন; কিন্তু যতক্ষণ উক্ত নগরের উদ্ধারসাধন না হইল, ততক্ষণ তিনি উদারতা প্রদর্শনপূর্ব্বক হ্যাভলক্‌কে ক্ষমতাচ্যুত করিতে অস্বীকার করিলেন। এইরূপে হ্যাভলক্ যে কার্য্য জন্য অত্যন্ত সাহস ও সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছিলেন, সেই কার্য্য সাধন করিয়া সুখী হইতে পারিলেন।

১৮৫৮ সালে বিদ্রোহ ক্রমশঃ সর্ব্বত্র সংযত হইল; এবং যে কয়েকটী বিদ্রোহী দল অবশিষ্ট ছিল, তাহারা অনুসৃত ও বিনষ্ট হইল। ১৮৫৯ সালের ৮ই জুলাই তারিখে লর্ড ক্যানিঙ্ শান্তি প্রচার করিলেন; এবং শৃঙ্খলা ও শান্তির শুভকর পুনরুদ্ধার জন্য ২৮এ জুলাই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন নির্দ্ধারিত হইল।

১৮৫৭ অব্দে ব্রিটিশ ভারতবর্ষীয় সৈন্যগণ দুইটী অল্পকাল স্থায়ী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; একটী পারস্যের সহিত এবং অপরটী চীনের সহিত। উভয়স্থলেই ইংরেজেরা সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়াছিলেন; এবং কেবল এই জন্য এ সংগ্রাম-দ্বয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক যে প্রথমটী [পারসিক] সমাপ্ত হওয়াতে, আর দ্বিতীয়টীর জন্য সমরক্ষেত্রোদ্দেশে যে সকল ইংরেজ সৈন্য যাত্রা করিয়াছিল তাহারা ভারতবর্ষের নিকট দিয়া যাওয়াতে, কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে নূতন সেনা পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

§২। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব শেষ।—— সিপাহী বিদ্রোহের যন্ত্রণা ও বিপত্তি নিচয়ের একটী ফল এই হইল যে ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্ট সংকল্প করিলেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে আর ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রাখিবেন না। এতৎপরিবর্ত্তে সাক্ষাৎসম্বন্ধে মহামহিমান্বিতা শ্রীশ্রীমতি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীনে এতদ্দেশ সংস্থাপিত হইবে, এবং ইহার শাসনভার ভারতবর্ষে একজন রাজপ্রতিনিধি ও ইংলণ্ডে একজন সেক্রেটরী অব ষ্টেট অর্থাৎ

রাজমন্ত্রীর হস্তে অর্পিত হইবে। এই পরিবর্ত্তন নিবন্ধন লর্ড ক্যানিঙ্‌ ব্রিটিশ ভারতবর্ষের প্রথম রাজপ্রতিনিধি হন; এবং প্রত্যেক গবর্ণর-জেনেরল এক্ষণে এই উচ্চতর উপাধি ধারণ করেন।

১৮৬২ সালে লর্ড ক্যানিঙ্‌ প্রস্থান করিলে লর্ড এল্‌গিন তৎপদে অভিষিক্ত হন, এবং ১৮৬৩ সালের অন্ত পর্য্যন্ত কুড়িমাস রাজত্ব করেন। অনন্তর যে সরজন লরেন্স (এক্ষণে লর্ড লরেন্স) বিদ্রোহ সময়ে বিজ্ঞতাসহকারে ও সুচারুরূপে পঞ্জাব শাসন করিয়াছিলেন, তিনি রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর-জেনেরল হন। লর্ড লরেন্স ১৮৬৪ অব্দ হইতে ১৮৬৮ অব্দ পর্য্যন্ত চারি বৎসর রাজত্ব করেন; এবং পরে তৎপদে লর্ড মেও অভিষিক্ত হন। ইনি ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জে একজন ধর্ম্মোন্মত্ত কয়েদির অস্ত্রাঘাতে হত হন। প্রথমে সর জন ষ্ট্রেচি ও পরে লর্ড নেপিয়র অব মর্চিষ্টন অল্পকালমাত্র রাজপ্রতিনিধি শক্তি ধারণ করেন, এবং অনন্তর লর্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ববিলোপের পরে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, সে সকল এত নিকটবর্ত্তী যে ঈদৃশ গ্রন্থে বর্ণনীয় নহে।

§ ৩। উপসংহার। —— যে সকল ভারতবর্ষীয় সামন্তরাজগণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশেষ রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে সনন্দ প্রদান করা লর্ড ক্যানিঙের রাজ্যশাসনের একটী শেষ কার্য্য। এই সনন্দ সমূহদ্বারা ভারতবর্ষীয় ভূপালগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সামন্তরাজপদে অভিষিক্ত হইলেন, এবং নিরুপদ্রবে আপন আপন রাজ্য, সত্ত্ব ও ক্ষমতা ভোগ করিবার আশ্বাস প্রাপ্ত হইলেন। সত্ত্ব নিচয়ের মধ্যে অপুত্রক হইলে উত্তরাধিকারীরূপে দত্তকপুত্র গ্রহণের সত্ত্ব রহিল। কেবল এই মাত্র নিয়ম থাকিল যে, সনন্দের ফলভোগ করিতে হইলে, যিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তিনি তাহা পালন করিবেন, আর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শন করিবেন।

যে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া ভারতবর্ষের কোটি কোটি অধিবাসীদিগকে স্বীয় আশ্রয়ে গ্রহণ করিলেন, এবং যাহাতে তিনি তাহাদিগকে ব্রিটিশ-শাসন-চিরসমুজ্জ্বলকারী শুভকর নিয়ম নিকরদ্বারা শাসন করিতে অঙ্গীকার করিলেন, সে ঘোষণাপত্র ভারতবর্ষীয় সমুদয় প্রচলিত ভাষায় অনুবাদিত হইল, এবং ১৮৫৮ অব্দের ১লা নবেম্বর তারিখে প্রত্যেক জেলায় ও প্রত্যেক আদালতে

পঠিত হইল। মহামহিমান্বিতা মহারাণীর স্নেহ ও গৌরবপূর্ণ সদয় বাক্যে নিঃসন্দেহ লোকের মনে অনেকদূর আশ্বাস জন্মিল, এবং তাহারা বুঝিতে পারিল যে ইংরেজশাসনকর্ত্তাদিগের সমরশক্তি যেমন অল্পদিন পূর্ব্বে অনিবার্য্য সপ্রমাণ হইয়াছে তেমনই তাহাদিগের অভিপ্রায়ও ন্যায়ানুগত ও মঙ্গলকর। ঘোষণাপত্রের শেষ কথা গুলি দিয়া আমরা এই ইতিবৃত্ত শেষ করিব; "যখন ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে আভ্যন্তরিক শান্তি পুনঃ সংস্থাপিত হইবে, আমাদিগের নিতান্ত বাসনা যে ভারতবর্ষের শান্তিময়ী শ্রমশীলতার উত্তেজনা করিব, সাধারণ হিতকর ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধক কার্য্যের উন্নতি সম্পাদন করিব, এবং তন্নিবাসী অস্মদীয় সমুদয় প্রজাবর্গের উপকারার্থে রাজ্যশাসন করিব। তাহাদিগের সৌভাগ্যেই আমাদিগের বল; তাহাদিগের সন্তোষেই আমাদিগের নিরুদ্বেগ; এবং তাহাদিগের কৃতজ্ঞতাই আমাদিগের সর্ব্বোত্তম পুরস্কার। এবং সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর আমাদিগকে ও আমাদিগের অধীন কর্ত্তৃপক্ষদিগকে এমন বল প্রদান করুন যেন আমাদিগের প্রজাবর্গের মঙ্গল সাধনার্থে আমাদিগের ইচ্ছা ফলবতী করিতে পারি।"

পরিশিষ্ট (ক)।

সংস্কৃত সাহিত্য।

§ ১—ধর্ম্ম ও দর্শন গ্রন্থ। § ২—মহাকাব্য ও নাটক। § ৩—গীতকাব্য।
§ ৪—আখ্যান ও নীতিগ্রন্থ।

§ ১। ধর্ম্মগ্রন্থ। —— হিন্দুরা তাহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি সাধারণতঃ শ্রুতি ও স্মৃতি এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকে। শ্রুতি বলিতে বৈদিক সংহিতা ও ব্রাহ্মণগুলি বুঝায়; এবং ধর্ম্মশাস্ত্রনামে যে সকল বহুসংখ্যক গ্রন্থ বেদের পরিশিষ্টরূপে পরিগৃহীত হয়, তাহাদিগকে স্মৃতি বলে।

বেদ চারি, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ। প্রত্যেক বেদ দুই ভাগে বিভক্ত; (১) মন্ত্র বা সংহিতা, ইহাতে উপাসকদিগের অভাব ও ইচ্ছা প্রকটিত আছে, সুতরাং ইহা হইতে তাৎকালিক লোকের সামাজিক অবস্থাসম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়; (২) ব্রাহ্মণ, ইহাতে প্রধানতঃ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ম্মকাণ্ডের বিবরণই আছে।

এই সকল গ্রন্থের মধ্যে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিই সর্ব্বপ্রধান। বেদগুলির মধ্যে ঋগ্বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, এবং আর্য্যভাষায় লিখিত সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ। ইহার রচনাসময় খৃঃ পূঃ ১৪০০ অনুমিত হইয়া থাকে। মন্ত্র সকল নৈসর্গিককার্য্যে পরিদৃশ্যমান দেবতার উদ্দেশে রচিত; যথা, ইন্দ্র অন্তরীক্ষদেবতা, অনেকস্থলে দেবেশ্বর বলিয়া বর্ণিত; অগ্নি, অনলদেবতা; বরুণ, আকাশ ও বৃষ্টির দেবতা; সবিতা সূর্য্য, মিত্র, রবিমণ্ডলের দেবতা; বায়ু, অনিলদেবতা; মরুৎ, উষা, আশ্বিনেয়, এবং অন্যান্য অনেক।

ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি যদিও অতি প্রাচীন, তথাপি বেদের ব্রাহ্মণভাগ অপেক্ষাও উত্তরকালবর্ত্তী। তাহারা চারিশ্রেণীতে বিভক্ত, যথা বেদান্ত, চতুরুপবেদ, ষড়্‌বেদাঙ্গ ও চতুরুপাঙ্গ। ষড়্‌বেদাঙ্গের মধ্যে তৃতীয়টীকে ব্যাকরণ বলে; পাণিনির ব্যাকরণই এই স্থলে পরিগণিত হইয়া থাকে। পাণিনি ভূমণ্ডল মধ্যে একজন অতিপ্রধান বৈয়াকরণ; এবং তিনি বুদ্ধদেবের কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এইরূপ অনুমিত হইয়া থাকে।

ষড়্‌বেদাঙ্গের ষষ্ঠ অর্থাৎ শেষটী জ্যোতিষ। যে সকল জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের রচিত গ্রন্থ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে পরাশর ঋষি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। জ্যোতিষ গ্রন্থকার-দিগের মধ্যে আর্য্যভট্টই সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার প্রাদুর্ভাবকাল প্রায় ৫০০ খৃষ্টাব্দ। তিনি মেরুদণ্ডের উপরে পৃথিবীর আহ্নিক আবর্ত্তন স্থির করেন, এবং যে সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন সে সময়ের অনেক পরবর্ত্তী কালের উপযোগী অন্যান্য আবিষ্ক্রিয়া করেন। ভাস্করাচার্য্য নামে একজন উত্তরকালবর্ত্তী জ্যোতিষগ্রন্থকার প্রায় ১১০০ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণাপথের অন্তর্গত বিদর্ভের অধিবাসী ছিলেন। তিনি একটী গাণিতিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন, তাহা না কি বর্ত্তমান ইউরোপীয় গণিত-বেত্তাদিগের " ভেদাত্মক গণিতের " (ডিফারেন্স্যাল্ ক্যাল্‌কুলস্‌) সদৃশ।

উপাঙ্গদিগের মধ্যে প্রথমটী পুরাণ বা পুরাবৃত্ত। দ্বিতীয়টী ন্যায় বা তর্কশাস্ত্র। তৃতীয়টী মীমাংসা বা নীতিশাস্ত্র। চতুর্থটী ধর্ম্মশাস্ত্র বা ব্যবস্থাশাস্ত্র। চতুর্থ উপাঙ্গের মধ্যে মানবধর্ম্মশাস্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিদিত [৫ অঃ দেখ]। এই গ্রন্থ তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত মানব প্রশাখার ব্যবস্থাপুস্তক।

§ ২। মহাকাব্য ও নাটক। —— দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহাভারত ও রামায়ণ মহাকাব্যদ্বয়ের, এবং সপ্তম অধ্যায়ে পুরাণ সকলের, কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু উত্তরকালেরও কয়েকজন মহাকাব্যকার আছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে ভারতবর্ষীয় সেক্সপিয়র, ভারতবর্ষীয় নাটককারবর্গের শিরোমণি, কালিদাস " রঘুবংশ " নামক প্রসিদ্ধ কাব্য রচনা করেন। রঘুর পিতা দিলীপকে অবলম্বন করিয়া গ্রন্থের আরম্ভ এবং রঘু ও তদীয় দেবোপম পৌত্র রামের কীর্ত্তিকলাপের বর্ণনাই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। রঘুবংশে ও কালিদাসের অন্যান্য গ্রন্থে ভাবের পবিত্রতা এবং বর্ণিত পাত্রগুলির কমনীয়তা ও স্বাভাবিকতা অনন্যসাধারণ। দেবসেনানী কার্ত্তিকেয়ের জন্ম লইয়া তিনি " কুমারসম্ভব " রচনা করেন, এবং মহাকাব্যভাবাপন্ন অন্যান্য কাব্যও লিখেন। অন্যান্য মহাকবিদিগের নাম ভারবি, শ্রীহর্ষ ও মাঘ। তাঁহাদিগের এবং কালিদাসের গ্রন্থ মহাকাব্য নামে উচ্চপদবী প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারবি " কীরাতার্জ্জুনীয় " প্রণেতা ; এই কাব্যে কীরাতরূপধারী মহাদেবের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। শ্রীহর্ষের প্রধান গ্রন্থ " নৈষধচরিত, " অর্থাৎ নিষাধাধিপতি নলের জীবনবৃত্তান্ত। মাঘ " শিশুপাল বধ " প্রণেতা ; এই মহাকাব্যের বিষয় শিশুপালের

এক্ষণে আমরা নাটককারদিগের কথা বলিব। ইঁহাদিগের মধ্যে কালিদাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হিন্দুদিগের মতে তিনি উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্যের সভার এক রত্ন ছিলেন [৭ম অং দেখ]। "শকুন্তলাই" তাঁহার সর্ব্বপ্রধান নাটক; ইহার উপাখ্যানভাগ মহাভারতের একটী আখ্যায়িকা হইতে সংগৃহীত। ইহা ইংরেজী, করাসী, বাঙ্গালা, হিন্দী ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। উপাখ্যানটী এইরূপ:—বিশ্বামিত্র ঋষিকে কষ্টকর তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত মেনকা স্বর্গ হইতে ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। মহর্ষির ঔরসে মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। বিশ্বামিত্র তপস্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে, মেনকা স্বর্গে ফিরিয়া যান। শকুন্তলা ঋষি কম্ব কর্ত্তৃক পালিতা হন, এবং পরে গান্ধর্ব্ব বিধানে রাজা দুষ্মন্তকে বিবাহ করেন। দুর্ব্বাশা ঋষি অভিসম্পাত করেন যে তাহার পতি তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবেন; কিন্তু এই নিষ্ঠুর বাক্যের কিঞ্চিৎ উপশম স্বরূপ বলেন যে রাজা দুষ্মন্ত তাঁহাকে যে অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে রাজার স্মরণ হইবে। জলে এই অঙ্গুরীয়ক হারান, পতির প্রত্যাখ্যানে শকুন্তলার দুঃখ, মৎস্যের উদর হইতে এই অঙ্গুরীয়কের পুনঃপ্রাপ্তি, এবং পরিণামে শকুন্তলার পরিজ্ঞান ও সুখ, এই গুলি নাটকের প্রধান ঘটনা। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র ভরত কুরুপাণ্ডবদিগের পূর্ব্বপুরুষ। ইহা উল্লেখযোগ্য যে এই নাটকে উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিবর্গ সংস্কৃত সাধুভাষায় কথাবার্ত্তা কহেন, এবং নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিবর্গ সংস্কৃতের অপভ্রংশ প্রাকৃত ব্যবহার করে।

কালিদাসের অন্য প্রধান নাটকের নাম বিক্রমোর্ব্বশী। ইহাতে প্রয়াগাধিপতি বিক্রম [পুরুরবা?] এবং অপ্সরী উর্ব্বশীর প্রণয় বর্ণিত হইয়াছে। উর্ব্বশী কার্য্যদোষে লতিকায় পরিণত হইয়াছিলেন।

"মৃচ্ছকটিক" পারিবারিক জীবন সম্বন্ধীয় একখানি প্রসিদ্ধ নাটক। কথিত আছে যে উহা শূদ্রকনামক রাজার রচিত। ইহার স্থান উজ্জয়িনী; ইহার নায়ক চারুদত্তনামা ব্রাহ্মণ ধার্ম্মিকের আদর্শ, কিন্তু স্বীয় বদান্যতাজন্য দরিদ্র হইয়াছেন।

অপর ছয়খানি সংস্কৃত নাটক উল্লেখ করিতে হইবে। প্রথম খানি "মালতীমাধব"। বিদর্ভবাসী ভবভূতিনামক একজন ব্রাহ্মণ ইহার রচয়িতা। নাটককারগণ মধ্যে লোকপ্রিয়তায় তিনি কালিদাসের তুল্য। ভবভূতি আর দুই খানি প্রধান নাটক প্রণয়ন করেন, "উত্তর রামচরিত" ও "মহাবীর চরিত"। উত্তরচরিতের

উপাখ্যানভাগ রামায়ণের উত্তরকাণ্ড হইতে গৃহীত। চতুর্থ নাটকখানি "মুদ্রা-রাক্ষস," বিশখা দত্ত প্রণীত। যে রাজবিপ্লবে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশের মগধ রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন, ইহাতে সেই রাজবিপ্লব বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চমখানি "রত্নাবলী"; এই নাটিকাখানি কাশ্মীরাধিপতি হর্ষরাজের প্রতি আরোপিত হইয়া থাকে। হর্ষ ১১১৩ হইতে ১১২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ষষ্ঠ ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় নাটক, "প্রবোধ চন্দ্রোদয়," কৃষ্ণ মিশ্র প্রণীত। ইহা বোধ হয় খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত; এবং বেদান্তমত সংস্থাপন ইহার উদ্দেশ্য।

§ ৩। গীতকাব্য।—— মহাকবি কালিদাস বিরচিত "মেঘদূত" সংস্কৃত ভাষার গীতকাব্য মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ; তাঁহার লিখিত ঋতুবর্ণনাত্মক "ঋতু-সংহার" নামে আর একখানি গীতকাব্য আছে।

রাখাল কৃষ্ণ ও গোপিকা রাধার প্রণয় লইয়া প্রায় খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করেন। এই গীতকাব্যখানি অর্দ্ধ নাটকভাবাপন্ন অর্দ্ধ সরল প্রকৃতি চিত্র। জয়দেবের কবিতা অতি কোমল ছন্দমাধুর্য্য জন্য বিখ্যাত।

§ ৪। উপাখ্যান ও নীতিগ্রন্থ।—— এক্ষণে আমরা নীতি কথা অর্থাৎ উপাখ্যান ও নীতিগ্রন্থের বিষয়ে লিখিব। এই শ্রেণীর মধ্যে "পঞ্চতন্ত্র" সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। পঞ্চপরিচ্ছেদে, অর্থাৎ পঞ্চ উপাখ্যান-সংগ্রহে বিভক্ত বলিয়া ইহাকে পঞ্চতন্ত্র বলে। ইহা বিষ্ণু শর্ম্মার প্রতি আরোপিত হইয়া থাকে; এবং ইহা "হিতোপদেশ" নামক এইরূপ আর একটী উপাখ্যান সংগ্রহের মূল। পারস্যাধিপতি নৌসির্ব্বানের আদেশে ৫৩০ হইতে ৫৯৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পঞ্চতন্ত্র পেহ্লবী ভাষায় অনুবাদিত হয়; এবং তথা হইতে বিদপে বা পিল্পের উপাখ্যানমালা নামে ইহা প্রায় পৃথিবীস্থ সমস্ত সভ্যজাতির ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। "কলিলা বা দাম্না" নামে আরবী ভাষায়ও ইহা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। পঞ্চতন্ত্র রচনা সম্বন্ধে একটী চমৎকার গল্প আছে। এক রাজার তিন পুত্র ছিল। তাহারা বুদ্ধি ও পরিশ্রমে কম ছিল। রাজা মন্ত্রীদিগকে এই কথা জানাইয়া তাহাদিগের পরামর্শ চাহিলেন। বিষ্ণু শর্ম্মা নামে একজন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি রাজপুত্রদিগকে স্বগৃহে লইয়াগিয়া সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে অঙ্গীকার করিয়া রাজার চিন্তা দূর করিলেন। অনন্তর তিনি তাহাদিগের উপকারার্থে পঞ্চতন্ত্র রচনা করেন। ইহাতে মিত্রভেদ অর্থাৎ বন্ধুবিচ্ছেদ, মিত্রপ্রাপ্তি অর্থাৎ বন্ধুলাভ, কাকোলূকীয় (কাক

ও পেচক) অর্থাৎ মর্মান্তিক শত্রুতা, শব্দনষ্ট অর্থাৎ লাভহানি, অসম্প্রেক্ষ্যকারিত্ব অর্থাৎ অর্ব্বাচীনতা, এই পাঁচটী পরিচ্ছেদ আছে।

ঈদৃশ আর চারিখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে। প্রথম "কথা সরিৎসাগর," ইহা না কি কাশ্মীরাধিপতি হর্ষদেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। দ্বিতীয় "বেতাল পঞ্চবিংশতি," ইহাতে বেতালোক্ত পঁচিশটী উপাখ্যান আছে। তৃতীয় "সিংহাসন দ্বাত্রিংশতি," ইহাতে রাজা বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনধারিণী পুত্তলিকাগণের কথিত বত্রিশটী উপাখ্যান আছে। চতুর্থ "শুকসপ্ততি," ইহাতে শুকোক্ত বাহাত্তরটী উপাখ্যান আছে।

এস্থলে অন্য তিনখানি প্রসিদ্ধ গদ্য গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে; (১) কাদম্বরী, বাণভট্ট প্রণীত; (২) বাসবদত্তা, সুবন্ধু প্রণীত; এবং (৩) দশকুমার চরিত, দণ্ডী প্রণীত।

পরিশিষ্ট (খ)।

মুসলমান সাহিত্য।

§ ১—মুসলমান সাহিত্যের প্রকৃতি। § ২—ফিরিস্তা। § ৩—আবুল ফজল। § ৪—ফৈজী। § ৫—ইবন বাতুতা। § ৬—খাফি খাঁ। § ৭—অন্যান্য ইতিবৃত্ত-লেখকগণ। § ৮—কবিগণ।

§ ১। মুসলমান সাহিত্যের প্রকৃতি।——মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ আরবী ভাষায় লিখিত, কিন্তু তাহাদিগের সাধারণ সাহিত্যের অধিকাংশই পারসী-ভাষায় রচিত।

মুসলমানদিগের আক্রমণকালে ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের আশ্চর্য্যরূপ প্রকৃতি পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। এই সময়ে প্রথমতঃ আমরা বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রাপ্ত হই। এই ঐতিহাসিক রুচি ভারতবর্ষীয় মুসলমানেরা আরবদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিল। ইউরোপখণ্ডের অন্ধতমসাচ্ছন্ন সময়ের শেষভাগে আরবেরাই প্রধানতঃ বিজ্ঞান চর্চ্চা করিত; এবং আরব সাহিত্য অতিপূর্ব্বেই উন্নতাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় পারসী সাহিত্য বহুলপরিমাণে

আরবদিগের বিদ্যার নিকটে ঋণী। আমাদিগের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য সাধনার্থে এস্থলে কয়েকজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার, কয়েকজন প্রধান ইতিবৃত্তলেখক ও কবির কথা লিখিলেই যথেষ্ট হইবে।

§২। ফিরিস্তা।—ফিরিস্তা ভারতবর্ষীয় ইতিবৃত্তলেখকদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তিনি প্রায় ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে আহম্মদনগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৫৮৯ হইতে ১৬১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিজাপুরাধিপতি দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল সাহের সভায় ছিলেন; এবং "তারিখী ফিরস্তা" নামক তদীয় বৃহদ্গ্রন্থ ইব্রাহিমকে উৎসর্গ করেন। এখানি ৯৭৫ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ করিয়া ১৬০৫ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সাধারণ ইতিহাস। ডো সাহেব ইহা ইংরাজীতে অনুবাদ করেন, এবং ভারতবর্ষে মুসলমান সময়ের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে ইহাই অধিকাংশ ইংরেজী আদর্শ গ্রন্থনিচয়ের মূল।

§৩। আবুল ফজল।—আকবরের প্রধান মন্ত্রী আবুল ফজলের লিখিত "আকবার নামা" নামক ইতিহাস গ্রন্থও কম প্রসিদ্ধ নহে [১৩ অঃ দেখ]। এই বৃহদ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তৈমুর বংশের ইতিবৃত্ত আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে আকবরের রাজত্বের প্রায় ছচল্লিশ বৎসরের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ড "আইন আকবরী" নামে সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ; ইহাতে রাজ্যশাসন প্রণালীর প্রত্যেক বিভাগের, সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অংশের, এবং সম্রাটের সরকারী ও স্বীয় কর্ম্মচারী বর্গ সম্বন্ধে প্রত্যেক বিষয়ের, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বর্ণনা আছে।

§৪। ফৈজী।—আবুল ফজলের ভ্রাতা ফৈজীও অতি বিদ্বান্ ব্যক্তি ও প্রধান লেখক ছিলেন। তিনি বিশেষতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন; এবং তিনি মহাভারত ও অন্যান্য অনেক প্রধান সংস্কৃত গ্রন্থ পারসী ভাষায় অনুবাদ করেন।

§৫। ইবন্‌বাতুতা।—১৩৪১ খৃষ্টাব্দে ইবন্ বাতুতা নামক একজন আফ্রিকা-মহাদেশীয় পর্য্যটক দিল্লীতে উপস্থিত হন। অতিশয় সম্মান সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা হয়, এবং সম্রাট্ মহম্মদ বিন তোগলক তাঁহাকে বিচারপতি পদে নিযুক্ত করেন [১০ অঃ ৩ প্রঃ দেখ]। কিন্তু মহম্মদের চপল ও নিষ্ঠুর স্বভাবের কিঞ্চিৎ প্রমাণ পাইয়া, তিনি কর্ম্মপরিত্যাগ করেন। মহম্মদ ইহাতে অপরাধ না

লইয়া তাঁহাকে দূতদলের সহিত চীন দেশে প্রেরণ করেন, এবং এইরূপে সম্ভ্রমসহকারে তাঁহাকে বিদায় দেন। ইবন্ বাতুতার "ভ্রমণ বৃত্তান্তে" ভারতবর্ষসম্বন্ধে অনেক কাজের কথা আছে। ইহা ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

§ ৬। খাফি খাঁ। —— মীর মহম্মদ মোগল শাসন সময়ের শেষভাগের প্রধান ইতিহাস লেখক, তিনি খাফি খাঁ নামেই সুবিদিত। ঔরঙ্গজেব [১৪ অং দেখ] ইতিহাস লিখিতে বারণ করিয়া কঠিন আদেশ দেন; কিন্তু ইনি ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষ ভাগে (প্রায় ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে) গুপ্তভাবে তাঁহার ইতিবৃত্ত লিখেন; এজন্য ইহার নাম খাফি খাঁ অর্থাৎ গুপ্ত হইয়াছে।

§ ৭। অন্যান্য ইতিবৃত্তলেখকগণ। —— আরও অন্যান্য অনেক ইতিবৃত্ত লেখক আছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থগুলি [কয়েকখান আরবী, কিন্তু অধিকাংশই পারসী] সংক্ষেপে উল্লেখ করিলেই চলিবে। সুলতান বাবর স্বীয় জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। গ্রন্থখানি মনোরঞ্জক এবং ইহার রচনা ও বর্ণনা উৎকৃষ্ট। ইহা প্রথমে তুর্কিভাষায় লিখিত হয়, কিন্তু পারসীভাষায় অনুবাদিত হয়। উৎবি "তারিখ যামিনী" রচনা করেন; ইহাতে সবক্তগিন ও তদীয় উত্তরাধিকারী মামুদের সময়ের বিবরণ আছে। হসন্ নিজাম "তাজউলমাসির" নামক গ্রন্থে মহম্মদ ঘোরী, কুতবউদ্দিন ও আলতমাসের জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা ১২১০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে লিখিত; ইহার কিয়দংশ পদ্য, এবং ইহাতে অনেক আরবি আছে। মিন্হাজউস্ সিরাজের ইতিহাস এতদপেক্ষা প্রয়োজনীয়; ইহার নাম "তবকটী নাসিরী"; এবং বল্বনের সিংহাসনাধিরোহণ কাল পর্য্যন্ত পাটান সময়ের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ। এই সময়ের শেষভাগের দুইখানি উৎকৃষ্ট ইতিহাস আছে। দুইখানিরই নাম "তারিখী ফিরোজ সাহী", একখানি জিয়াউদ্দিন বর্ণি প্রণীত, এবং অপরখানি সামস্ ইসিরাজ আফিফ প্রণীত। অন্যান্য ইতিবৃত্ত লেখকদিগের মধ্যে আবদুল কাদের বাদাওনী ও নিজাম উদ্দিন আহম্মদ আকবরের সময়ে আপন আপন গ্রন্থ রচনা করেন; মুয়াতিমাদ খাঁ "জাহাঙ্গীরনামা" লিখেন; মহম্মদ বিন আলি "সাহজাহান নামা" লিখেন; মির্জা মহম্মদ কাশিম "আলমগির নামা" লিখেন; এবং সৈয়দ গোলাম হোসেন খাঁ নামক নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর [২০ অং দেখ] একজন কুটুম্ব ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় অষ্টাদশতম শতাব্দীর ইতিহাস লিখেন।

§ ৮। কবিগণ।——অনেকগুলির মধ্যে আমরা তিনজন অতিপ্রসিদ্ধ ভারত-বর্ষীয় মুসলমান কবির উল্লেখ করিব ; (১) ফার্দ্দুসী, (২) অন্সারি, এবং (৩) আমির খসরু।

অন্সারি ও ফার্দ্দুসী উভয়েই মহম্মদ গজনবির সভার ভূষণ ছিলেন। ফার্দ্দুসীকে "পারসিক হোমর" বলে। তিনি মামুদের প্রশংসা করিয়া "সাহনামা" রচনা করেন।

মোগলদিগের ভয়ে পারস্য হইতে পলায়ন করিয়া যে সকল প্রসিদ্ধ বিদ্বজ্জন বল্‌বনের সভায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে আমির খসরু একজন। তিনি রাশি রাশি কবিতা লিখেন, তন্মধ্যে কতকগুলি অতি সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হয়। তৎপ্রণীত কাব্য গুলির মধ্যে দুইখানি সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ; একখানিতে খিজির খাঁ ও দেবলা দেবীর প্রণয়, এবং অপরখানিতে সম্রাট্ কৈকুবাদ ও তৎপিতা বগ্‌রা খাঁর সাক্ষাৎকার [১০ অঃ দেখ,] বর্ণিত হইয়াছে।

সম্পূর্ণ।

PRINTED BY THACKER, SPINK AND CO.